রাঁচি, শনিবার
15.04.2023
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
বর্ষবরণ ১৪৩০
web : www.rashtriyakhabar.com
Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>183 >>01 Boisakh 1430 >>
epaper.rashtriyakhabar.com
পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ১৮৩ >> << ০১ লা, বৈশাখ ১৪৩০>>

জাপান সমমনা দেশগুলোকে প্রাণঘাতী নয়, এমন সামরিক সহায়তা সরবরাহ করবে

টোকিও ঃ জাপান এশিয়ার সমমনা দেশগুলোকে প্রতিরক্ষা সহায়তা দেওয়ার জন্য নতুন একটি পরিকাঠামো তৈরির পরিকল্পনা করছে। বিশ্লেষকেরা বলছেন, চীনা প্রভাব বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে আঞ্চলিক নিরাপত্তায় আরও সক্রিয় ভূমিকা পালনে টোকিওর অভিপ্রায় এ পদক্ষেপের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে। ওভারসিজ সিকিউরিটি অ্যাসিস্ট্যান্স (ওএসএ) কর্মসূচি প্রতিষ্ঠার এই পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে জাপান নিজস্ব বিধিনিষেধ থেকে প্রথমবারের মতো বেরিয়ে এল। এই বিধিনিষেধের কারণে এত দিন জাপান সরকার সামরিক উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক সহায়তা থেকে বিরত ছিল। .ওএসএ সমমনা দেশগুলোর নিরাপত্তার প্রয়োজনের ভিত্তিতে অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য প্রাণঘাতী নয় এমন উপকরণ এবং সরঞ্জাম সরবরাহ করবে। জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রকের ৫ এপ্রিলের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, নতুন কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো বলপ্রয়োগের মাধ্যমে স্থিতাবস্থা পরিবর্তনের একতরফা প্রচেষ্টা প্রতিরোধ করার জন্য, বিশেষ করে ভারতপ্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত এবং জাপানের জন্য একটি নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করতে সমমনা দেশগুলোর নিরাপত্তা ও প্রতিরোধ সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

বাজার দর

SENSEX : 60431.00 +35.23
NIFTY : 17828.00 +15.60

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
39.00 °c	25.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .09 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .29 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী)
55,070 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়)
52,450 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 67,400 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর
সংক্ষিপ্ত খবর

ইউক্রেনকে যুদ্ধবিমান সরবরাহের ছাড়পত্র দিলো জার্মানি

বার্লিন ঃ সাবেক পূর্ব জার্মানির অস্ত্রভাণ্ডারের সোভিয়েত আমলের যুদ্ধবিমান ইউক্রেনের হাতে তুলে দেবার বিষয়ে সম্মতি দিয়েছে জার্মানি। পোল্যান্ডের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বার্লিন দ্রুত এ সিদ্ধান্ত নিলেও এখনো নিজস্ব বিমান সরবরাহ করতে নারাজ। ইউক্রেন যুদ্ধের শুরু থেকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে জার্মানির ধীর গতি দেশে-বিদেশে প্রবল সমালোচনার মুখে পড়েছে। কিন্তু বৃহস্পতিবার পোল্যান্ডের সরকার ইউক্রেনকে যুদ্ধ বিমান সরবরাহের অনুমতি চাওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জার্মান সরকার সম্মতি দিয়ে সেই বদনাম আপাতত ঘোচাতে পারলো। সোভিয়েত আমলের ডিজাইনের সেই মিগ২৯ যুদ্ধবিমান সাবেক পূর্ব জার্মানির অস্ত্রভাণ্ডারের অংশ ছিল বলে সেগুলি হস্তান্তরের আগে বার্লিনের সম্মতি আবশ্যক ছিল। ২০০৩ সালে জার্মানি এই বিমানগুলি পোল্যান্ডের হাতে তুলে দিয়েছিল। জার্মান প্রতিরক্ষামন্ত্রী বরিস পিস্টোরিউস তাঁর সরকারের এই দ্রুত সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে এক বিবৃতির মাধ্যমে বলেন, এতে বোঝা যাচ্ছে জার্মানি কতটা নির্ভরযোগ্য। তবে পোল্যান্ডের এই পদক্ষেপের প্রতি সম্মতি জানালেও জার্মানি সরাসরি ইউক্রেনকে যুদ্ধবিমান সরবরাহের প্রশ্নে অবস্থান বদল করছে না বলে তিনি জানিয়েছেন। জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎস একাধিকবার সেই সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছেন। অ্যামেরিকাও এফ১৬ যুদ্ধবিমান সরবরাহ করছে না। ইউক্রেনকে যুদ্ধবিমান দেবার প্রশ্নে পশ্চিমা বিশ্বের মধ্যে ঐকমত্যের অভাব রয়েছে। বিশেষ করে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি এ ক্ষেত্রে বিলম্ব চাইছে না। সর্বাধুনিক মার্কিন যুদ্ধবিমান সরবরাহ করতে না পারলেও সোভিয়েত আমলের বিমান সরবরাহের ক্ষেত্রে জাতীয় সরকারের সামনে তেমন কোনো বাধা নেই। ইউক্রেনের বিমানবাহিনীর পক্ষেও বাড়তি প্রশিক্ষণ ছাড়াই সেগুলি কাজে লাগানো সহজ। গত মার্চ মাসেই পোল্যান্ড নিজস্ব ভাণ্ডার থেকে ইউক্রেনকে মিগ২৯ যুদ্ধবিমান সরবরাহের ঘোষণা করেছিল। পোল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট আন্দ্রেই দুদা সম্প্রতি জানিয়েছেন, এমন আটটি বিমান হস্তান্তর করা হয়েছে। আরও ছয়টি বিমান হস্তান্তরের প্রস্তুতি চলছে। তাঁর এক উপদেষ্টা জানিয়েছেন, পোল্যান্ডের হাতে জার্মানি থেকে পাওয়া প্রায় এক ডজন মিগ২৯ যুদ্ধবিমান রয়েছে। এর আগে ইউক্রেনকে ব্যাটেল ট্যাংক সরবরাহকে কেন্দ্র করে পোল্যান্ড ও জার্মানির মধ্যে চরম দ্বন্দ্ব দেখা গিয়েছিল। জার্মানিতে তৈরি লেওপার্ড ট্যাংক সরবরাহের ক্ষেত্রে জার্মানির সম্মতি পেতে অনেক বিলম্ব হয়েছিল। গত জানুয়ারি মাসে জার্মানি অবশেষে ছাড়পত্র দেয়। তারপর নিজস্ব ভাণ্ডার থেকেও ১৮টি ব্যাটেল ট্যাংক ইউক্রেনে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয় বার্লিন। তবে তার পূর্বশর্ত হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেও ৩১টি অ্যাব্রাম্স ট্যাংক পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল।

অভাবনীয় গরম, জ্বলছে কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গ

কলকাতা ঃ ভয়ংকর গরম, লু বইছে। জ্বলছে কলকাতা, জ্বলছে পশ্চিমবঙ্গ। ১১টি জেলায় তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি বা তার বেশি। তাপপ্রবাহ চলবে।

ভয়ঙ্কর গরমে হাঁসফাঁস করছে পশ্চিমবঙ্গ। কলকাতায় তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি। সাধারণত পশ্চিমবঙ্গের গরমে আদ্রতা অনেক বেশি থাকে। কিন্তু এবার এই গরম ব্যতিক্রমী। অত্যন্ত শুকনো গরম। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে লু বা শুকনো গরম হাওয়া বইছে। মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। এর মধ্যে পানাগড়ে তাপমাত্রা ৪২ ডিগ্রিতে গিয়ে পৌঁছেছে। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের কিছু জায়গায় তাপমাত্রা ৪১ বা তার বেশি। আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, আগামী ৪৮ থেকে ৭২ ঘণ্টায় তাপমাত্রা আরো দুই ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়তে পারে। পরিস্থিতি এখন এমনই কলকাতার তাপমাত্রা এখন দিল্লির থেকে বেশি। দিল্লিতে তাপমাত্রা এখনো ৪০ ডিগ্রিতে পৌঁছায়নি। বরং কলকাতা এখন রাজস্থানের মরুশহর জয়সলমিরের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। সেখানেও বৃহস্পতিবার তাপমাত্রা ছিল ৪০ ডিগ্রি। সাধারণ মানুষের চিন্তা হলো, এপ্রিলেই যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে মেজুন মাসে কী হবে? রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছে, স্কুলে গরমের ছুটি এগিয়ে আনা হবে। সাধারণত ২৪ মে এই ছুটি হত, এবার ২ মে থেকে তা শুরু হয়ে যাবে।

আবহাওয়া অফিস থেকে জানানো হয়েছে, আপাতত চার-পাঁচদিন বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই। কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় তিন থেকে পাঁচ ডিগ্রি বেশি। উত্তরবঙ্গেও তাপমাত্রা বাড়ছে। মালদহে প্রায় ৪০, দুই দিনাজপুরে ৩৮ ডিগ্রি ছাড়িয়েছে তাপমাত্রা। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণও কমছে।

আবহাওয়াবিদেরা বেলা ১২টার পর মানুষকে রাস্তায় বেরোতে মানা করেছেন। লু-এর হাত থেকে বাঁচতে বেশ কয়েকটি সতর্কতা নেয়ার কথাও বলা হয়েছে।

প্রচন্ড গরমে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারও কাহিল হয়ে পড়েছে। সুন্দরবনের ঝড়খালিতে ব্যাঘ্র পুনর্বাসন কেন্দ্রে বাঘেদের দিনে দুইবার স্নান করানো হচ্ছে। তাদের ওআরএস দেয়া হচ্ছে। ২৪ ঘণ্টা ফ্যান চালিয়ে রাখা হচ্ছে। বাথটব রাখা হয়েছে। বড় পাত্রে জল রাখা হয়েছে। ঝড়খালিতে এখন তিনটি বাঘ রয়েছে। বাঘ যেখানে ঘোরে, সেখানে ছায়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এই প্রবল গরমে শুক্রবার বীরভূমে জনসভা করবেন অমিত শাহ। বেণীমাধব স্কুলমাঠে জনসভা সেরে তিনি সিউড়ি হেলিপ্যাডে যাবেন। সেখান থেকে কলকাতায় আসবেন। ফলে দুপুর বিকেলের মধ্যেই জনসভা সেরে ফেলতে হবে। প্রচণ্ড গরমের মধ্যেই সভা হবে।

তালিবান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আফগানিস্তান ইস্যুতে আঞ্চলিক বৈঠকে যোগ দিয়েছেন

সমরকান্দ ঃ তালিবান শাসিত আফগানিস্তানের পরিস্থিতি ও সহযোগিতা পর্যালোচনা করার জন্য উজবেকিস্তানের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার রাশিয়া ও চীনসহ আঞ্চলিক দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের নিয়ে একটি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে উজবেকিস্তানের সমরকন্দ শহরে এই সম্মেলন এমন এক সময়ে হচ্ছে যখন উগ্রবাদী তালিবান বিশ্ব সংস্থায় নারী কর্মীদের কাজ করতে নিষেধ করার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দক্ষিণ এশিয়ার দেশটিতে জাতিসংঘনিজের উপস্থিতি পর্যালোচনা করছে।

তালিবানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি বৃহস্পতিবার আফগানিস্তানের ছয় প্রতিবেশী রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠকে অংশ নিচ্ছেন। ঐ দেশগুলো হচ্ছে রাশিয়া এবং চীনসহ পাকিস্তান, ইরান, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান ও তুর্কমেনিস্তান।

মুত্তাকিরের কার্যালয় থেকে এক টুইটার বার্তায় তালিবানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সমরকান্দে পৌঁছানোর বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেছে, উজবেকিস্তানের কর্মকর্তারা তাকে 'উষ্ণভাবে' অভ্যর্থনা জানিয়েছেন।

চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিন গ্যাং এবং রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভও বৈঠকে যোগ দিতে সমরকান্দে পৌঁছেছেন।

বুধবার রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রকের এক বিবৃতিতে বলা হয়, সমরকান্দ বৈঠকে অংশগ্রহণকারীরা আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সংহতির উন্নয়ন এবং এর আগের চুক্তির আওতায় কাবুলের সঙ্গে পরিবহন ও জ্বালানি প্রকল্প বাস্তবায়নের দিকেও মনোনিবেশ করবেন।

বুধবার চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র ওয়াং ওয়েনবিং নারীদের ওপর তালিবানের বিধিনিষেধ এবং রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তির অভাব নিয়ে সমালোচনার জবাবে সাংবাদিকদের বলেন, বেইজিং মধ্যপন্থী, বিচক্ষণ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি গ্রহণে আফগান সরকারকে সমর্থন করে।

ওয়াং বলেন, তার সরকার তালিবান সরকারের সাথে যোগাযোগ বজায় রেখেছে যাতে তারা এবং আফগান জনগণ পুনর্গঠন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং নিরাপত্তা সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জগুলি কাটিয়ে উঠতে পারে।

ইউক্রেনের সর্বসাম্প্রতিক ঃ ক্রাইমিয়া পুনরুদ্ধার করতে চাইছে কিয়েভ

ইউক্রেন (এজেন্সী) ঃ রাশিয়া ক্রাইমিয়াসহ ইউক্রেনে তার দখল করা সব অঞ্চল থেকে তাদের সেনা প্রত্যাহার করে নেবে ইউক্রেন নিজেদের এই দাবিতে অনড় রয়েছে। রাশিয়া ২০১৪ সালে অবৈধভাবে ক্রাইমিয়া দখল করে। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে যে, তারা ২০২২ সালের মার্চ মাস থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত ইউক্রেনের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর খেরসনে একটি নির্যাতন কেন্দ্র পরিচালনা করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন ইউক্রেনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন নিয়ে আলোচনা করতে বুধবার পেন্টাগনে ইউক্রেনের প্রধানমন্ত্রী ডেনিস শ্যামিহালের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। শিগগিরই যেকোনো সময় শান্তি আলোচনা হবে এমন কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। যদিও ইউক্রেন ও রাশিয়া বেশ কয়েকবার যুদ্ধবন্দী বিনিময় করেছে এবং ইউক্রেনীয় শস্য এবং রুশ শস্য ও সার রপ্তানির জন্য যুদ্ধকালীন চুক্তি করেছে। ইউক্রেনের কর্মকর্তারা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করা একটি ভিডিওর তদন্ত শুরু করেছেন। এতে দেখা গেছে, কিয়েভের একজন সেনার শিরোশ্ছেদ করা হচ্ছে। সংবাদ সংস্থাগুলো তাৎক্ষণিকভাবে ভিডিওটির সত্যতা যাচাই করতে পারেনি। কিন্তু ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি এক ভিডিও বার্তায় বলেন, এমন কিছু ব্যাপার আছে যা বিশ্বের কেউ উপেক্ষা করতে পারেন না, এই জানোয়ারেরা কত সহজে হত্যা করে।

জেলেন্সকি বলেছেন, ভিডিওটিতে একজন ইউক্রেনীয় বন্দীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর দেখানো হয়েছে। তিনি আরও বলেন, সবাইকে অবশ্যই প্রতিক্রিয়া জানাতে হবে। আশা করবেন না যে, সবাই এটা ভুলে যাবে বা এই সময়টা কেটে যাবে। ইউক্রেন থেকে শিশুদেরকে অপহরণের ঘটনায় যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ এনে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বিরুদ্ধে অপরাধ আদালত একটি গ্রেপ্তারি নেদারল্যান্ডসের দ্য হেইগের আন্তর্জাতিক পরোয়ানা জারি করেছে।

উৎসব অশুভ প্রবণতার বিনাশ ঘটাক, নূতন বছরের অগ্রসর চিন্তার ভিত্তি নির্মাণ করুক

পয়লা বৈশাখ ঃ আবার জমেছে বাঙালির আনন্দমেলা!

কলকাতা ঃ পুরানো গ্লানি ঝেড়ে নতুনের বার্তা নিয়ে এলো 'বাঙালির বড়দিন' পয়লা বৈশাখ। বাঙালি আজ বৈশাখের আনন্দে মাতোয়ারা।

রঙিন আল্পনা দেশজুড়ে, হালখাতা হাতে দেনাদারের অপেক্ষায় ব্যবসায়ী, নারী-পুরুষ সেজেছে বর্ণিল পোশাকে, শিশু-বৃদ্ধার মুখে চেনা প্রাণোচ্ছল হাসি। এইতো বাংলার মহাউৎসবের দিন। নববর্ষের পঞ্জিকা পাতা উল্টাবার আগে বঙ্গবাজারে আগুন কিংবা মঙ্গল শোভাযাত্রার প্রতি যে হুমকি সেসব ভুলে জাতিবর্ণধর্মগোত্র নির্বিশেষে মিলেছে প্রাণের উচ্ছ্বাসে! অতীতের জরা ঝেড়ে তাই তো রমনা বটমূলে সমবেত কন্ঠে সবাই গায় 'নির্ভয় গান'। সংগীত কথা ও সুর শুভশক্তি আর মঙ্গল কামনার বৈশাখী বার্তা যুগ যুগ ধরে দিয়ে চলেছে সংগীতায়ন ছায়নাট। শুক্রবার নানা আঙ্গিকে বিভিন্ন আয়োজনের মধ্য দিয়ে দেশব্যাপী বর্ষবরণ শুরু হয়। আয়োজনমালার কেন্দ্রবিন্দুতে রমনা বটমূল। নব আলো সন্ধান করার ডাকে ১৪৩০ বঙ্গাব্দকে বরণ করে নেয় ছায়ানট। প্রত্যাশা একটি বিভক্তিমুক্ত শুভ মননের সমাজ এবং শুভ চিন্তার অগ্রসরমান নতুন বছর।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে আহির ভৈরব সুরে সারেঙ্গিবাদনের মধ্যে দিয়ে বটমূলে শুরু হয় ছায়ানটের বর্ষবরণের প্রভাতী আয়োজন। নাগমায় শিল্পী শৌণক দেবনাথ ঋকের সঙ্গে তবলায় সংগত করেন শিল্পী গৌতম সরকার। অনুষ্ঠানমালা সেজেছে ১০টি সম্মেলক গান, ১১টি একক গান, দুটি আবৃত্তি এবং সবশেষে জাতীয় সংগীতে। নববর্ষের সূর্যোদয়ের নবীনকিরণ যখন আমাদের আলোকিত করে, তখন ফিরে দেখি ফেলে আসা দিনগুলো। ধারাবাহিক অগ্রগতি দেশের ভবিষ্যতের পদরেখা হিসেবে আমাদের প্রাণে আশার সঞ্চার করে। অন্যদিকে লোভ, বিদ্বেষ, অসহিষ্ণুতা ও বৈষম্য আমাদের হতাশ করে সমাজে বিভাজন রেখাবে গভীর ও বিস্তীর্ণ করে আমাদের অর্জনগুলো ম্লান করে দেয়। আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত বাংলার সাহিত্য ও সংগীত সমাজের শুভশক্তিকে জাগ্রত করে সম্প্রীতির বন্ধনকে নিবিড়তর করে চলেছে। সারা দেশ জুড়ে এই ধারার গান ও পাঠ সমাজের বিভক্তি অতিক্রম করুক, অশুভ প্রবণতার বিনাশ ঘটাক, নূতন বছরের অগ্রসর চিন্তার ভিত্তি নির্মাণ করুক।

বর্ষবরণের প্রভাতী আয়োজন চলে প্রায় সোয়া দুই ঘণ্টাব্যাপী। যন্ত্রসংগীতে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হয় রবীন্দ্রসংগীত 'ধ্বনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর'। পরে সেঁজুতি বড়ুয়া শোনান রবীন্দ্রসংগীত 'মনমোহন। সিদ্দিকুর রহমান পারভেজ আবৃত্তি করেন 'বৈশাখ'। একক কণ্ঠে পার্থ প্রতীম রায় শোনান 'রাত্রি এসে যেথায় মেশে', মোস্তাফিজুর রহমান তূর্য শোনান 'মোরে ডাকি লয়ে যাও'।

বড়দের দল গেয়ে শোনায় সম্মেলক গান 'শুভ্র সমুজ্জ্বল হে চিরনির্মল'। পরে রেজাউল করিমের কণ্ঠে গীত হয় 'ওগো অন্তর্যামী ভক্তের তব'। এরপর ছোটেদের দল সম্মেলক কণ্ঠে গেয়ে শোনায় 'মৃদুল মন্দে মঞ্জুল ছন্দে'।

এছাড়া একক কণ্ঠে 'অন্তরে তুমি আছ চিরদিন' শোনান খায়রুল আনাম শাকিল 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে' শোনান ইফ্‌ফাত আরা দেওয়ান 'স্বদেশ আমার! জানি না তোমার' শোনান মইদুল ইসলাম 'নিচুর কাছে নিচু হতে' শোনান ফারহানা আক্তার শ্যার্লি 'সবারে বাস রে ভালো' শোনান লাইসা আহমদ লিসা 'মন মজালে ওরে বাউলা গান' শোনান আবুল কালাম আজাদ 'মানুষ ছাড়া খ্যাপা রে তুই' শোনান মো. খায়রুল ইসলাম 'এমন সমাজ কবে গো সৃজন হবে' শোনান চন্দনা মজুমদার। সম্মেলক কণ্ঠে ছোটদের দল শোনায় 'সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান', 'আমি ভয় করব না, ভয় করব না', 'এই আমাদের বাংলাদেশ', 'মানুষ ধরো মানুষ ভজো'। বড়দের দল গেয়ে শোনায় 'জাতের নামে বজ্জাতি সব', 'আমাদের নানান মতে'। মাহমুদা আখতার আবৃত্তি করেন 'দ্বারে বাজে ঝঞ্ঝার জিঞ্জীর। অনুষ্ঠানের শেষ অংশে যখন ছোট আর বড়দের দল মিলে সম্মেলক কণ্ঠে গায়ছিল শাহ আবদুল করিমের লেখা 'গ্রামের নওজোয়ান হিন্দু মুসলমান' গানটি, ততক্ষণে নববর্ষের প্রথম ভোরের আলো পরিণত হয় গ্রীষ্মের ঝলসানো রোদে। তবুও হাজারো মানুষ সমস্বরে কণ্ঠ মিলিয়ে একসঙ্গে গেয়ে যান 'আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম।

ছায়ানটের সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্যের পর শিল্পী ও দর্শকশ্রোতাদের সম্মেলিত কণ্ঠে জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে শেষ হয় ছায়ানটের বর্ষবরণের প্রথম আয়োজন। সারাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর এ আয়োজনে একাত্মতা জানিয়ে সাজিয়েছে না বর্ণিল উৎসব। কৃষি উৎসব বা রাজস্ব আদায়ের বিষয় হিসেবে বৈশাখকে সামনে এনে বাংলা সাল প্রবর্তিত হয়। অতীতে এসেছে সংস্কৃতিকে বদলে দেয়ার নানা রকমের বিপত্তি। তার ধারাবাহিকতায় এবারও চারুকলার মঙ্গল শোভাযাত্রায় হামলার হুমকি দিয়ে চিরকুট এসেছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তারা যদিও তা আমলে নেয়ার মতো নয় বলে জানান।

তবে মানতে হচ্ছে কিছু বিধিনিষেধ। মঙ্গল শোভাযাত্রায় এবারও কোনো মুখোশ মুখে পরা যাচ্ছে না, নেওয়া যাচ্ছে না ব্যাগ। তবে চারুকলা অনুষদের বানানো মুখোশ হাতে নিয়ে প্রদর্শন করা যাচ্ছে। ক্যাম্পাসে ভুভুজেলা বাঁশি বাজানো ও বিক্রিতে রয়েছে নিষেধাজ্ঞা। ক্যাম্পাসে সব অনুষ্ঠান শেষ করতে হবে বিকাল ৫টার মধ্যে। এ সময়ের পর কোনোভাবেই ঢোকা যাবে না, কেবল বের হওয়া যাবে।

পুরুলিয়ার ভগতা পরব

ড.সূর্য শেখর পাঠক

ঝাড়খন্ড সংস্কৃতির বৎসরের সর্বশেষ উৎসব ভগতা পরব । এই অনুষ্ঠান চৈত্র সংক্রান্তি র আগের দিন থেকে বিভিন্ন গ্রামে বিভিন্ন স্থানে চলতে থাকে জৈষ্ঠ্যের তেরো তারিখের রোহিণীর দিন পর্যন্ত । পূর্বে ভগতা ছিল ধর্মের গাজন পরে তা হিন্দু প্রভাবের ফলে শিবের গাজনে পরিণত হয়েছে। ভগতা পরবে ভগতিয়ারা নিজেদের শরীরে যেমন পিঠ জিহ্বা ও বাহু তীক্ষ্ণ লৌহ শলাকা দিয়ে ফুঁড়ে দেহের ওপর কঠিন নিপীড়ন করে আত্ম নিগৃহ করে থাকে । জাগরণের রাত্রে অর্থাৎ চড়ক এর আগের র রাত্রি পুকুরে স্নান করে পাট ভগতা অর্থাৎ শিব ভগতা কে পেরেক লাগানো কাঠের পাট এর উপর শুইয় এ নতুন সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে শব নিয়ে যাওয়ার মত চারজনে ধরে মন্দিরে নিয়ে আসে । মণ্ডপের পুরোহিত ঘটের সেই জল ছিটিয়ে সেই কল্পিত মৃত প্রধান ভগতাকে পুনর্জীবিত করে তোলে । আসলে ভগতা পরবে র পশ্চাতে ঝাড়খন্ড এ যা সংস্কার আছে তা হলো মৃত উদ্ভিদ জগতের পুনর্জন্ম লাভ । শীতকালে যে উদ্ভিদ জগতের মৃত্যু ঘটে সেই মৃত উদ্ভিদ জগত কে পুনরায় বাঁচিয়ে তুলবার জন্য ভগতা পরবে র অনুষ্ঠান । মৃতের প্রতীক টুসু কে যে আশা নিয়ে জলে বিসর্জন দেওয়া হয় বছরের শেষে সেই আশায় পূর্ণ করবার প্রচেষ্টা দেখা যায় ভগতাতে । ঝাড়খন্ড রা বিশ্বাস করে যে ভগতার সময় আত্মী নিগ্রহ করতে পারলে মৃত পূর্ব পুরুষেরা পূর্ণ জন্ম লাভের অধিকারী হয়। পাটার উপর মৃতের নয় প্রধান ভগতা কে পুরোহিত ব্রাহ্মণ ঘটের যে সেম জল ছিটিয়ে জীবিত করে সেই সেমজল হচ্ছে যৌন রসের প্রতীক এবং ঘট টি ব্যবহৃত হয় গর্ভের প্রতীক রূপে । পাটা শব্দ টি ও ঝাড়খন্ড ই উপভাষায় মৃত শব্দের প্রতিশব্দ । ঝাড়খন্ড এর সংস্কার অনুযায়ী ভগতা পরবে মৃত উদ্ভিদ জগত কে পুনর্জীবিত করার জাদু ক্রিয় চলে। শুধু তাই নয় মৃত দেহের মধ্যে প্রাণ সঞ্চারের জন্য ঐন্দ্রজালিক নৃত্যে র অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় । এই নৃত্য ই সর্বজন বিদিত ছৌ নৃত্য।

টুসু শব্দটির মত ছো শব্দ টি নিয়েও নানা জন নানা মত ব্যক্ত করেছেন । কেউ বলেন এই শব্দটি এসেছে শৌভিক শব্দ থেকে, কেউ বলেন ছায়া শব্দ থেকে , কেউ বলেন ছ ও শব্দ থেকে, কেউ বলেন ছাউনী শব্দ থেকে আবার কেউ বা বলেন বাজনার বোল ধো শব্দ থেকে। সে যাই হোক ছৌ নৃত্য শব্দটির উৎপত্তি আসলে শব নৃত্য থেকে । ভগতা যেমন মৃত শব দেবতার পুনরুজ্জিবনের উৎসব , তেমনি পুনরুজ্জীবন ক্রিয়াটি কে তরান্বিত করবার জন্যে যে ঐন্দ্র জালিক নৃত্য সে নৃত্য ই হওয়া উচিত।

ছৌ নাচ মুখোশ পরে হয়ে থাকে এবং পুরুষেরাই কেবলমাত্র এই নৃত্য অংশ গ্রহণ করে থাকে। এর প্রধান বিষয় বাঙালি র প্রাণের সম্পদ কৃত্তিবাসের রামায়ণের কাহিনী। হিন্দু প্রভাবের আগে ছৌ নাচে মুখোশের ব্যাবহার ছিল না বলেই মনে হয়। কেননা এখনো এর মধ্যে অনেক নৃত্য মুখোশ বেতিতেই হয়ে থাকে । নৃত্য এর মধ্যে পৌরাণিক দেব দেবীর আবির্ভাবের পর হয়তো মুখোশের প্রযোজন। হয়েছে । এবং মনে করা হয় পূর্বে নারীদের ও এই নৃত্য এ অংশ গ্রহণ এ অধিকার ছিল । সুতরাং ছৌ নৃত্য এর উদ্ভব কালে নারী পুরুষ মিলে মুখোশ ছাড়া যে নৃত্য পরিবেশন করত তা ছিল বাস্তব জীবন্ত ও শক্তিশালী । হিন্দু ধর্ম বিস্তারের কালে কোন হিন্দু পন্থী সামন্ত রাজার প্রভাবে কারনেই মনে হয় তা থাকে ¯ এ নারীর অধিকার লোপ পেয়েছে ।

ছৌ নাচের উদ্ভবস্থল হিসেবে যে তিনটি স্থানের নাম পাওয়া যায় তা হলে সেরাইকেল্লা ওড়িশা ও পুরুলিয়া । সেরাইকেল তে এই নাচের অস্তিত্ব থাকলে ও ওড়িশার কোনো গ্রামেই ছৌ নাচের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় থাকে না । আবার সেরাইকেলা তে এই নাচের উদ্ভব হয়েছে সেকথাও ঠিক নয় । প্রকৃত পক্ষে এই নাচের উদ্ভব হয়েছে পুরুলিয়া তে । বাঘ মুন্ডির অনতিদূরে চোর দা নামক গ্রামেই কেবলমাত্র ছৌ নাচের মুখোশ নির্মিত হয় । এখন থেকেই বিভিন্ন স্থানে মুখোশের সরবরাহ হয় থাকে । তবে সত্যের খাতিরে একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যে কখন এবং কিভাবে চোর দা গ্রামে মুখোশ নির্মাণের শুরু হয়েছিল তা আজ বলা সম্ভব নয় । তবে সেরাইকেলা যে ছৌ নাচের উৎস ভূমি নয়, এর উৎস ভূমি যে পুরুলিয়া সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকার কথা নয় । সেরাইকেলার তৎকালীন হিন্দু রাজারা পুরুলিয়ার ছৌ নৃত্য টি কে উৎসাহ দান করে পরিপুষ্ট করেছিল মাত্র । এই নৃত্য ঝাড়খণ্ডের মাটি ছেড়ে শুধু মাত্র ভারতবর্ষেই নয়, পুরুলিয়ার ছৌ নৃত্য এর দল সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার সুদূর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো বিকশিত দেশে গিয়েও এই অনুষ্ঠানের আনন্দ পরিবেশন করে এসেছে ।

আজ থেকে শুরু ১৪৩০ বঙ্গাব্দ ¯প্রবর্তন করেন মহারাজ শশাঙ্ক এই সূর্যসিদ্ধান্ত ভিত্তিক সাল গণনার

নির্মাল্য গাঙ্গুলী

দুর্গাপুর ঃ আজ পয়লা বৈশাখ, বাংলা নববর্ষ শুরু। সকলেই জানি পয়লা বৈশাখ বঙ্গাব্দ অনুযায়ী বাংলা নববর্ষ পালিত হয়। এখন পহেলা বৈশাখ কী তাহলে? পহেলা শব্দটি উর্দু শব্দ যা পেহেলী শব্দের রুপান্তরিত রুপ মাত্র। পয়লা তদ্ভব বাংলা শব্দ। পহেলা বৈশাখ ¯ বাংলা নববর্ষ প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে তিথি গননা অনুযায়ী এই পয়লা বৈশাখ পড়ে ইংরেজির ১৪ই এপ্রিল আবার কখনো পড়ে ১৫ই এপ্রিল। প্রাচীন প্রত্যেক বছর ১৪ই এপ্রিল পালন করা হয়ে থাকে, ১৯৮৭ সাল থেকে। বাংলাদেশে ইসলামিক প্রভাবযুক্ত পহেলা শব্দটি ব্যবহার করা হয় আর কোনও কোনও বছরে বঙ্গাব্দের গণনায় তাই এক দিনের ফারাক হয়ে থাকে আমাদের ভারতবর্ষের থেকে।

বাঙলার সম্রাট ও প্রথম স্বাধীন বাঙালি তথা গৌড় সাম্রাজ্যের সার্বভৌম নৃপতি গৌড়েশ্বর মহারাজাধিরাজ শশাঙ্কদেব ৫৯০ থেকে ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে রাজত্ব করেন বলে ধারণা করা হয়। আর ৫৯৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে সূর্যসিদ্ধান্ত ভিত্তিক বাংলা নববর্ষ বঙ্গাব্দ শুরু হয়।খুব সহজ হিসাব করলেই এটা স্পষ্ট হয় ¯ এখন ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ চলছে, এর থেকে ৫৯৩ (যে সালে মহারাজ শশাঙ্কদেব সিংহাসনে বসেন) বাদ দিলেই ১৪৩০, মনে আজ থেকে শুরু বঙ্গাব্দের হিসেব মিলে যায়।

এবার যদি আমরা দেশের মধ্যে অন্য রাজ্যগুলোর দিকে নজর দিলেই দেখব ঠিক একই সময়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে নববর্ষের উৎসব পালিত হয়। তামিলনাড়ুতে পুথান্ডু, কেরালাতে বিশু, পঞ্জাবে বৈশাখী, কামরূপে (অধুনা অসম) ভাস্করাব্দ শুরুর উৎসবে পালিত হয় রঙালী বিহু,ত্রিপুরার উপজাতিদের মধ্যে বৈসাগু ইত্যাদি। কি এবার প্রশ্ন আসছে না। যদি আকবর কেবলমাত্র বঙ্গাব্দ টুকুই চালু করে থাকেন,তাহলে একই সময়ে প্রায় একই দিনে দেশের এতরকম জাতির নববর্ষ কিভাবে পড়ছে? তবুও বৃথা তর্ক চলে। বাঙ্গালী মানেই নববর্ষে পথচলা শুরু,বারো মাসে তেরো পার্বণ। বৈশাখে নববর্ষ, জৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ষষ্ঠীতে জামাইষষ্ঠী, আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে রথ যাত্রা, শ্রাবণ মাসে শেষ দিনে মনসা পূজা, ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে জন্মষ্টমী, ভাদ্রমাসের সংক্রান্তির দিন বিশ্বকর্মা, আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে দূর্গাপূজা, কার্তিক মাসের শুক্লাদ্বিতীয়া তিথিতে ভাই ফোঁটা, অগ্রহায়ণ মাসে আমন ধান পাকার পর নবান্ন, পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে পৌষ পার্বণ, মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী পূজা, ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে হোলিদোল পূর্ণিমা, চৈত্রের শেষ দিনে চড়ক পূজা। বার মাসে তের পার্বণের মধ্যে দিয়ে বঙ্গাব্দের একটি বছর হয় অতিক্রান্ত।

বঙ্গাব্দ,বাঙ্গালীর নিজস্ব একটি যুগাব্দ। ভারতবর্ষে শুধুমাত্র বাঙ্গালীরই আছে নিজস্ব এক যুগাব্দ। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে,এই বঙ্গাব্দের পথচলা কবে শুরু হয়েছিল?

বাংলা বারো মাসের নামের ইতিহাস

বিশাখা নক্ষত্রের নাম অনুসারে বৈশাখ, জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের নাম অনুসারে জৈষ্ঠ, উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রের নাম অনুসারে আষাঢ়, শ্রবণা নক্ষত্রের নাম অনুসারে শ্রাবণ, পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রের নাম অনুসারে ভাদ্র, অশ্বিনী নক্ষত্রের নাম অনুসারে আশ্বিন, কৃত্তিকা নক্ষত্রের নাম অনুসারে কার্তিক, মৃগশিরা নক্ষত্রের নাম অনুসারে অগ্রহায়ণ(মার্গশীর্ষ), পুষ্যা নক্ষত্রের নাম অনুসারে পৌষ, মঘা নক্ষত্রের নাম অনুসারে মাঘ, উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্রের নাম অনুসারে ফাল্গুন এবং চিত্রা নক্ষত্রের নাম অনুসারে চৈত্র।

সপ্তাহের সাত দিনের নামের ইতিহাস

রবিবার ঃ সূর্যেরঅপরনামরবি (আমাদের সূর্য মন্ডলের গ্রহগুলো একমাত্র অধিপতি নক্ষত্র সূর্য, অর্থাৎ যার থেকে সৌর মন্ডল সৃষ্টি হয়েছে। হিন্দুরা সূর্যকে দেবতা জ্ঞানে পূজো দিয়ে থাকেন। যে কোন মাঙ্গলিক কায্যে কিংবা যে কোন দেবতার পূজোর সময় পঞ্চদেবতার পুজো দিতে হয়। হিন্দুদের এই পঞ্চদেবতা তথা পাঁচজন দেবতার অন্যতম একজন হলো সূর্যদেব। হিন্দুধর্ম বিশ্বাস দৃঢভাবে বিশ্বাস করে আমাদের প্রিয় গ্রহ টিকে আছে সূর্যের অনুগ্রহে। অবশ্য আধুনিক বিজ্ঞানও তা অশ্বীকার করে না যে পৃথিবীর সমগ্র জ্বালানী শক্তির প্রধানতম উৎস এই সূর্য। হিন্দুধর্মাবলম্বীর ও অমুসিলম বিশ্বে বরিবারকে সপ্তাহের প্রথম দিন হিসাবে ধরা হয়।

সোমবারঃ চন্দ্রে অপর নাম সোম। সূর্য মন্ডলে পৃথিবী নামক গ্রহের একমাত্র উপগ্রহ হলো চন্দ্র। পৃথিবীতে চন্দ্রের প্রভাব দৃশ্যমান। জোয়ার ভাটাই শুধু নয়, পৃথিবী নাম গ্রহের জীব জগতের উপর চন্দ্রে প্রভাব অনেক বেশী মাত্রায় পড়ে। হিন্দু পরিবারের সন্তান জন্ম লাভের সময় ঠিকুজি প্রস্তুত করার সময় চন্দ্রে প্রভাবের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। হিন্দু জ্যোতিশাস্ত্র বিদ গনের মতে চন্দ্রের প্রভাব বেশী হলেও একে ক্ষতিকর হিসাবে বিবেচনা করে না।

মঙ্গলবারঃ মঙ্গল গ্রহের নামের সপ্তাহের একটি দিন রাখা হয়েছে। মঙ্গল সৌরমন্ডলের শক্তিশালী গ্রহ, পৃথিবীর ভুমন্ডলের সাথে এর যথেষ্ট মিল রয়েছে। পৃথিবীর উপর এই গ্রহটির প্রভাব রয়েছে।

বুধবারঃ বুধ গ্রহের নামের সপ্তাহের একটি দিনের নাম করন করা হয়েছে। বুধ গ্রহের ইংরেজী নাম মার্কিউরী। বুধ হচ্ছে সূর্যের নিকটতম গ্রহ। সূর্যের খুব কাছের এবং সেই সাথে সৌরজগতের সবচাইতে ক্ষুদ্রতম গ্রহ হচ্ছে এই বুধ গ্রহ। এই কারণে বুধের মাধ্যাকর্ষণ শক্তিও অনেক কম, পৃথিবীর প্রায় এক তৃতীয়াংশ।

বৃহস্পতিবারঃ সৌর মন্ডলের সর্বাপেক্ষা বড় গ্রহ বৃহস্পতির নামে সপ্তাহের পঞ্চম দিনের নামকরণ করা হয়েছে। এটি সূর্য থেকে দূরত্বের দিক দিয়ে পঞ্চম এবং আকার আয়তনের দিক দিয়ে সৌরজগতের বৃহত্তম গ্রহ হচ্চছ আমার বৃহস্পতি। সূর্যের সব কটি গ্রহের ভর সমস্টির প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ ভরই হচ্ছে বৃহস্পতির। আয়তনের কারনে বৃহস্পতিকে গ্রহরাজ বলা হয়। হিন্দু পুরানে বৃহস্পতিকে দেবগুরু তথা সকল শুভকর্মের ও শুভ ভাবনার গুরু হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বৃহস্পতি গ্রহকে ইংরেজীতে বলা হয় জুপিটা)। রোমানরা গ্রহটির নাম রেখেছিল পৌরাণিক চরিত্র জুপিচারের নামে। জুপিটার রোমান পুরাণের প্রধান দেবতা। রোমান ভাষায় জুপিটার শব্দের অর্থ হচ্ছে আকাশের পিতা।

শুক্রবার ঃ ‘শুক্র গ্রহ’ সৌরজগতের দ্বিতীয় গ্রহ। কারণ সূর্য থেকে দূরত্বের দিক থেকে হিসেব করলে সূর্যের একেবারে কাছের গ্রহ হচ্ছে বুধ গ্রহ, আর এর পরই শুক্র গ্রহের অবস্থান। বুধ আর পৃথিবীর মতই এই গ্রহটিও কঠিন পদার্থ দিয়ে তৈরি বলে একে পার্থিব গ্রহ বলা হয়। পৃথিবী এবং শুক্রের মধ্যে গাঠনিক উপাদান, আকার আকৃতি, মুক্তি বেগ এবং অন্যান্য মহাযাগতিক আচার আচরণে অনেক মিল রয়েছে বলে শুক্রকে পৃথিবীর বোন গ্রহ বা সিস্টার প্ল্যানেট বলে। এটি এমন একটি গ্রহ যাকে দুটি ভিন্ন ভিন্ন তাঁরা নামে ডাকা হয়। ভোর রাতের আকাশে শুকতারা আর সন্ধ্যার আকাশের সন্ধ্যাতারা একই বস্তু, যা সত্যিকার অর্থে একটি গ্রহ, আর এই গ্রহটিই হচ্ছে শুক্রগ্রহ। অনেক যায়গায় এই গ্রহটি যখন ভোরের আকাশে উদিত হয় তখন লুসিফার বা শয়তান নামেও ডাকা হয়ে থাকে। অন্যদিকে হিন্দু পুরানে শুক্রকে দৈতগুরু হিসাবে দেখানো হয়েছে। সুতরাং শুক্রগ্রহ তথা দৈত্যগুরুর নামে সপ্তাহের ষষ্ঠ দিনের নামকরণ করা হয়েছে।

শনিবারঃ শনি গ্রহদেবতা হিসেবে হিন্দু পুরানে ও শাস্ত্রে সবিশেষ পরিচিত। হিন্দু সম্প্রদানের নবজাতকের ঠিকুজি তৈরীর করার সময় জ্যোতিষশাস্ত্রে জন্ম ছকে এর অবস্থান বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়। শনি দ্বাদশে, জন্মরাশিতে ও দ্বিতীয়ে অবস্থানকালে সাড়ে সাত বছর মানুষকে প্রচণ্ড কষ্ট দেয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভাষায় শনি গ্রহ রূপে গুণে অসামান্য। তার কারণ, এই গ্রহকে ঘিরে থাকা চাকতিগুলি যাকে আমরা বলি ‘শনির বলয়’। তুষারকণা, খুচরো পাথর আর ধূলিকণায় সৃষ্ট মোট নয়টি পূর্ণ ও তিনটি অর্ধবলয় শনিকে সর্বদা ঘিরে থাকে। শনি দৈত্যাকার গ্রহ এর গড় ব্যাস পৃথিবীর তুলনায় নয় গুণ বড়। এর অভ্যন্তরভাগে আছে লোহা, নিকেল এবং সিলিকন ও অক্সিজেন মিশ্রিত পাথর। তার উপর যথাক্রমে একটি গভীর ধাতব হাইড্রোজেন স্তর, একটি তরল হাইড্রোজেন ও তরল হিলিয়াম স্তর এবং সবশেষে বাইরে একটি গ্যাসীয় স্তরের আস্তরণ।শনি গ্রহের রং হালকা হলুদ। এর কারণ শনির বায়ুমণ্ডলের উচ্চবর্তী স্তরে অবস্থিত অ্যামোনিয়া ক্রিস্টাল। শনির ধাতব হাইড্রোজেন স্তরে প্রবাহিত হয় এক ধরনের বিদ্যুত প্রবাহ। এই বিদ্যুৎ প্রবাহ থেকেই শনির গ্রহীয় চৌম্বক ক্ষেত্রের উদ্ভব ঘটেছে। হিন্দুদের পুরানে শনিকে দেবতা এবং একে নিয়ে বিভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ্য আছে। শনি গ্রহের নাম, এবং বিচিত্র গ্রহ। পুরানে উল্লেখ্য শনিদেবের দৃষ্টি যে দিকে পড়ে সেটি ভস্ম হয়ে যায়। সেই শনিগ্রহের নামে সপ্তাহের শেষ দিন তথা সপ্তম দিনের নামকরণ করা হয়েছে।

গৌড়েশ্বর মহারাজাধিরাজ শশাঙ্কদেব ছিলেন প্রাচীন বাঙলার সম্রাট ও প্রথম স্বাধীন বাঙালি তথা গৌড় সাম্রাজ্যের সার্বভৌম নৃপতি। তিনি মোটামুটি ভাবে ৫৯০ থেকে ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে রাজত্ব করেন বলে ধারণা করা হয়। আর বাংলা নববর্ষ বঙ্গাব্দ শুরু হিসেব করলে এবছর ১৪২৯ বঙ্গাব্দ যদি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ হয়, তাহলে বঙ্গাব্দের প্রথম বছর নিশ্চয় ২০২২ ¯১৪২৯ অর্থাৎ ৫৯৩ খ্রিস্টাব্দ। অর্থাৎ শশাঙ্কদেব এর শাসনামলে। মহারাজা শশাঙ্ক স্বাধীন নৃপতি হিসেবে তার শাসনকালের সূচনাকে স্মরণীয় করে রাখতে সূর্যসিদ্ধান্তভিত্তিক বর্ষপঞ্জী অনুসারে বঙ্গাব্দের প্রচলন করেন।

মুহাম্মদ আকবর কি বঙ্গাব্দের স্রষ্টা?

জালালুদ্দিন মুহাম্মদ আকবর মুঘল সাম্রাজ্যের তৃতীয় সম্রাট। সম্রাট হুমায়ুনের মৃত্যুর পর পুত্র আকবর মাত্র ১৩ বছর বয়সে বৈরাম খানের তত্ত্বাবধানে ১৫৫৬ সালে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করে এবং ১৫৬০ সালে বৈরাম খাঁকে সরিয়ে আকবর নিজে সকল ক্ষমতা দখল করে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ১৬০৫ সাল অবধি চালিয়ে যান। অথচ আমরা ইদানীং শুনছি,বঙ্গাব্দের প্রতিষ্ঠাতা নাকি আকবর! সম্রাট আকবর বাংলা কথা বলা, লেখা, পড়া কোনটাই জানতেন না। মোটকথা তিনি বাংলা ভাষার সাথে মোটেও পরিচিত ছিলো না।তিনি ফার্সী ব্যবহার করতেন। তিনি তার আমলে ফারসী মাসের অনুকরণে তারিখ ইইলাহীর প্রবর্তন করেন।

তবুও চলতে থাকে আকবরপন্থীদের যুক্তি,খাজনা আদায়ের সুবিধার জন্য ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে আকবর তারিখ ইইলাহী নামে একটি সৌর বর্ষপঞ্জী চালু করেন। অর্থাৎ তারিখ ইইলাহী শুরুই হয় তার ২৯তম বর্ষ থেকে। ওদিকে ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দ ছিল ৯৬৩ হিজরী। আকবরপন্থীদের মতে সম্রাট আকবরা ইংরেজি ১৫৫৬ সাল, হিজরি ৯৬৩ সনকে বঙ্গাব্দ ৯৬৩ সন ধরে বঙ্গাব্দ সন চালু করেন। এখন প্রশ্ন বাংলা সন ১ থেকে শুরু না হয়ে ৯৬৩ থেকে শুরু হবে কেন?পৃথিবীর সকল সাল চালু হয়েছে ১ থেকে আর এক থেকে ১ থেকে শুরু হওয়াটাই যুক্তিসঙ্গত। যদি সম্রাট আকবর বাংলা সন চালু করেই থাকে, তবে কেন ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দকেই বঙ্গাব্দ ১ সন হিসেবে ধরে হিসেব করতে অসুবিধে কোথায় ছিল?

কিন্তু সত্যিই কি আকবর ‘বঙ্গাব্দ’ বা ‘বাংলা সন’ চালু করেছিলেন? আসুন দেখা যাক ইতিহাস কি বলে? যুক্তিই বা কি বলে?

প্রথমত, ‘আইন ইআকবরী’¯তে ৩০ পাতা জুড়ে বিশ্বের ও ভারতের বিভিন্ন বর্ষপঞ্জীর কালানুক্রমিক বিবরণ রয়েছে। সব শেষে রয়েছে তারিখ ইইলাহী। কিন্তু ‘বঙ্গাব্দ’ বা ‘বাংলা সন’¯এর কোনো উল্লেখ নেই। আকবর যদি সত্যিই ‘বঙ্গাব্দ’ বা ‘বাংলা সন’ প্রবর্তন করতেন, তাহলে আইন ইআকবরীতে তার উল্লেখ থাকবে না, একি সম্ভব?

দ্বিতীয়ত, ‘আইন ই আকবরী’¯তেই স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে আকবর হিজরী সন পছন্দ করতেন না, তাই তিনি তারিখ ইইলাহীর সূচনা করেন। সেই সঙ্গে তিনি যদি সত্যিই বঙ্গাব্দের সূচনা করতেন তার ভিত্তিবর্ষ নিজের প্রবর্তিত তারিখ ইইলাহী সাথে সমান না রেখে অপছন্দের হিজরীর সাথে মেলাতেন কি?

তৃতীয়ত, আকবরের শাসনকালে মোগল সাম্রাজ্যে বাংলা, ইলাহাবাদ, অযোধ্যা, আগ্রা, পাটনা, মূলতান, কাবুল ইত্যাদি মোট বারোটি সুবা ছিল। তাহলে শুধুমাত্র বাংলার জন্য পৃথকভাবে বিশেষ একটি বর্ষপঞ্জী তৈরি করতে গেলেন কেন আকবর? কই কাবুলের জন্য তো কোনো পৃথক বর্ষপঞ্জী তৈরি করেননি তিনি।

চতুর্থত, বাংলাকে তখন কার্যত শাসন করছেন প্রতাপাদিত্য, কেদার রায়ের মত প্রবল পরাক্রান্ত বড়ভুইঞারা। মোগলদের সাথে তাদের ঘোর বিরোধ। ‘মোগল অধিকৃত বাংলা’র রাজধানী তখন রাজমহল, বাংলার রাজনীতির ভারকেন্দ্র যশোহর বা শ্রীপুর থেকে বহু দূরে। মোগলদের দৃষ্টিভঙ্গীতে বাঙ্গলায় তখন জঙ্গলরাজ চলছে। সেই পরিস্থিতিতে সুশাসক বলে পরিচিত আকবর কেন একটি নতুন বর্ষপঞ্জী প্রণয়ন করার ঝুঁকি নেবেন?

পঞ্চমত, পঞ্জাব থেকে দাক্ষিণাত্য, গুজরাত থেকে অসম, মণিপুর, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া হয়ে সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া যেখানেই ভারতীয় সংস্কৃতি পৌঁছেছে, সকল জায়গাতেই বর্ষ শুরু পয়লা বৈশাখে। তাহলে কি বলেন? দিল্লির আকবর এই সকল জায়গায় ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করেছিলেন?‘আইন ই আকবরী’¯তে ‘বঙ্গাব্দ’ বা ‘বাংলা সন’¯এর যেমন উল্লেখ নেই, তেমনই উল্লেখ নেই ‘ফসল ই শান’ বা ‘ভাল ফসলের বছর’¯এর। হিজরী সন চান্দ্র বর্ষপঞ্জী হওয়ায় অসময়ে রাজস্ব আদায় করতে গিয়ে সমস্যা হচ্ছে এবং তার জন্যই সৌর বর্ষপঞ্জী প্রণয়ন করেন আকবর এমন উল্লেখও নেই সেখানে। আবার প্রণয়নের পর সঠিক রাজস্ব আদায় হচ্ছে, তাও কোথাও বলা নেই।

এতক্ষণে এই ব্যাপারটুকু নিশ্চয়ই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে ইংরেজী বছর এবং বাঙ্গালা বছরের মধ্যে অনেক বছরের ফারাক আছে। সেটা কত বছর? ২০২২ থেকে ১৪২৯ বিয়োগ করলে আমরা পাই ৫৯৩ বছর, অর্থাৎ বাঙ্গালা বর্ষপঞ্জী চালু হয় ৫৯৩ সাল নাগাদ। এই সময়ে এমন কেউ বাঙলার সিংহাসনে বসেন, যিনি এই বর্ষপঞ্জী চালু করেন।

ইতিহাস বলছে, ওই বছরই বাঙ্গালার বুকে যে অজস্র ছোটো ছোটো রাজ্য ছিল, সেগুলোকে একত্রিত করে প্রথম স্বাধীন বাঙ্গালী সাম্রাজ্য স্থাপন করে সিংহাসনে বসেন মহারাজ নরেন্দ্রাদিত্য শশাঙ্ক। রাজধানী ছিল অধুনা মুর্শিদাবাদের কর্ণসুবর্ণ গ্রামে। শশাঙ্কের অধীনে ছিল বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, অসমের বিস্তীর্ণ অঞ্চল। প্রথম বাঙ্গালী সম্রাট শশাঙ্কের শাসনামলেই বাঙ্গালীর নিজস্ব ক্যালেন্ডার বঙ্গাব্দ এর সূচনা। বাংলা নববর্ষের প্রবর্তক আকবর নয় শশাঙ্ক।

উত্তর লাউচাপড়ায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ভস্মীভূত দুটি বাড়ি

কোচবিহার ঃ ¯উত্তর লাউচাপড়ায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ভস্মীভূত দুটি বাড়ি। ঘটনা প্রসঙ্গে জানা গিয়েছে শনিবার সন্ধ্যায় বামনহাট এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর লাউচাপড়ার বাসিন্দা ফনি সেনের বাড়ি থেকেই আগুনের সূত্রপাত। আগুনের তীব্রতা এতোটাই ছড়িয়ে পড়ে যে গোটা বাড়ি ভস্মীভূত হয়ে যায়। পাশাপাশি ফনি সেনের বাড়ি লাগোয়া আয়নাল মিয়া ও জয়নাল মিয়া নামের দুই ভাই একই বাড়িতে থাকেন। তাদের বাড়িতেও সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে সেই বাড়িও ভস্মীভূত হয়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দিনহাটা দমকলের একটি ইঞ্জিন। তবে স্থানীয়রা ও দমকল কর্মীরা প্রচেষ্টা চালালেও ভস্মীভূত হয়ে যায় দুটি বাড়ি। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সংশ্লিষ্ট এলাকায়।এই বিষয়ে স্থানীয় এক বাসিন্দা সাদ্দাম হোসেন প্রাথমিক অনুমান করে সংবাদ মাধ্যমে জানান যে প্রথমে ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগে এরপর সেই আগুন রান্না ঘরের দিকে গেলে সেখানে থাকা গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়। এর ফলেই আগুন দ্রুততার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে।

পোস্ট অফিসের কর্মচারীর বাড়ি থেকে ২৭১৭টি আধার কার্ড, ১০৯টি ডিজিটাল রেশন কার্ড পাওয়া গেছে, গ্রেফতার

কলকাতা ঃ বাড়িতে অবৈধভাবে আধার ,ভোটার ও রেশন কার্ড মজুদ রাখার অভিযোগে গ্রেফতার পোস্ট অফিসের এক কর্মী। গ্রেফতার করল হাবড়া থানার পুলিশ।ধৃতের নাম গৌরাঙ্গ সেন, বাড়ি হাবড়ার আটুলিয়া এলাকায়। সে তিলজলা পোস্ট অফিসের অস্থায়ী কর্মী। তার বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে ২৭১৭ টি আধার কার্ড, ১০৯ টি ডিজিটাল রেশন কার্ড ও ১৯ টি ভোটার কার্ড। আজ ধৃতকে পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজত চেয়ে বারাসত আদালতে পাঠানো হচ্ছে।রবিবার এ নিয়ে হাবড়া থানায় সাংবাদিক বৈঠক করলেন হাবড়া পুলিশ মহাকুমার এসডিপিও রোহেত শেখ।

রান্না ভালো না হওয়ায় স্ত্রীকে ধমক দিয়ে আত্মঘাতী হলেন স্বামী

মালদা। রান্না ভালো না হওয়ায় স্ত্রীকে ধমক দিয়ে আত্মঘাতী হলেন স্বামী। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা থানার সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধাইপুর এলাকায়। বাড়ির পাশে আমবাগান থেকেই ওই ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুরাতন মালদা থানার পুলিশ। রাতেই মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম আমিন হেমরম (৩৫)। তার পরিবারে স্ত্রী কমলা সোরেন এবং দুই নাবালক ছেলে মেয়ে। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে মৃতের স্ত্রী জানিয়েছেন, পরিপুষ্ট ভাবে রান্নাবান্না না করে দিতে গেলে প্রায় দিনই ঝগড়া করতো তার স্বামী। যদিও মাঝেমধ্যে নেশার করে বাড়ি ফিরতো তার স্বামী। শনিবার রাতে সবজি তরকারি নাকি ভালো হয় নি, তাই নিয়ে অশান্তি শুরু করে আমিন হেমরম। এরপরই সে খাবার ছেড়ে উঠে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় । পরে লোকমুখে জানতে পারি বাড়ির পাশে আম বাগানে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে স্বামী। এদিকে ওই ব্যক্তির রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুরাতন মালদা থানার পুলিশ।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

হরেলাল মাহতোর নেতৃত্বে সংবিধান নির্মাতা ডঃ ভীম রাও আম্বেদকরকে শ্রদ্ধা জানানো হয়

সুধীর গোরাই

জামশেদপুর ঃ সংবিধান প্রণেতা, ভারত সরকারের প্রথম আইন ও বিচার মন্ত্রী ডক্টর ভীম রাও আম্বেদকরের জন্মবার্ষিকীতে, আজসু পার্টির কেন্দ্রীয় সচিব হরেলাল মাহতোর নেতৃত্বে, ভূঁইয়াডিতে অবস্থিত মূর্তিটিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানে আজসু নেতা হরেলাল মাহাতো বলেন, ডঃ ভীম রাও আম্বেদকর ছিলেন একজন জনপ্রিয় সমাজ সংস্কারক, আইনবিদ, অর্থনীতিবিদ ইত্যাদি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি বলেন যে আম্বেদকর কর্তৃক প্রণীত সংবিধানের পাঠ্য ব্যক্তি নাগরিকদের জন্য বিস্তৃত নাগরিক স্বাধীনতার জন্য সাংবিধানিক গ্যারান্টি এবং সুরক্ষা প্রদান করে। যার মধ্যে রয়েছে ধর্মের স্বাধীনতা, অস্পৃশ্যতা বিলোপ এবং সব ধরনের বৈষম্য লঙ্ঘন।

বাবাসাহেব ডক্টর ভীম রাও আম্বেদকর নারীদের জন্য ব্যাপক অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের জন্য যুক্তি দিয়েছিলেন। তিনি তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর সদস্যদের জন্য সিভিল সার্ভিস, স্কুল এবং কলেজগুলিতে চাকরি সংরক্ষণের একটি ব্যবস্থা চালু করার জন্য বিধানসভার সমর্থন জিতেছিলেন, যা ছিল ইতিবাচক পদক্ষেপ। ভারতের আইন প্রণেতারা এই পদক্ষেপগুলির মাধ্যমে ভারতের হতাশাগ্রস্ত শ্রেণীর জন্য আর্থসামাজিক বৈষম্য এবং সুযোগের অভাব দূর করার আশা করেছিলেন। হরেলাল মাহাতো বলেছেন যে ডক্টর ভীম রাও আম্বেদকরের সভাপতিত্বে প্রণীত সংবিধানটি ২৬ নভেম্বর ১৯৪৯ সালে গণপরিষদ গৃহীত হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঘাসিরাম লাইক, গৌরী প্রসাদ লাইক, লক্ষ্মীকান্ত মাহাতো, কৃষ্ণ লাইক প্রমুখ।

ইউক্রেনের সেনার মাথা কাটার ভিডিও নিয়ে তোলপাড়

ইউক্রেনঃ ইউক্রেনের এক সেনার মাথা কেটে নেয়ার ভিডিও সামনে এসেছে। রাশিয়া বলেছে, ভিডিও ঠিক কি না তা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

এক মিনিট ৪০ সেকেন্ডের ভিডিও। তাতে দেখা যাচ্ছে, রাশিয়ার সেনা ইউক্রেনের এক সেনাকে ধরে তার মাথা কেটে নিচ্ছে। এই ভিডিও সামনে আসার পর রাশিয়ার প্রসিকিউটার জেনারেলের অফিস থেকে জানানো হয়েছে, ভিডিওর সত্যতা যাচাই করা হচ্ছে। এরপরই উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব। তদন্তকারী সংস্থা ভিডিওটি যাচাই করে দেখবে। তারা তাদের মত জানাবার পর প্রসিকিউটার জেনারেলের অফিস তাদের রায় দেবে।

ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেছেন, ''ভিডিওটি ভয়ংকর। তবে আগে তা যাচাই করে দেখতে হবে।'' বলা হচ্ছে, বেসরকারি বাহিনী ওয়াগনারের কমান্ডার আন্দ্রে মেডভেডেভ ভিডিওটি দেখে যে মাথা কাটছে তাকে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলেছেন, ওই সেনা তার সাবেক সহকর্মী। রাশিয়ার মানবাধিকার সংগঠন গুলাগু ডট নেটএর প্রতিষ্ঠাতা ভ্লাদিমিক ওসেছকিন বলেছেন, ''মেডভেডেভ বারবার ভিডিওটি দেখেছেন, তারপর তিনি স্পষ্টভাবে তার সাবেক সহকর্মীকে চিহ্নিত করেছেন।'' মেডভেডেভ এখন সুইডেনের জেলে বন্দি।

তবে ওয়াগনারের প্রধান ইয়েভগেনি প্রিগঝিন এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, ''পুরোপুরি মিথ্যা কথা। এর সঙ্গে বাস্তবের কোনো যোগ নেই।'' জাতিসংঘের মানবাধিকার অফিসও এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে। সংগঠনের মুখপাত্র বলেছেন, ''এটাই একমাত্র এরকম ঘটনা নয়।''

ইউরোপীয় ইউনিয়ন বলেছে, ''এই ফুটেজ থেকে বোঝা যাচ্ছে, ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের চেহারা কতটা অমানবিক।'' ফ্রান্স বলেছে, ''এই ঘটনা বর্বরোচিত।'' চেক প্রেসিডেন্ট বলেছেন, ''যদি ভিডিও ঠিক হয়, তাহলে রাশিয়ার সেনা নিজেদের আইএস জঙ্গিদের স্তরে নামিয়ে এনেছে।'' ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বুধবার তার ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে বলেছেন, ''আমরা কিছুই ভুলছি না। আমরা এই হত্যাকারীদের ক্ষমা করব না।''

ইটালির আল্পসে তুষারধস, তিনজনের মরদেহ উদ্ধার

মিলান ঃ ফরাসি আল্পসের পর এবার ইটালিতেও তুষারধস নামলো। নিখোঁজ তিন পর্যটকের মরদেহের সন্ধান পেয়েছেন উদ্ধারকারীরা। ফ্রান্স এবং ইটালির সীমান্তে আওস্তা উপত্যকা অঞ্চলে তারা নিখোঁজ হন। এক গাইডের সঙ্গে একদল পর্যটক পাহাড় চড়ার ট্রেনিং নিচ্ছিলেন বলে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে। তখনই তুষারধস নামে। গাইড নিজেকে কোনোমতে বাঁচাতে পারলেও বাকি তিনজন তুষারধসের মধ্যে পড়ে যান। আহত অবস্থায় ওই গাইড উদ্ধারকারীদের খবর দেন। স্থানীয় সময় শুক্রবার ভোর থেকে উদ্ধারকাজ শুরু হয়। ভাল্ডোস্টানো আল্পাইন রেসকিউ এর একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন শুক্রবার সকালে তাদের মরদেহ পাওয়া যায়। তারা তিনজনই ইটালির নাগরিক ছিলেন। এর আগে আবহাওয়া খারাপ থাকার কারণে বৃহস্পতিবার ঘটনাস্থলে হেলিকপ্টারও পাঠানো যায়নি। নিখোঁজ ব্যক্তিদের বয়স যথাক্রমে, ৩৭, ৩৯ এবং ৪৪। তাদের মধ্যে একজন স্কি বিশেষজ্ঞ বলে জানা

গেছে। যে গাইডের সঙ্গে তারা ছিলেন, তার বয়স ৪৯ বছর। তুষারধসের মধ্যে পড়েও তিনি নিজেকে কোনোমতে বাঁচাতে পেরেছেন। ওই অবস্থাতেই তিনি দ্রুত নিচে নেমে উদ্ধারকারীদের খবর দেন। হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পরে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। মাত্র কিছুদিন আগে ফরাসি আল্পসেও ভয়াবহ তুষারধস হয়েছিল। ফ্রান্সের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ ম ব্লাঁর খুব কাছে ঘটেছিল ওই ঘটনা। বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়েছিল। একটি হিমবাহ গলে ওই তুষারধসের সৃষ্টি হয়েছিল বলে জানা গেছে। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণেই আল্পসে বার বার এমন তুষারধস দেখা যাচ্ছে। গরম যত বাড়বে, তত এমন ঘটনা বাড়তে থাকবে বলে মনে করছেন তারা।

বাগানে শামুকের উপদ্রব সামলানোর পথ

বার্লিন ঃ ক্ষেত বা বাগানে শামুকের উপদ্রব সমস্যা হয়ে উঠতে পারে। কিছু শামুক মাটির জন্য উপকারী হলেও অন্য কিছু প্রজাতি বেশ ক্ষতি করে। এমন প্রাণী দূরে রাখতে বেশ কিছু কার্যকর অথচ নিরাপদ সমাধানসূত্র রয়েছে।

শামুক তার নিজস্ব গতিতে এগিয়ে চলে। একটিশামুক ঘণ্টায় শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য তিন কিলোমিটার গতিতে এগোতে পারে। সেটির ঘাড়ে বোঝাও কম নয়। সঙ্গে আস্ত বাড়িঘর রয়েছে, বেশি ঠান্ডা বা গরম লাগলে তার মধ্যে ঢুকে পড়তে পারে। প্রবেশদ্বারের এক ছিদ্র দিয়ে শামুক নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস নিতে পারে। প্রাণীটির চোখও কম বিস্ময়কর নয়। প্রথমে শুঁড়গুলি টেলিস্কোপের মতো বেরিয়ে আসে, যার উপর চোখ বসানো রয়েছে। সেই চোখ শুধু আলো ও অন্ধকারের মধ্যে পার্থক্য ধরতে পারে। সে তুলনায় শামুক অনেক দক্ষতার সঙ্গে গন্ধ শুঁকতে পারে এবং কোন বাগানে কোথায় সুস্বাদু কিছু বেড়ে উঠছে, দুই সপ্তাহ ধরে তা মনে রাখতে পারে। কারণ ধীর গতি ও এদিকওদিক ঘোরাফেরার পাশাপাশি শামুক বিশাল পরিমাণ খোরাক খেতে খুব ভালোবাসে। দিনে তাকে প্রায় নিজের ওজনের সমান খোরাক গিলতে হয়।

এমন রাক্ষুসে খিদের কারণে সহজেই সংঘাত দেখা দিতে পারে। প্রত্যেক মালির জন্য শামুক উত্তেজনার কারণ হয়ে ওঠে। কিন্তু শামুক শুধু বিরক্তির কারণ নয়। এই প্রাণী বাগানের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী, কারণ সেটি মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীর অবশিষ্ট অংশ খায়। শামুক একই সঙ্গে হিউমাস গঠন ও বাগান পরিষ্কার রাখতেও সাহায্য করে।

একমাত্র স্লাগ জাতের শামুক বাগানের জন্য ক্ষতিকারক হিসেবে গণ্য করা হয়। জার্মানিতে স্প্যানিশ স্লাগ বেশ সমস্যা সৃষ্টি করে।

কীভাবে শামুকের মোকাবিলা করা সম্ভব? শামুক মেরে ফেলাই বেশিরভাগ প্রচলিত পদ্ধতির লক্ষ্য। কিন্তু তার ফলে এমনকি উপকারী শামুকেরও মৃত্যু হয়।

লবণও অত্যন্ত ক্ষতি করে। লবণের সংস্পর্শে এলে শামুকের শরীর ভীষণভাবে শুকিয়ে যায়। তথাকথিত বিয়ারের ফাঁদ শামুককে এতই আকর্ষণ করে, যে তার টানে পাশের বাগানের শামুকও চলে আসে। আজকাল বাজারে ফেরিক ফসফেটসহ স্লাগ পেলেটের যে অরগ্যানিক সংস্করণ পাওয়া যায়, সেটি সজারু, ইঁদুর ও পাখির জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। এই সব প্রাণী কত পরিমাণ শামুক খাচ্ছে, তার উপর বিপদের মাত্রা নির্ভর করে।

তাহলে উপায় কী? দৈনন্দিন ভিত্তিতে শামুক ধরে স্থানান্তরের বদলে শুকনা উপাদান দিয়ে ফুল বা ফলের বেদির সুরক্ষা অনেক বেশি কার্যকর। সডাস্ট, ডিমের খোসা, বালি, ছাই, বা কফি গ্রাউন্ড করার পর অবশিষ্ট অংশ শামুক মোটেই পছন্দ করে না। এই প্রাণী আর্দ্রতা চায়।

শামুক তাড়াতে হাস অত্যন্ত কার্যকর হলেও সেই প্রাকৃতিক সমাধানসূত্রের জন্য বেশ পরিশ্রম করতে হয়। সমান পরিমাণ দারচিনি ও মরিচের মিশ্রণও বেশ কার্যকর কৌশল। জার্মানির শামুক দারচিনির গন্ধ চেনে না। ফলে শামুক লেটুস পাতার গন্ধও পায় না। বিশেষজ্ঞ হিসেবে হাইকে বোমখার্ডেন বলেন, ''শামুক একবার কোনো উদ্ভিদে লাগানো মরিচের স্বাদ পেলে আর কখনো সেখানে ফিরবে না। সেই বিপদের বার্তা ছড়িয়েও দেবে।''

সেই মিশ্রণ কিছুটা পাতার উপর, কিছুটা মাটির উপর ছড়িয়ে দিতে হবে। সম্পূর্ণ বিষমুক্ত হলেও শামুকের একেবারেই পছন্দের স্বাদ নয় সেটা।

শহরে 'ছুরিমুক্ত এলাকা' করার পরামর্শ জার্মান পুলিশের

বার্লিন ঃ ছুরি সন্ত্রাস মোকাবিলায় ট্রেনে ও শহরের ভিতরে অস্ত্রমুক্ত এলাকা বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন জার্মানি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ন্যান্সি ফেজা। পুলিশ বাহিনী থেকেও এসেছে একই পরামর্শ। জার্মানির ফেডারেল সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ন্যান্সি ফেজা জানিয়েছেন, ছুরিসন্ত্রাস মোকাবিলায় কঠোর পদক্ষেপ চান তিনি। জার্মান সংবাদমাধ্যম ফুঙ্কে মিডিয়া গ্রুপকে দেয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ''গণপরিবহণ, বাস ও ট্রেনে আমাদের ছুরি বহন নিষিদ্ধ করা উচিত।'' উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, প্লেনে ভ্রমণের ক্ষেত্রে কাউকে ছুরি বহনের অনুমোদন দেয়া হয় না। গণপরিবহণে নিরাপত্তা বৃদ্ধির পাশাপাশি শহরের ভিতরে অস্ত্রমুক্ত এলাকাও একটি সমাধান হতে পারে বলে মনে করেন তিনি। এর আগে ফেডারেল ক্রিমিনাল পুলিশ অফিসের প্রেসিডেন্ট হলগা ম্যুন্সও প্রায় একই পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, অনেক শহরে গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলো অস্ত্রমুক্ত রাখা হয় যেখানে পুলিশ প্রতিনিয়ত তল্লাশি চালাতে পারে। তার দেয়া তথ্য অনুযায়ী, হামলায় পাঁচ দশমিক ছয় শতাংশ ক্ষেত্রে এবং ডাকাতিতে ১১ শতাংশ ক্ষেত্রে ছুরির ব্যবহার হয়। নাগরিকের অস্ত্র রাখার আইনও আরো কঠোর করার পক্ষপাতী তিনি। গত জানুয়ারিতে হামবুর্গে ট্রেনে ছুরি হামলায় দুই জনের মৃত্যু ও ছয়জন আহত হওয়ার ঘটনার পর ছুরিসন্ত্রাস নিয়ে জার্মানিতে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। তার আগে গত ডিসেম্বরে দক্ষিণ জার্মানির ইলারকির্শব্যার্গে এক ব্যক্তির ছুরি হামলায় ১৪ বছরের এক শিশু নিহত ও আরো এক শিশু গুরুতর আহত হয়। বিল্ড আম জনটাগ পত্রিকাকে জার্মান পুলিশ জানিয়েছে, ২০২২ সালে ট্রেন ও ট্রেন স্টেশনে তিন লাখ ৯৮ হাজার ৮৪৮টি অপরাধের ঘটনা তারা নথিভুক্ত করেছে, যা আগের বছরের চেয়ে ১২ শতাংশ বেশি। এরমধ্যে শারীরিক আক্রমণ চালানোর ঘটনা ছিল ১৪ হাজার ১৫৫টি আর আর ছুরির ব্যবহার ছিল ৩৩৬টি, যা আগের বছরের দ্বিগুণ।

আবার ইউরোপের 'সার্বভৌমত্বের' ডাক দিলেন মাক্রোঁ

প্যারিস ঃ চীন সফরের পর আবার বাকি বিশ্বের উপর নির্ভরতা কমিয়ে ইউরোপকে আরো শক্তিশালী করার ডাক দিলেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট মাক্রোঁ। নেদারল্যান্ডসে রাষ্ট্রীয় সফরে গিয়ে তিনি সার্বভৌমত্বের উপর জোর দিলেন। গত কয়েক দিনে একের পর এক বিতর্কিত মন্তব্য করে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাক্রোঁ ঘরেবাইরে প্রবল সমালোচনার মুখে পড়েছেন। চীন সফর শেষে দেশে ফেরার সময় তিনি দুদুটি সাক্ষাৎকারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের বদলে ইউরোপের 'কৌশলগত সার্বভৌমত্ব'-এর উপর জোর দিয়েছেন। তাইওয়ান প্রশ্নে ইউরোপের নরম অবস্থানেরও ইঙ্গিত দিয়েছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট। মঙ্গলবার নেদারল্যান্ডসের দ্য হেগ শহরে এক ভাষণে ইউরোপের ভবিষ্যতের সেই একই রূপরেখা তুলে ধরেন মাক্রোঁ। এমানুয়েল মাক্রোঁ বলেন, করোনা মহামারি ও ইউক্রেন যুদ্ধ স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, নিজস্ব পরিচয় বজায় রাখতে হলে ইউরোপকে বাইরের জগতের উপর নির্ভরতা কমাতেই হবে। অর্থাৎ নিজস্ব স্বার্থ অনুযায়ী সহযোগী বাছাই এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ নিজেদেরই বেছে নেবার পথে এগোতে হবে বলে তিনি মনে করেন। মাক্রোঁর মতে, শুধু বর্তমান বিশ্বের নাটকীয় বিবর্তনের সাক্ষী হয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। একমাত্র খোলা মনে সহযোগিতার মাধ্যমে সেই লক্ষ্য পূরণ করা সম্ভব। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট যেভাবে চীন, তাইওয়ান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইউরোপের সম্পর্কের নতুন রসায়নের প্রস্তাব দিয়েছেন, তা নিয়ে তুমুল বিতর্ক চলছে। বিশেষ করে চীনের প্রতি নরম মনোভাব দেখিয়ে তিনি প্রবল সমালোচনার মুখে পড়েছেন। অ্যামেরিকা ও চীনের পাশাপাশি ইউরোপকে তৃতীয় পরাশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্নও আলোড়ন সৃষ্টি করছে। পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী মাটেউশ মোরাভিয়েৎস্ক বলেন, অ্যামেরিকার সঙ্গে সহযোগিতা ইউরোপের নিরাপত্তার 'দৃঢ় ভিত্তি'। অ্যামেরিকা ও জার্মানিসহ অন্যান্য দেশেও মাক্রোঁর বক্তব্যের সমালোচনা শোনা গেছে। মঙ্গলবারের ভাষণে মাক্রোঁ ইউরোপের আরও শক্তিশালী শিল্প নীতির প্রস্তাব দিয়েছেন। ইউরোপেই উৎপাদন বাড়িয়ে বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তের উপর বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নির্ভরতা কমানোর উপর জোর দিয়েছেন তিনি। মাক্রোঁর মতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন সেই পথেই চলেছে। ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে ইউরোপ জ্বালানির ক্ষেত্রে রাশিয়ার উপর নির্ভরতা যেভাবে প্রায় মুক্ত হতে পেরেছে, অন্যান্য ক্ষেত্রেও সেই পথে অগ্রসর হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট। তাঁর মতে, ইউক্রেন যুদ্ধ সম্ভবত ইউরোপীয় ইউনিয়নের সবচেয়ে বিপজ্জনক সময়ের সূত্রপাত ঘটিয়েছে। মঙ্গলবারের ভাষণের মাঝেই প্রতিবাদের মুখে পড়েন মাক্রোঁ। বিক্ষোভকারীরা ব্যানার হাতে চিৎকার করে প্রশ্ন তোলেন, 'ফরাসি গণতন্ত্র কোথায়?' উল্লেখ্য, অবসর ভাতা কাঠামোর সংস্কারকে কেন্দ্র করে ফ্রান্সে সম্প্রতি প্রবল প্রতিবাদবিক্ষোভের মুখে পড়ছেন মাক্রোঁ। দ্য হেগ শহরে ভাষণের সময়েও তাঁকে 'হিংসা ও দ্বিচারিতার প্রেসিডেন্ট' হিসেবে সমালোচনা শুনতে হয়েছে।

মেরু সাগরে রাশিয়ার সামরিক মহড়া

মাস্কো ঃ ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্যেই তুষারঢাকা মেরু সাগরে নতুন করে সামরিক মহড়া শুরু করেছে রাশিয়া। আর্কটিক সি বা মেরু সাগরে এক হাজার ৮০০ সেনা, ১৫টি জাহাজ এবং ৪০টি বিমান নিয়ে এই সামরিক মহড়া শুরু করেছে রাশিয়া। ওই অঞ্চলে এই প্রথম এত বড় সামরিক মহড়ার ব্যবস্থা করেছে রাশিয়া। তাদের বক্তব্য, উত্তরপূর্ব প্যাসেজে নিজেদের জাহাজ নিরাপদ রাখার জন্যই এই মহড়ার আয়োজন করা হয়েছে। রাশিয়ার উত্তরে মেরু সাগর অঞ্চল সাধারণত বরফেই ঢাকা থাকে। তবে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য, গত কয়েকবছর তা যাতায়াতের যোগ্য হয়ে উঠেছে। সারা বছরই সেখান থেকে জাহাজ যেতে পারছে। ফলে রাশিয়ার জন্য এই অঞ্চল আগের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই উত্তর সাগর উত্তরপূর্ব প্যাসেজে গিয়ে মেশে। যেখান দিয়ে আটলান্টিক এবং প্রশান্ত মহাসাগরে পৌঁছানো যায়। অর্থাৎ, পৃথিবীর অনেকটা অংশের সঙ্গে যোগাযোগ তৈরি করে উত্তরপূর্ব প্যাসেজ। রাশিয়ার বক্তব্য, ওই প্যাসেজে তাদের বাণিজ্যিক জাহাজ যাতে নিরাপদভাবে যাতায়াত করতে পারে, তা দেখার জন্যই এই মহড়ার আয়োজন করা হয়েছে। স্থল, আকাশ এবং জলবাহিনী একসঙ্গে এই মহড়ায় যোগ দিয়েছে। ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্যে আচমকা এই মহড়া কূটনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে পরেই এই অঞ্চলে ন্যাটো সামরিক মহড়ার আয়োজন করেছিল। ফলে নতুন করে রাশিয়ার সেখানে মহড়ার ব্যবস্থা করা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ন্যাটো এই মহড়ার দিকে লক্ষ্য রাখছে বলে জানানো হচ্ছে। রাশিয়ার এই মহড়ার মধ্যেই ক্যানাডা জানিয়েছে, তারা ইউক্রেনকে আরো অস্ত্র দেবে। শুধু তাই নয়, রাশিয়ার উপর নতুন করে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে তারা। টরেন্টোয় ইউক্রেনের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক হয়েছে ক্যানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর। তারপরেই এই ঘোষণা করা হয়েছে। ক্যানাডা ইউক্রেনকে কয়েকহাজার অ্যাসল্ট রাইফেল, মেশিন গান এবং দুই দশমিক চার মিলিয়ন রাউন্ড গুলি দেবে। অন্যদিকে ১৪ জন রাশিয়ার নাগরিকের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এদের অধিকাংশই অসরকারি সেনাবাহিনী ভাগনার গ্রুপের সঙ্গে জড়িত। বেলারুশের নয় নাগরিকের উপরেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে ক্যানাডা। ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর চোখে পড়ার মতো সামরিক বাজেট বাড়িয়েছিল ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্যতম দেশ রোমানিয়া। ইউক্রেনের সঙ্গে তাদের ৬৫০ কিলোমিটার সীমান্ত। রোমানিয়া জানিয়েছে, অ্যামেরিকার কাছ থেকে আধুনিক এফ৩৫ যুদ্ধবিমান কিনছে তারা। এ নিয়ে অ্যামেরিকার সঙ্গে তাদের কথাও হয়েছে। ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর নিজেদের সামরিক শক্তি বাড়াতে তৎপর হয়েছে রোমানিয়া। সামরিক বাজেট বেশ কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। গত কয়েকমাসে ইউক্রেন দাবি করেছে, পূর্ব ইউক্রেন বহু জায়গা তারা পুনর্দখল করেছে। কিন্তু সম্প্রতি অ্যামেরিকার একটি গোয়েন্দা রিপোর্ট ফাঁস হয়ে গেছে। ওয়াশিংটন পোস্ট এবিষয়ে একটি খবরও প্রকাশ করেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, গোয়েন্দারা বলছেন, গত কয়েকমাস ইউক্রেন যা দখল করতে চেয়েছিল, তার প্রায় কিছুই তারা অর্জন করতে পারেনি। ইউক্রেনের লক্ষ্য ছিল দনেৎস্ক এবং ক্রাইমিয়ার মধ্যবর্তী সেতু ধ্বংস করা। যা ওই অঞ্চলে রাশিয়াকে ইউক্রেন থেকে আলাদা করে দিতে পারবে। সে চেষ্টা একাধিকবার করলেও শেষ পর্যন্ত সেতুটি পুরোপুরি ধ্বংস করা যায়নি।

সম্পাদকীয়

ইউরোপ নিয়ে মাক্রোঁর দৃষ্টিভঙ্গি কি বাস্তবসম্মত?

তাইওয়ান নিয়ে ফরাসি প্রেসিডেন্ট মাক্রোঁর মন্তব্যে আলোড়ন পড়ে গেছে। ইইউর সার্বভৌমত্ব নিয়ে মন্তব্য করেছেন মাক্রোঁ। ছয় বছর আগে মাক্রোঁ প্রথম ইউরোপীয় ইউনিয়নের সার্বভৌমত্বের বিষয়ে বলেছিলেন। ইইউতে বারবার 'কৌশলগত স্বশাসন' কথাটা ব্যবহার করা হয়। দুটোর মানে একই, তা হলো, গুরুত্বপূর্ণ ভূরাজনৈতিক ও আর্থিক বিষয়ে অন্য কোনো দেশের মুখাপেক্ষি না থেকে ইইউ নিজের মতো করে নীতি নিতে পারা। এটাই ইইউ পার্লামেন্টের থিংক ট্যাংকের বক্তব্য। সম্প্রতি চীন সফর সেরে ফেরার পথে মাক্রোঁ আন্তর্জাতিক মিডিয়ার কাছে আবার ইইউর সার্বভৌমত্বের প্রশ্নটি তুলেছেন। তাইওয়ান নিয়ে তার মন্তব্যে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে প্রবল বিতর্ক শুরু হয়েছে। মাক্রোঁ সেখানে বলেছেন, ইইউকে আমেরিকার উপর নির্ভরতা কম করতে হবে। সব বিষয়ে আমেরিকার লাইন নেয়ার প্রবণতা থেকে সরে আসতে হবে। এই সপ্তাহের গোড়ায় ইইউর সার্বভৌমত্ব নিয়ে তার ভিশন কী, সেটা বলেছেন মাক্রোঁ। গত মঙ্গলবার হেগএ মাক্রোঁ আর্থিক সার্বভৌমত্বের কথা বলেছেন। প্রশ্ন হলো, তার এই মত কি রূপায়ণ করা যেতে পারে?

মাক্রোঁর আর্থিক স্বনির্ভরতার পাঁচটি স্তম্ভ আছে, প্রতিযোগিতা, শিল্প নীতি, বাজার সুরক্ষা, বাণিজ্যিক সম্পর্কে পারস্পরিক সুবিধা দেয়ার নীতি এবং সহযোগিতা। তার মত হলো, ইইউকে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক দামে ভালো মানের জিনিস উৎপাদন করতে হবে। এজন্য ইইউর প্রতিটি দেশের মধ্যে সম্পূর্ণ সহযোগিতা দরকার। তিনি ইইউর দেশগুলির সাধারণ শিল্প নীতির পক্ষে। এই নীতি বাজারকে আরো শক্তিশালী করবে। আর পরিবেশ নিয়ে ইইউর লক্ষ্যপূরণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির উপর জোর দিতে হবে। আর এখানেই চীনের উপর ইইউর নির্ভরশীলতা সামনে আসে। কলম্বিয়া বার্সেলোনা সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্সের গবেষক কারণে কোলোমিনা ডিভাইরিউকে বলেছেন, ''ডিজিটাল ও গ্রিন প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ইইউ চীনের উপর নির্ভরশীল। সম্প্রতি ইইউ কমিশন একটা নতুন আইন প্রস্তাব করেছে। সেই আইনে খুব জরুরি কাঁচামাল নিয়ন্ত্রণ করার কথা থাকবে।'' এই গবেষকের মতে, ''এই ধরনের আইন দ্রুত রূপায়ণ করা সম্ভব কি না তা নিয়ে সন্দেহ আছে। বিশেষ করে, ইইউ যখন ইতিমধ্যেই এই ব্যাপারে চীনের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।'' ২০১৭ সালে মাক্রোঁ যখন ইউরোপের সার্বভৌমত্বের প্রসঙ্গ তুলেছিলেন, তখন তিনি ইউরোপের যৌথ বাহিনী, সাধারণ প্রতিরক্ষা বাজেট, অ্যাকশনের জন্য যৌথ পরিকল্পনার কথা বলেছিলেন। রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণ করার একমাস পর ইউরোপের নেতারা আবার তাদের সার্বভৌমত্বের কথা বলেন। তারা প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ইইউর শক্তি বাড়াবার কথা বলেন। ন্যাটোর দায়বদ্ধতা মেনে নিয়ে এই কাজ করার কথা বলেন। জার্মান কাউন্সিল অফ ফরেন রিলেশনসের গবেষক বেঞ্জামিন তালিস বলেছেন, ''মাক্রোঁ যে পথের কথা বলেছেন তা বাস্তবসম্মত নয়। এই যে সার্বভৌমত্বের কথা বলা হচ্ছে, তা মিথ ছাড়া আর কিছুই নয়। তার মতে মাক্রোঁ আমেরিকার থেকে আরো স্বশাসন চেয়েছেন।'' তার মতে, ''নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতা ইউরোপের নেই। ইউরোপের হাতে আধুনিক কামান আছে, সেনা আছে, কিন্তু তাও তারা আমেরিকার উপর নির্ভরশীল। আমেরিকার পরমাণু অস্ত্রসম্ভার তাদের সুরক্ষা দেয়।'' পোল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি ইউরোপে গিয়ে বলেছেন, আমেরিকার সঙ্গে জোট হলো ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভিত্তি। তালিস মনে করেন, ''মাক্রোঁও গোটা ইউরোপের হয়ে কথা বলেননি। জার্মান চ্যান্সেলর শলৎস তো রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের আগের পরিস্থিতিতে ফিরতে চান। আর মাক্রোঁ চান, ফ্রান্সকে বড় শক্তি বানাতে।'' তালিসের দাবি, ''মাক্রোঁর এই দাবি, ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে বিভেদ বাড়াতে পারে।'' বিশেষজ্ঞদের মতে, মাক্রোঁ যা বলছেন, তা হওয়ার সম্ভাবনা কম। মাক্রোঁ শুধু এটা বলতে পারেন, 'আমি স্বপ্ন দেখি'। তবে তার স্বপ্ন সফল হওয়ার সম্ভাবনা কম।

জানা অজানা

হ্যাপি নিউ ইয়ার অনেক হলো,এবার পয়লা বৈশাখ পালন করুন

সুনীল কুমার দত্ত

ইংরেজ গেছে কিন্তু ইংরেজি যায় নি,এই প্রবাদ বাক্য আজও ভীষণ ভাবে প্রভাবী।আমরা ভারতীয় রা খুব অনুকরণ প্রিয়।আমরা মাকে ছেড়ে মাসির গান গাই।তাই আজ আমরা আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি, পরম্পরা,ধর্ম সব ভুলতে বসেছি।আমরা কাকের মতো ময়ূর পালক গুঁজে ময়ূর হতে চাই।তাই একটু দাঁড়ান,একটু থামুন।একটু পিছনের দিকে তাকান। নিজেদের ভাষা,সংস্কৃতি ও ধর্ম নিয়ে গর্ব করতে শিখুন।তাই বললাম অনেক হ্যাপি নিউ ইয়ার হলো এবার পয়লা বৈশাখ অর্থাৎ বাংলা নব বর্ষ পালন করুন।বাংলা নব বর্ষে পূজা পাঠ, ঠাকুরের নাম গান কীর্তন,মিষ্টি মুখ,ভাব বিনিময় ও ভালোবাসার আদান প্রদান করুন।আর বলুন, নব বৎসরে করিলাম পন লব স্বদেশের দীক্ষা, তোমার আশ্রমে,তোমার চরনে হে ভারত লব শিক্ষা।

ড বাবাসাহেব আম্বেদকরের ১৩২ জন্ম বার্ষিকী

ভীমরাও রামজি আম্বেদকর (১৪ই এপ্রিল ১৮৯১ ‑ ৬ই ডিসেম্বর ১৯৫৬), যিনি বাবাসাহেব আম্বেদকর নামেও পরিচিত, তিনি ছিলেন একজন ভারতীয় ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ (জ্যুরিস্ট), রাজনৈতিক নেতা, বৌদ্ধ আন্দোলনকারী, দার্শনিক, চিন্তাবিদ, নৃতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক, সুবক্তা, বিশিষ্ট লেখক, অর্থনীতিবিদ, পণ্ডিত, সম্পাদক, রাষ্ট্রবিপ্লবী ও বৌদ্ধ পুনর্জাগরণবাদী। তিনি বাবাসাহেব নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি ভারতের সংবিধানের খসড়া কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতিও ছিলেন। তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদী এবং ভারতের দলিত আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। ইনি ভারতের সংবিধানের মুখ্য রচয়িতা ।

নির্মাল্য গাঙ্গুলী
প্রাবন্ধিক

ভীমরাও রামজি আম্বেদকর ভারতের গরিব মহর পরিবারে (তখন অস্পৃশ্য জাতি হিসেবে গণ্য হত) জন্ম গ্রহণ করেন। আম্বেদকর সারাজীবন সামাজিক বৈষম্যের , চতুর্বর্ণ পদ্ধতি হিন্দু সমাজের চারটি বর্ণ এবং ভারতবর্ষের অস্পৃশ্যতাপ্রথার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে গেছেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্মে ধর্মান্তরিত হন এবং হাজারো অস্পৃশ্যদের থেরবাদী বৌদ্ধ ধর্মে স্ফুলিঙ্গের মতো রূপান্তরিত করে খ্যাত হয়েছিলেন। আম্বেদকরকে ১৯৯০ সালে মরণোত্তর ভারতরত্ন ‑ ভারতের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় উপাধি'তে ভূষিত করা হয়। বহু সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাধাবিপত্তি পেরিয়ে, ভারতে কলেজ শিক্ষা অর্জনে আম্বেদকর প্রথম দলিত ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি পান । অবশেষে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং লন্ডন অর্থনীতি বিশ্ববিদ্যালয় (লন্ডন স্কুল অব ইকনোমিক্স) থেকে আইনে ডিগ্রি (বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধি) লাভ করার পর, আম্বেদকর বিদ্বান ব্যক্তি হিসেবে সুনাম অর্জন করেন এবং কিছু বছর তিনি আইন চর্চায় নিজেকে নিযোজিত করেছিলেন । পরে তিনি ভারতের অস্পৃশ্যদের সামাজিক অধিকার ও সামাজিক স্বাধীনতার উপর ওকালতির সময় সমসাময়িক সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিলেন। কিছু ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা তিনি বোধিসত্ত্ব (বুদ্ধত্ব লাভে যিনি পারমী পূরণ করছেন) উপাধিতে সম্মানিত হয়েছিলেন, যদিও তিনি নিজেকে বোধিসত্ত্ব হিসেবে কখনো দাবি করেননি।

'মোহ' অঞ্চলের (বর্তমান মধ্য প্রদেশ) এবং কেন্দ্রীয় সামরিক সেনানিবাসে ব্রিটিশ কর্তৃক স্থাপিত শহরে আম্বেদকর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন রামজী মালোজী শাকপাল এবং ভীমাবাইরে ১৪তম তথা সর্বকনিষ্ঠ পুত্র। তার পরিবার ছিলেন মারাঠী অধ্যুষিত বর্তমান কালের মহারাষ্ট্রএর রত্নগিরি জেলার আম্বোভাদ শহরে। তারা হিন্দু সম্প্রদায়ের অধিভুক্ত ছিল (মহর জাতি), যারা অস্পৃশ্য জাতি হিসেবে এবং প্রচণ্ড আর্থসামাজিক বৈষম্যের শিকার হত। আম্বেদকরের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন ব্রিটিশ ইস্ট ‑ ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনা এবং তার পিতা রামজী শাকপাল মোহ সেনানিবাসের ভারতীয় সেনা হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি সেকালের গত্বাঁধা শিক্ষাপদ্ধতিতে মারাঠী এবং ইংরেজিতে ডিগ্রি লাভ করেছিলেন এবং সেইসাথে তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভে কঠোর পরিশ্রমে সন্তানদের উদ্বুদ্ধ করেন। কবির পান্থের মতে, রামজী শাকপাল তার সন্তানদের হিন্দু সংস্কৃতি সম্পর্কে অধ্যয়ন করতে উদ্বুদ্ধ করতেন। যদিও আম্বেদকর বিদ্যালয়ে যেতেন, তাকে অন্যান্য অস্পৃশ্য শিশুর ন্যায় আলাদা করে দেয়া হত। শিক্ষকগণ তাদের প্রতি অমনোযোগী ছিলেন এবং কোনোরূপ সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব পোষণ করতেন না। তাদের শ্রেণিকক্ষের ভেতরে বসার অনুমতি ছিলো না, এমনকি তাদের যদি তৃষ্ণা পেতো উচ্চবর্ণের কোনো একজন এমন উচ্চতা হতে সেই জল ঢেলে পান করাতো, যাতে নিচুজাতের শিক্ষার্থীরা বা জল বা জলের পাত্র স্পর্শ না করতে পারে । এই কাজটি সাধারণত আম্বেদকরের জন্য করতো বিদ্যালয়ের চাপরাসীএবং যদি পিওন না থাকত বা না আসত, তখন সারাদিন জল ছাড়াই কাটাতে হতো, আম্বেদকর এই অবস্থাকে এভাবে আখ্যায়িত করেছেন ‑ পিওন নাই,জল নাই (নো পিওন, নো ওয়াটার)।

রামজী শাকপাল ১৮৯৪ সালে অবসর নেন ও দুই বছর পরে তার পরিবার সাতারা চলে আসেন। জায়গা বদলের অল্পদিনের পরে, শিশু আম্বেদকরের মাতা মারা যান। তারা (সন্তানরা) মাসির সান্নিধ্যে কষ্টের পরিবেশে লালিত হন। তিন ছেলে বালারাম, আনান্দ্রা ও ভীমরাও এবং দুই মেয়ে মঞ্জুলা ও তুলাসাদের মধ্যে একমাত্র আম্বেদকরই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে সমর্থ হন এবং কলেজের স্নাতক ডিগ্রি লাভে সক্ষম হন। ভীমরাও শাকপাল আম্বেদকরের বংশপরিচয়সূচক নামটি (বর্ণনামূলক অতিরিক্ত নাম) এসেছে রত্নগিরিজেলায় অবস্থিত তার নিজ গ্রাম আম্বভাদ থেকে। তার ব্রাহ্মণ শিক্ষক মহাদেব আম্বেদকর, যিনি তার (আম্বেদকরের) প্রতি অত্যন্ত স্নেহ পরায়ণ ছিলেন,প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তালিকায় তিনি নিজ গ্রাম আম্বোভাদকর থেকে পরিবর্তন করে আম্বেদকর রাখেন। আম্বেদকর প্রথম ভারতীয় যিনি বিদেশ থেকে অর্থনীতিতে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। এছাড়াও তিনি দক্ষিণ এশিয়া মহাদেশের প্রথম পিএইচডি ডিগ্রিধারী, এবং দুবার তিনি এ ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ভারতের প্রথম আইনমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন । কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকানুযায়ী, পৃথিবীর সেরা ১০০ পণ্ডিতের মধ্যে তিনি একজন। আম্বেদকর সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে প্রথম এবং একমাত্র ব্যক্তি যে অর্জন করেছে লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিকস থেকে সমস্ত বিজ্ঞান বিষয়ের উপর ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেছেন। আম্বেদকর ১৯০৩ সালে (মাত্র ১২ বছর বয়সে) বিয়ে করেন এবং পরিবারসহ তিনি মুম্বাইয়ে (তারপর বোম্বে) চলে আসেন, যেখানে আম্বেদকরই হয়ে উঠেন এলফিন্স্টোন র সরকারি বিদ্যালয়ের প্রথম অস্পৃশ্য ছাত্র।৮ যদিও আম্বেদজর শিক্ষাদীক্ষায় সবাইকে ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন, তথাপি তিনি যে বৈষম্যের সম্মুখীন হয়েছিলেন তাতে তিনি ক্রমশ বিরক্ত হয়ে উঠছিলেন। ১৯০৭ সালে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রথম অস্পৃশ্য হিসেবে ভারতের বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। এই সাফল্য তার সম্প্রদায়কে উদ্দীপ্ত করে তুলে আশা যোগায় । একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে তিনি তার শিক্ষক কৃষ্ণজী অর্জুন বেলুস্কর (অন্য নাম দাদা কেলুস্কর), যিনি ছিলেন মারাঠী জাতির একজন বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র, তার পরামর্শে গৌতম বুদ্ধের জীবনীর জীবনচরিত উপহার পান । অবশ্য আম্বেদকরের বিয়ে যথারীতি হিন্দু রীতিতেই ৯ বৎসরের দাপোলির মেয়ে রামাবাইএর সাথে হয়।৮ ১৯০৮ সালে তিনি এলিফিন্স্টোন কলেজে ভর্তি হন এবং সেখানে থাকাকালীন তিনি বরোদা'র রাজা গয়াকওয়াদ সায়াজী রাও ৩য় কর্তৃক মাসিক ২৫ টাকার বৃত্তি অর্জন করেন। ১৯১২ সালে, তিনি বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক বিজ্ঞানে ডিগ্রি লাভ করেন এবং বারোদা রাজ্যে সরকারি চাকরি গ্রহণ করেন। সেই বছরেই তার প্রথম সন্তান, ইশান্ত জন্ম গ্রহণ করেন। আম্বেদকর তার নতুন পরিবার নিয়ে অন্যত্র চলে আসেন, পরে অবশ্য তার অসুস্থ পিতাকে দেখভাল করতে মুম্বাই চলে আসেন। তার বাবা ১৯১৩ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ১৯১৩ সালে নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি বিভাগের স্নাতকোত্তর ছাত্র হিসেবে তিন বছর মেয়াদী মাসিক সাড়ে এগারো ব্রিটিশ পাউন্ডের বৃত্তি গ্রহণ করেন।

নিউইয়র্কে তিনি তার পারসী বন্ধু নাভাল ভাতেনার সাথে লিভিংস্টোন হলে বসবাস করেন। তিনি প্রত্যহ লো লাইব্রেরিতে চার ঘণ্টা পড়াশোনা করতেন। জুন ১৯১৩ সালে তিনি এম. এ. পরীক্ষায়, অধীত মূল বিষয় অর্থনীতি উত্তীর্ণ হন, এছাড়াও তিনি অন্য বিষয় গুলোতে যেমন সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শনশাস্ত্র এবং নৃতত্ত্ব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি গবেষণা লব্ধ প্রবন্ধ প্রাচীন ভারতের ব্যবসাবাণিজ্য প্রকাশ করেন। ১৯১৬ সালে তিনি অন্য আরেকটি এম. এ. গবেষণা প্রবন্ধ ভারতের জাতীয় কারাগারের লভ্যাংশ ‑ একটি ঐতিহাসিক ও বিশ্লেষণিক গবেষণা । ৯ই মে, নৃতত্ত্ববিদ প্রফেসর আলেকজান্ডার গোল্ডেনউইজার কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারের আগে তিনি ভারতীয় জাতিঃ তাদের পদ্ধতি, উৎপত্তি বং উন্নয়ন বিষয়ক অভিসন্দর্ভ পাঠ করেন। ১৯১৬ সালের অক্টোবর মাসে তিনি ভর্তি হন গ্রেস ইন্‌ন ফর ল এবং লন্ডনের অর্থনীতি ও রাজনৈতিক অর্থনীতি বিজ্ঞানস্কুলে যেখানে তিনি ডক্টরাল থিসিসের কাজ শুরু করেন। ১৯১৭ সালে জুন মাসে বারোদা বৃত্তির শেষান্তে তিনি ভারতে যেতে বাধ্য হন, অপরদিকে তার গবেষণামূলক প্রবন্ধ জমা দেয়ার জন্য ৪ বছরের মধ্যে জমা দেয়া ও ফিরে আসার অনুমতি পান। তিনি তার অতি মূল্যবান এবং অধিক পছন্দের গ্রন্থগুলো জাহাজযোগে (স্টিমার) পাঠানোর সময় একটি জার্মান ডুবোজাহাজ দ্বারা নিমজ্জিত হয়ে যায়।

ভারতের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হিসেবে আম্বেদকরকে সাউথবোরো কমিটিতে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিলো, ১৯১৯ সালে যেটি ছিলো ভারতের সরকারি আইন, ১৯১৯ এর প্রস্তুতিমূলক (কমিটি)। এটি শুনতেই, আম্বেদকর পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী এবং অন্ত্যজদের জন্য কোটা সংরক্ষণ (তার অনেকদিনের অন্তর্নিহিত বাসনা) এবং অন্য সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অধিকারের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন। ১৯২০ সালে, তিনি মুম্বইয়ের একটি সাপ্তাহিক মুকনায়ক ‑ মৌনদের নেতা প্রকাশ করেন, কোলহপুরের মহারাজা, শাহু ১ম (১৮৮৪‑১৯২২ সাল) আম্বেদকর এই পত্রিকাটিতে হিন্দু মৌলবাদী রাজনীতিবিদদের কঠোর সমালোচনা করেন এবং ভারতের রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের বিতৃষ্ণা উপলব্ধিকরত জাতিবৈষম্যের প্রতি যুদ্ধ করেছিলেন। কোলহপুরে তার বক্তব্য অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের বৈঠকে আঞ্চলিক রাজ্যের রাজা শাহু ৪র্থ'কে মোহিত করে, যিনি আম্বেদকরকে ভবিষ্যতের জাতীয় নেতা বলে গণ্য করেন এবং পরবর্তীতে গোঁড়া হিন্দু সম্প্রদায় সবাইকে অবাক করে দিয়ে আম্বেদকরের সাথে নৈশভোজে অংশগ্রহণ করেন। নিজের জমানো কিছু অর্থের সাথে কলহপুরের মহারাজা ও তার বন্ধু নাভাল বাহেনার কাছ থেকে লোনকৃত কিছু অর্থ দিয়ে জুলাই মাসে তিনি শিক্ষক পদ থেকে অবসর গ্রহণ করে লন্ডনে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি লন্ডন স্কুল অব ইকনোমিক্স ও গ্রে ইন্‌ন ‑এ পড়ার জন্য ফিরে এসে দরিদ্র জীবনযাপন শুরু করেন ও ব্রিটিশ জাদুঘরে নিয়মিত অধ্যয়ন করেন। ১৯২২ সালে অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে আরো একবার আম্বেদকর সকলের প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম হনঃ লন্ডন স্কুল অব ইকনোমিক্স তিনি এম এস সি (অর্থনীতি)'র জন্য গবেষণা লব্ধ প্রবন্ধ সম্পূর্ণ করেন ও তাকে আইনজীবী সম্প্রদায়ে যোগদানের জন্য আহবান করা হয়। আম্বেদকর তার পিএইচডি প্রবন্ধটি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেন। আম্বেদকর সফল আইনি চর্চা শুরু করেন। আইনি চর্চার শুরুর দিকে, আম্বেদকর কিছু ব্রাহ্মণ কর্তৃক তিন অব্রাহ্মণ নেতা কে বি বাগদে, কেশাভরাও জেদহে এবং দিনকোরাও জাভালকরের বিরুদ্ধে আনীত মকদ্দমায় বিবাদীপক্ষে লড়েন । ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে কথা বলায় তারা মানহানির মামলায় জড়িয়ে পড়েন । বাদীপক্ষে ছিলেন পুনার বিখ্যাত উকিল এল বি বোপাটকর। আম্বেদকর তার মামলা যুক্তিপূর্ণ তথ্য ও দক্ষতার সাথে উপস্থাপনা করে বাকপটুতার দ্বারা ১৯২৬ সালের অক্টোবর মাসে বিজয়ী হন। এই বিজয়ের সুনাম চারদিকে অনেক বিস্তার লাভ করেন।

আম্বেদকর ছিলেন স্বপ্নদর্শী ও কল্পনা প্রবণ। শ্রেষ্ঠতর প্রশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ওকালতি পেশায় তিনি কম সময় দেন । তিনিবিহার এবং মধ্যপ্রদেশকে ভাগকরার প্রস্তাবদেন, যার প্রতিফলন ঘটেছে এইভাবে ২০০০ সালে বিহার ভেঙে ঝাড়খন্ড ও মধ্যপ্রদেশ ভেঙে ছত্তিশগড় গঠন করাহয় । তিনি ভারতবর্ষের জল ও বিদ্যুতনীতির প্রবর্তক । কেন্দ্র ও রাজ্য স্তরের সেচ প্রকল্প গুলির উন্নতির জন্য তিলি কেন্দ্রীয় জল কমিশন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি কেন্দ্রীয় প্রযুক্তিগত বল পরিষদ এবং কেন্দ্রীয় বিদ্যুত কর্তৃপক্ষের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি একটি শক্তিশালী পদ্ধতির উপর জোর দিয়েছিলেন, (যেটা ভারতবর্ষ আজও বিশ্বাস করে)।

বোম্বে হাইকোর্টে চর্চারত অবস্থায় আম্বেদকর অস্পৃশ্যদের শিক্ষিত করে তুলতে অবিবেচকের মত দৌড়েছিলেন। এই লক্ষ্যগুলো অর্জনে তার প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক চেষ্টা ছিলো বহিষ্কৃৎ হিতকারিণী সভা। এই প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষা, আর্থসামাজিক উন্নয়ন এবং গৃহহীন ও অন্ত্যজ জাতির উন্নতির জন্য কাজ করে । ১৯২৭ সালে আম্বেদকর অস্পৃশ্যতা'র বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি গণ আন্দোলন শুরু করেন এবং সুপেয় পানির উৎস দানে সংগ্রাম চালিয়ে যান (উল্লেখ্য সে সময় হিন্দু সম্প্রদায়ের মন্দিরে নিম্নবর্ণের প্রবেশের অধিকার ছিলো না)। মহদে সত্যগ্রহ নামের অস্পৃশ্যদের (অন্ত্যজ জাতির) জন্য সংগ্রাম করে সুপেয় পানি পানের অধিকার আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। তাকে ১৯২৫ সালে বোম্বে প্রেসিডেন্সি কমিটিতে নিযোগ করা হয়েছিলো যাতে করে তিনি সকল ইউরোপীয় সীমন কমিশনের সাথে কাজ করতে পারেন। সমগ্র ভারতজুড়ে স্ফুলিঙ্গের আকারে ব্যাপক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে এবং যখন এই তালিকাটি অধিকাংশ ভারতীয় কর্তৃক উপেক্ষিত হয় , আম্বেদকর নিজে ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনার জন্য একটি পৃথক সুপারিশনামা প্রণয়ন করেন।

আম্বেদকরের প্রসিদ্ধি এবং অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সমর্থনের কারণে, তাকে ১৯৩২ সালে লন্ডনে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।তথ্যসূত্র প্রযোজন মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্যদের জন্য গঠিত পৃথক নির্বাচকমণ্ডলির প্রচণ্ডভাবে বিরোধিতা করেন, যদিও তিনি অন্য সকল সংখ্যা লঘুদের যেমন মুসলমানদের ও শিখদের পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী বিনা দ্বিধায় মেনে নেন এই বলে যে, তিনি অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের গঠনকৃত নির্বাচকমন্ডলী হিন্দু সমাজকে ভবিষ্যতে বিভক্ত করবে এবং উচ্চশ্রেণীর ক্ষমতা কমিয়ে দিতে পারে। ১৯৩২ সালে যখন ব্রিটিশরা আম্বেদকরের সাথে একমত হন এবং পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর ঘোষণা করেন, তখন মহাত্মা গান্ধী পুনের এরোদা কেন্দ্রীয় কারাগারেউপবাস শুরু করেন।

মহাত্মা গান্ধীর এই উপবাস ভারতজুড়ে জনগণের মাঝে প্রবল বিক্ষোভের উদ্দীপনা জোগায় এবং ধর্মীয় কট্টরপন্থী নেতারা, কংগ্রেস নেতাকর্মীদের মধ্যে মদন মোহন মালব্য ও পালঙ্কর বালো ও তার সমর্থকরা আম্বেদকরের সঙ্গে এরাভাদে যৌথ বৈঠক করেন। গান্ধীবাদীদের প্রবল চাপের মুখে এবং সাম্প্রদায়িক প্রতিশোধ ও অস্পৃশ্য সম্প্রদায়কে নির্মূলীকরণের আশঙ্কায় আম্বেদকর পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী বাতিল করতে সম্মত হন। এই চুক্তির পরে গান্ধী উপবাস পরিত্যাগ করেন, ইতিহাসে এটি পুনে চুক্তি নামে পরিচিত। চুক্তির ফলশ্রুতিতে, আম্বেদকর পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী গঠনের দাবি ছেড়ে দেন যা আম্বেদকর গান্ধীর সাথে বৈঠকের আগে ব্রিটিশদের কাছ থেকে এই করে প্রতিশ্রুতি পান যে, একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন অস্পৃশ্যদের জন্য সংরক্ষিত হয়। আম্বেদকর ১৯৩৫ সালে মুম্বাইয়ের সরকারি আইন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হিসেবে নিযোগ পান। উক্ত পদে তিনি দু'বছর অধিষ্ঠিত ছিলেন। মুম্বাইয়ে বসবাসের বাসনায় তিনি একটি বাড়ি নির্মাণ করেন এবং সেখানে তিনি ৫০,০০০ হাজারেরও বেশি বই সমৃদ্ধ একটি ব্যক্তিগত পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন।.৯ তার প্রথম স্ত্রী রামাবাই দীর্ঘ অসুস্থতার পরে একই বছর মৃত্যুবরণ করেন। অসুস্থ অবস্থায় তার স্ত্রী রামাবাইয়ের পান্দরপুর তীর্থে যাওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেন, কিন্তু আম্বেদকর তাকে যেতে দিতে অস্বীকৃতি জানান এই বলে যে, তিনি তাকে বরং একটি নতুন পান্দরপুর বানিয়ে দিবেন হিন্দু পান্দরপুরের পরিবর্তে ‑ যেটা কিনা তাদের অস্পৃশ্য বলে গণ্য করে। ১৩ই অক্টোবর নাসিকের কাছে ঈওলার বৈঠকে বক্তব্যে আম্বেদকর তার ভিন্ন ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার অভিপ্রায় ঘোষণা করেন এবং তার অনুগতদেরও হিন্দু ধর্ম ত্যাগে প্রণোদিত করেন।৯ সমগ্র ভারতের অনেকগুলো জনসভায় তিনি তার আহবান পুনর্ব্যক্ত করেন। ১৯৩৬ সালে আম্বেদকর স্বনির্ভর শ্রমিক দল (ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেবার পার্টি) প্রতিষ্ঠা করেন, যেটি ১৯৩৭ সালের কেন্দ্রীয় আইন প্রণয়ন পরিষদ বা বিধানসভার নির্বাচনে ১৫টি আসন লাভ করে। নিউইওর্কে লিখিত গবেষণালব্ধ উপাত্তের ভিত্তিতে একই বছর তিনি তার বই দ্য এন্‌নিহিলেশন অব কাস্ট প্রকাশ করেন। আম্বেদকর প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা সমিতিরএবং রাজপ্রতিনিধির নির্বাহী সভায় শ্রমমন্ত্রী হিসেবে কাজ করেন। কংগ্রেস ও গান্ধীর অস্পৃশ্যদের প্রতি আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে আম্বেদকর তীব্রভাবে গান্ধী ও কংগ্রেসকে আক্রমণ করেন। কারা শূদ্র ছিল?তে বর্ণনা করতে চেষ্টা করেন শূদ্র বর্ণ কীভাবে গঠিত হয় অর্থাৎ হিন্দু বর্ণপ্রথার নিম্নবর্ণ সৃষ্টির ইতিহাসের উপর আলোকপাত করেন। তিনি এও উল্লেখ করেন, শূদ্র কীভাবে অস্পৃশ্য হতে আলাদা। তিনি রাজনৈতিক দল সারা ভারতের সিডিউল কাস্টেস ফেডারেশনে রূপান্তরিত করেন , যদিও তা ১৯৪৬এ ভারতের সংবিধান পরিষদের নির্বাচনে ভালো করেনি। পরিশিষ্ট লিখতে গিয়ে ১৯৪৮ সালে আম্বেদকর হিন্দুবাদকে কর্কশ ভাষায় সমালোচনা করেন তাঁর দ্য আন্টাচেব্যলসঃ এ থিসিস অন দ্য অরিজিনস অব আন্টাচেব্যলিটি তে এভাবেঃ হিন্দু সভ্যতা.... হচ্ছে মানবতাকে দমন এবং পরাভূত করতে একটি পৈশাচিক কৌশল। এর প্রকৃত নাম হবে সামাজিক কুখ্যাতি। কাকে সভ্যতা বলে ডাকা যায়, যার একগাদা মানুষ...., যাদের সত্তা মানবসত্তার নিচে বলে গণ্য হয় ও শুধু যাদের ছোঁয়াই দূষণ উদ্রেকের জন্য যথেষ্ট? ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক বা আরবিআই এর রূপরেখা ও নীতি নির্দেশিকা হিল্টন ইয়ং কমিশনে তাঁর দেওয়া প্রস্তাবনা থেকে তৈরি হয়।

১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে, তিনি বহুসংখ্যক বই, ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করেন, যেমন থটস্ অন পাকিস্তান।

উপরের বইটিতে আম্বেদকর একটি উপাধ্যায়ে লিখেছিলেন যদি মুসলমানেরা সত্যিই পাকিস্তান চায়, তাদের সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া উচিত। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, যদি তারা পাকিস্তানের বশ্যতা স্বীকার করে, তবে তাদের অবশ্যই সে অধিকার দেয়া হবে। ভারতের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীতে নিযোজিত মুসলমানদের বিশ্বাস করা যায় কিনা তা নিয়ে তিনি প্রশ্ন তোলেন। মুসলমানরা যদি ভারত আক্রমণ করে অথবা মুসলমান বিদ্রোহ হয়, তবে ভারতীয় মুসলিম সেনারা কার পক্ষ নেবে? ভারতের সুরক্ষাজনিত কারণে, মুসলমানরা যেভাবে চায় সেভাবে পাকিস্তানকে মেনে নেয়া উচিত। আম্বেদকরের মতে, হিন্দুদের ধারণা যে, যদিও হিন্দু ও মুসলমান দুটি ভিন্ন জাতি, তারা একটি রাষ্ট্রে একত্রে সহাবস্থান করতে পারে। তার মতে এটি ছিল একটি বিকৃত পরিকল্পনা, কোনো সুস্থ ব্যক্তি এতে সম্মত হতে পারে না।

আম্বেদকর দক্ষিণ এশিয়ায় ইসলাম চর্চারও সমালোচক ছিলেন। ভারত বিভক্তির সমর্থন করে, তিনি মুসলিম সমাজে বাল্যবিবাহ চর্চা এবংনারীদের ভুল পথে পরিচালিত করার নিন্দা জানান।

কোনো শব্দই বহুবিবাহপ্রথা ও অবিবাহিত সহবাসের ক্ষতি প্রকাশে পর্যাপ্ত নয়, যা বিশেষত মুসলিম নারীদের সীমাহীন দুর্ভাগ্যের কারণ। ইসলাম সমস্ত ক্রীতদাসত্ব ও বর্ণপ্রথা থেকে মুক্ত। ক্রীতদাসত্বের অনেক কিছুই ইসলাম ও ইসলামিক দেশগুলো থেকে এসেছে । নবী কর্তৃক এ দাসদের প্রতি মানুষের সুআচরণ করার নির্দেশনা থাকলেও কোরানে এই রকম কোনো কিছুই নেই যে ইসলামে যা এই অভিশাপ থেকে মুক্তির নির্দেশনা দেয়। ক্রীতদাসত্ব লুপ্ত হয়ে গেলেও , শ্রেণিপ্রথা মুসলিমে রয়ে যাবে।

তিনি লিখেছিলেন যে, মুসলিম বিশ্ব হচ্ছে হিন্দু সমাজের চেয়েও অনেকাংশে সামাজিক দুর্ভোগে ভরা সমালোচনা করে তিনি বলেন, মুসলমানরা তাদের সাম্প্রদায়িক প্রথাকে ভ্রাতৃত্বের শ্রুতিমধুর মোড়ক দ্বারা আবৃত করেছে। তিনি আরো বলেন, মুসলমানদের মধ্যে আযরাল শ্রেণীর প্রতি বৈষম্যতা, যারা পদানত হিসেবে স্বীকৃত, এর সাথে মুসলিম সমাজে পীড়াদায়ক পর্দা প্রথার মাধ্যমে নারীদের উৎপীড়নেরও সমালোচনা করেন। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে অভিযোগ করেন যে, পর্দাপ্রথা হিন্দুদের মধ্যে চর্চিত হলেও মুসলমানরা ধর্মের মাধ্যমে তা অনুমোদন করে নেন। তার মতে, ইসলামের প্রতি তাদের ধর্মোম্মত্ততা এতটাই উপরে উঠে যে, আক্ষরিক অর্থে ইসলামের বাণী তাদের সমাজকে করেছে খুব দৃঢ় এবং অপরিবর্তনীয়। তিনি আরো লিখেন যে, অন্য দেশের মুসলমানদের মতো যেমন তুরস্কেরএর মতো ভারতীয় মুসলমানরাও নিজেদের সমাজকে পুনর্গঠনে ব্যর্থ হয়েছে।

১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার দিন, নব্য গঠিত কংগ্রেসশাসিত সরকার আম্বেদকরকে জাতির প্রথম আইন মন্ত্রী পদ অর্পণ করেন, যা তিনি সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন। ২৯ই আগস্ট, আম্বেদকরকে সংবিধান খসড়া সমিতির সভাপতি করা হয়, যা স্বাধীন ভারতের নতুন সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে বিধানসভা কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়। আম্বেদকর তার সহকর্মী ও সমসাময়িক পর্যবেক্ষকদের কাছ থেকে প্রচুর প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন। এই কাজে আম্বেদকর প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মে সঙ্ঘের চর্চা নিয়ে বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থে অধিক পড়াশোনাই অনেক সহায়ক হিসেবে কাজ করেছিলো। ব্যালটের দ্বারা ভোট প্রদান, তর্কবিতর্কের ও অগ্রবর্তী নীতিমালা, করণীয় বিষয়সূচী, সভাসমিতি ও ব্যবসায় সংক্রান্ত প্রস্তাবনা সমূহের ব্যবহার ইত্যাদি সংঘ চর্চা দ্বারা সমন্বয় সাধিত হয়। সংঘ চর্চা প্রাচীন ভারতের কিছু রাষ্ট্রীয় প্রজাতান্ত্রিক উপজাতিগোষ্ঠী যেমন শাক্যবংশ ও লিচ্ছবিররা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। অতঃপর আম্বেদকর যদিও তার সাংবিধানিক অবয়ব তৈরিতে পশ্চিমা প্রণালীর ব্যবহার করেন, বস্তুত এর অনুপ্রেরণা ছিলো ভারতীয়, বাস্তবিকপক্ষে উপজাতীয়।

গ্রানভিলে অস্টিন আম্বেদকর কর্তৃক প্রণীত ভারতীয় সংবিধান খসড়াকে বর্ণনা দেন এভাবে একনিষ্ঠ ও সর্বোত্তম সামাজিক নথি পত্র।... 'অধিকাংশ ভারতের সংবিধানের অধিকাংশ অনুচ্ছেদ স সামাজিক বিপ্লব এবং সামাজিক বিপ্লব পরিপোষণের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে। আম্বেদকর কর্তৃক প্রণীত ভারতীয় সংবিধানে সর্বাধিক অধিকারসুরক্ষা জনসাধারণের প্রতি প্রদান করা হয়েছে ‑যেমন ধর্মীয় স্বাধীনতা, অস্পৃশ্যতা বিলোপ এবং সব ধরনের বৈষম্য বিধিবহির্ভূতকরণ। আম্বেদকর নারীদের অধিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের জন্য যুক্তি প্রদর্শন করেন। তিনি এতে বিধানসভার সমর্থন অর্জন করে সিডিউল কাস্টেসভুক্ত নারী সদস্যদের বা সিডিউল উপজাতীয়দের জন্য বেসরকারি খাতে বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় কর্মক্ষেত্রে চাকরির নিশ্চয়তা প্রদান করে কোটার ব্যবস্থা করেন। ভারতের আইন প্রণেতারা আশা করেন এর মাধ্যমে আর্থসামাজিক বিভাজন দূর হবে ও ভারতীয় অস্পৃশ্যরা অধিক সুযোগসুবিধা পাবে।১৯৪৯ সালের ২৬ই নভেম্বর গণপরিষদ কর্তৃক সংবিধানটি গৃহীত হয়। আম্বেদকর ১৯৫১ সালে হিন্দু কোড বিল খসড়াটি সংসদে পড়ে থাকার কারণে।রাখার কারণে মন্ত্রিপরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন। হিন্দু কোড পৈতৃক সম্পত্তি, বিবাহ ও অর্থনীতি আইনের আওতায় লিঙ্গসমতার নীতি প্রতিষ্ঠা করে। প্রধানমন্ত্রী নেহেরু, মন্ত্রিসভা ও অনেক কংগ্রেস নেতারা একে সমর্থন জানালেও বেশিরভাগ সাংসদ এর সমালোচনা করেন। আম্বেদকর স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ১৯৫২'র নির্বাচনে লোকসভায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, কিন্তু হেরে যান। তাকে পরে রাজ্যসভার সাংসদ পদে সমাসীন করা হয়। ১৯৫২ সালের মার্চ মাসে এবং মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি এই সদস্যপদে বহাল ছিলেন। নৃতত্ত্বের ছাত্র হিসেবে আম্বেদকর আবিষ্কার করেন মহরেরা আসলে প্রাচীন ভারতীয় বৌদ্ধ। বৌদ্ধ ধর্ম ত্যাগে অস্বীকৃতি জানানোর কারণে তাদেরকে গ্রামের বাইরে সমাজচ্যুতদের ন্যায় থাকতে বাধ্য করা হলো, অবশেষে তারাই অস্পৃশ্যতে পরিণত হয়েছিলো। তিনি এই ব্যাপারে তার পাণ্ডিত্যপূর্ণ বই কারা শূদ্র ছিল? তে বর্ণনা দেন।

(তথ্যঋণ ঃ উইকিপিডিয়া)

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরোঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

জাতিসংঘ মহাসচিবের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা নজর, বলছে ফাঁস হওয়া তথ্য

জেনেভা ঃ অনলাইনে ফাঁস হওয়া পেন্টাগনের গোপনীয় তথ্য বলছে, যুক্তরাষ্ট্র মনে করে জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস রাশিয়ার স্বার্থকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। এসব তথ্য থেকে ধারণা করা যায় যে ওয়াশিংটন মি. গুতেরেসের ওপর নজর রাখছে। বেশি কিছু দলিলে জাতিসংঘের প্রধানের সঙ্গে তার ডেপুটি কর্মকর্তার একান্ত কথাবার্তার বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। এটিই যুক্তরাষ্ট্রের তথ্যফাঁসের সবশেষ ঘটনা। কিভাবে এবং কোন সূত্রে পেন্টাগনের এই গোপন রিপোর্ট ফাঁস হলো - যুক্তরাষ্ট্র সরকার তা এখন খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। মি. গুতেরেস বিভিন্ন সময়ে ইউক্রেন যুদ্ধ এবং বেশ কিছু সংখ্যক আফ্রিকান নেতা সম্পর্কে ঘরোয়া আলোচনায় যেসব মন্তব্য করেছেন, ফাঁস হয়ে যাওয়া রিপোর্টে তার কিছু বর্ণনা রয়েছে।

ফাঁস হওয়া এরকম একটি দলিলে জাতিসংঘ ও তুরস্কের মধ্যস্থতায় গত বছরের জুলাই মাসে কৃষ্ণ সাগর দিয়ে শস্য আমদানি রপ্তানির ব্যাপারে যে সমঝোতা হয়েছিল তার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। বিশ্বজুড়ে খাদ্য সঙ্কটের আশঙ্কার পর রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে এই চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়।

এই রিপোর্ট বলছে মি. গুতেরেস চুক্তিটি রক্ষার ব্যাপারে এতোটাই আগ্রহী ছিলেন যে তিনি রাশিয়ার স্বার্থের কথা বিবেচনা করতেও রাজি ছিলেন।

রাশিয়া কিম্বা ব্যক্তিবর্গের ওপর নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও গুতেরেস রাশিয়ার রপ্তানি করার সক্ষমতা আরো উন্নত করার ওপর জোর দিয়েছেন, বলছে রিপোর্ট।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, ফেব্রুয়ারি মাসে তার কর্মকাণ্ডের কারণে ইউক্রেন যুদ্ধের জন্য মস্কোকে জবাবদিহি করানোর চেষ্টা সফল হয়নি। বিশ্বের শীর্ষ এই কূটনীতিক মস্কোর ব্যাপারে নরম যুক্তরাষ্ট্রের এই ধারণায় জাতিসংঘের কর্মকর্তারা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

ঊর্ধ্বতন একজন কর্মকর্তা বলেছেন, ফাঁস হয়ে যাওয়া এসব রিপোর্টের ব্যাপারে তিনি কোনো মন্তব্য করবেন না। তবে তিনি বলেছেন, বিশ্বের দরিদ্র লোকজনের ওপর এই যুদ্ধের প্রভাব কমানোর চেষ্টা করেছে জাতিসংঘ।

এর অর্থ হচ্ছে খাদ্যের মূল্য কমানোর জন্য যা যা করা সম্ভব আমরা সেসব করার চেষ্টা করেছি। যেসব দেশের সারের প্রয়োজন তারা যাতে সেটা পায় আমরা সেটা নিশ্চিত করতে চেয়েছি, বলেন তিনি।

রাশিয়ার পক্ষ থেকে প্রায়শই অভিযোগ করা হয় যে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার কারণে তাদের শস্য ও সার রপ্তানি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

শুধু তাই নয়, তারা যেসব সমস্যার কথা উল্লেখ করেছে সেগুলোর সমাধান করা না হলে রাশিয়া কমপক্ষে দুবার এই চুক্তি বাতিল করার হুমকিও দিয়েছে।

রাশিয়ার খাদ্যশস্য ও সার আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়ে না, কিন্তু রাশিয়া বলছে এই নিষেধাজ্ঞার কারণে জাহাজ ও বীমার ব্যবস্থা করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

মি. গুতেরেসের প্রচেষ্টাকে যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে ব্যাখ্যা করছে তাতে জাতিসংঘের কর্মকর্তারা যে খুশি নয় সেটা স্পষ্ট। তারা বলছেন, মি. গুতেরেস পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে তিনি রাশিয়ার এই যুদ্ধের বিরোধিতা করছেন। ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ের আরেকটি রিপোর্টে মি. গুতেরেস ও তার ডেপুটি আমিনা মোহামেদের খোলামেলা এক আলোচনার কথা তুলে ধরা হয়েছে।

তাতে বলা হয়েছে, ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডের লেয়েন ইউরোপের দেশগুলোকে আরো বেশি করে অস্ত্র ও গোলাবারুদ উৎপাদনের আহবান জানানোর ঘটনায় মি. গুতেরেস হতাশা প্রকাশ করেছেন।

জাতিসংঘের এই দুজন কূটনীতিক আফ্রিকান নেতাদের সাম্প্রতিক এক সম্মেলন নিয়েও কথা বলেছেন। আমিনা মোহামেদ বলছেন যে কেনিয়ার প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম রুটো নিষ্ঠুর এবং তিনি তাকে বিশ্বাস করেন না।

এটা সবাই জানে যেসব দেশ জাতিসংঘের ওপর গোয়েন্দা নজর রাখে আমেরিকা তার অন্যতম। কিন্তু এই গোয়েন্দাগিরির রিপোর্ট যখন ফাঁস হয়ে যায় সেটা বিব্রতকর হয়ে ওঠে, এবং বিশ্বের শীর্ষ কূটনীতিকের সুনাম ক্ষুণ্ন করে।

এসব ফাইল কে ফাঁস করেছে বুধবার পর্যন্ত তা নিয়ে খুব অল্পই ধারণা ছিল কিন্তু ওয়াশিংটন পোস্ট তাদের এক রিপোর্টে এজন্য একজন বন্দুকপ্রেমী ব্যক্তিকে দায়ী করেছে যার বয়স কুড়ির ঘরে এবং তিনি একসময় একটি সামরিক ঘাঁটিতে কাজ করতেন। ওয়াশিংটন পোস্টের রিপোর্ট বলছে তিনি সামাজিক মাধ্যম ডিসকর্ডের ছোট্ট একটি গ্রুপে এসব গোপন তথ্য শেয়ার করেছিলেন। এই প্ল্যাটফর্মটি গেমারদের কাছে জনপ্রিয়। এই গ্রুপে বন্দুক, সামরিক সরঞ্জাম এবং ঈশ্বর নিয়ে কথাবার্তা হয়।

এই রিপোর্টের সত্যতা বিবিসির পক্ষে যাচাই করে দেখা সম্ভব হয়নি। ওই চ্যাট গ্রুপের দুজন সদস্যের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে ওয়াশিংটন পোস্টের এই রিপোর্টটি তৈরি করা হয়েছে।

ওই গ্রুপে যুক্তরাষ্ট্রের গোপন ডকুমেন্টের স্ক্রিনশট ডিসকর্ডের বিভিন্ন চ্যানেলে শেয়ার করা হয়েছে যা বিবিসি যাচাই করে দেখেছে।

বুধবার ডিসকর্ডের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে তারা এই ফাঁসের তদন্তে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে সহযোগিতা করছে।

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক মুখপাত্র জন কারবি বিবিসিকে বলেছেন, কিভাবে এসব গোপনীয় রিপোর্ট ফাঁস হয়েছে তা খুঁজে বের করতে যুক্তরাষ্ট্র সরকার তন্ন তন্ন করে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

এই ফাঁসের ঘটনা বেশ বিপদজনক। আমরা জানি না কে এর জন্য দায়ী। আমরা জানি না কেন ফাঁস করা হয়েছে। জাতীয় নিরাপত্তার ওপর এর প্রভাব খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এখন এবিষয়ে ফৌজদারি তদন্ত চলছে, বলেন তিনি।

রোজায় কীভাবে আপনার ত্বকের যত্ন নিবেন

ঢাকা ঃ রমজান হলো এক মাসের শারীরিক ত্যাগ আর আত্মিক পরিশুদ্ধতার মাস, যেখানে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ে পানাহার থেকে বিরত থাকেন। বিশ্বজুড়ে অসংখ্য মানুষ দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্রের যে দুর্ভোগে থাকে সেটি অনুধাবনের একটি সুযোগ করে দেয় এই রোজা। তবে পর্যাপ্ত জল পান না করা, ঘুমের ব্যাঘাত হওয়া ও যথাযথ খাদ্য গ্রহণ না করার একটি প্রভাব পড়তে পারে শরীরে ও ত্বকে। টিকটক ডার্মাটোলজিস্ট (চর্ম বিশেষজ্ঞ) দ্যা ডার্ম ডক্টর, যার অন্য পরিচয় হলো ড. মুনিব শাহ লোকজনকে উৎসাহিত করছেন রোজার মাসে ত্বকের অধিকতর যত্ন নেয়ার জন্য। আমার বড় হওয়ার সময়টিতে আমার খুব বেশি দক্ষিণ এশীয় ও মুসলিম বন্ধু ছিলো না যারা রোজা পালন করতো, বিবিসি এশিয়ান নেটওয়ার্ককে বলছিলেন তিনি। তবে সামাজিক মাধ্যমের একটি চমৎকার বিষয় হলো আপনি যেখানেই থাকুন না কেন বিশ্বের অনেক লোকজন পাবেন যারা তাদের এসব অভিজ্ঞতা শেয়ার করছে। ২০২০ সালে টিকটকে প্রথম পোস্ট করার পর থেকে মি. শাহর ফলোয়ার এখন পর্যন্ত এক কোটি সত্তর লাখ এবং এই প্লাটফর্মে ডার্মাটোলজিস্টদের মধ্যে তাকেই বেশি অনুসরণ করা হয়। তিনি ত্বকের যত্নের মিথগুলোকে উন্মোচন করতে এবং এই মাস কীভাবে কিছু লোকের জন্য ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে সেটি প্রকাশ করতে চান। অনেকের ত্বকে সোয়ারিসিস ও ব্রণ আছে এবং কিছু গবেষণা বলছে রোজার সময়ে যারা উপবাস থাকবেন তাদের সোয়ারিসিসের মতো অবস্থা কিছুটা কমতে পারে, বলছিলেন তিনি।

রোজায় ত্বকের যত্ন নেয়া নিয়ে মি. শাহের কয়েকটি পরামর্শ তুলে ধরা হলো। পানাহার থেকে বিরত থাকলে ত্বক কিছু ময়েশ্চার হারাতে কিংবা কিছুটা জলশূন্যতা দেখা দিতে পারে। সে কারণে জলশূন্যতা প্রতিরোধী উপাদান ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন মি. শাহ। দৈনিক পাঁচবার নামাজের সময় ও এর পরে মুখ ধোয়ার কারণে মুখ শুকিয়ে যেতে পারে, বলছিলেন তিনি। মুখ ধোয়ার পর ময়েশ্চারের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্যথায় এটা ত্বকের প্রদাহের কারণ হতে পারে। ড. শাহ'র ব্যাখ্যা অনুযায়ী কিছু মানুষ অভিযোগ করেন যে রোজার সময় তাদের ত্বকের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায়। এর কারণ হলো রোজায় তাদের খাদ্য তালিকায় হুট করেই অনেক পরিবর্তন আসে। এর মানে হলো রোজা শেষে ইফতারিতে আপনি কী খাচ্ছেন। সূর্যাস্তের সময় এবং সূর্যোদয়ের আগে অনেক ভারী খাবার কিংবা খাদ্য তালিকায় পুষ্টিকর খাবার না থাকলে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে ত্বকে। ড. শাহ অবশ্য লোকজনকে উৎসাহিত করেন, ইফতারিতে সেরকম খাবার খেতে, যেটা তারা পছন্দ করেন, কিন্তু অবশ্যই দেখে শুনে। ভাজা খাবারের সাথে ব্রণের সম্পর্ক নেই। কিন্তু অতিরিক্ত যে কোনো খাবার ত্বকের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। আমি ইফতারিতে ভাজা খাবার খেতে পছন্দ করি কিন্তু অনেকেই দেখবেন যে এটা তাদের ত্বকের ক্ষতি করছে। রোজার সময়ে খাবার ও ঘুমের প্যাটার্নে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। সে কারণে দৈনন্দিন ত্বকের যত্নে রুটিনেও পরিবর্তন আনেন অনেকে। কিন্তু ড. শাহ বলছেন, রোজাতেও আপনি ত্বকের যত্নে আপনার স্বাভাবিক উপাদানগুলোই ব্যবহার করতে পারেন। এটা কমন ভুল ধারণা যে রোজার সময় নিয়মিত ব্যবহৃত স্কিন কেয়ার উপাদান ব্যবহার করা যায় না, বলছিলেন মি. শাহ। আমি মনে করি আপনি ক্ল্যাসিক ময়েশ্চার ও সানস্ক্রিন ক্রিম রোজাতেও ব্যবহার করতে পারেন। ড. শাহের মতোই কনটেন্ট ক্রিয়েটর ফারাহ ফেরেরোও তার অনুসারীদের জন্য সামাজিক মাধ্যমে ত্বকের যত্নের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। ২৯ বছর বয়সী এই তরুণীর বিশ্বাস যে রোজার মাসে কোনটি ব্যবহার করবেন আর কোনটি করবেন না তা নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে অনেক ভুল ধারণা আছে। অনেকে অ্যালকোহল উপাদান আছে এমন কোনো প্রডাক্ট রোজার সময় ব্যবহার করেন না। টোনারে অ্যালকোহল থাকে তাই মুসলিম হিসেবে আমি এটি সেবন করছি না এবং এটা আমাকে নেশাগ্রস্তও করছে না। তাই এটা শুধু ত্বকে ব্যবহার করছি। ফারাহও বলছে রোজার সময় অতিরিক্ত পরিচ্ছন্নতার কথা। দুবার করে পরিষ্কার করা অর্থাৎ প্রথমে মেকআপ তোলা এরপর আবার লোমকূপের গভীর থেকে পরিষ্কার করা। অনেক সময় খুব অলস লাগলে আমি ওয়াইপ ব্যবহার করি। অনেক সময় সামাজিক মাধ্যমে এ নিয়ে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া পাই কারণ এটা আসলেই আপনার ত্বকের জন্য ভালো নয়, তিনি বলছিলেন। কিন্তু যখন সারাদিনের কাজ থেকে বাসায় এসে রান্না করলাম। তখন আমি সবচেয়ে সহজে যা করা যায় তাই করতে চাই। এটা করাই যায়।

ভারতের 'সবচেয়ে গরিব' মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী

কলকাতা ঃ ভারতের ৩০ জন মুখ্যমন্ত্রীর সম্পদের তালিকায় মমতা ব্যানার্জীই একমাত্র নাম যিনি কোটিপতি নন। তার ঘোষিত সম্পত্তির মূল্য ১৫ লক্ষ টাকা। আর সবচেয়ে ধনী মুখ্যমন্ত্রী, অন্ধ্র প্রদেশের জগনমোহন রেড্ডির সম্পত্তি ৫১০ কোটি টাকা।

ভারতের নির্বাচন প্রক্রিয়ার ওপর নজর রাখে এমন একটি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রাইটস এডিআর এই তথ্য প্রকাশ করেছে।

তারা অবশ্য নিজস্ব অনুসন্ধান চালিয়ে এই তথ্য যোগাড় করে নি।

সংগঠনটি বলছে ভারতের নির্বাচন কমিশনের কাছে ভোটে প্রার্থী হওয়ার সময়ে যে হলফনামা দিয়ে নিজের সম্পত্তির কথা জানাতে হয়, সেখান থেকে তথ্য নিয়ে এই তালিকা সংকলন করেছে তারা।

তালিকায় সবার ওপরে রয়েছেন অন্ধ্র প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী, আর দ্বিতীয় স্থানে আছেন অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু। তার সম্পত্তি ১৬৩ কোটি টাকার।

এরপরেই অবশ্য অনেকটা তফাতে তৃতীয় স্থানে আছেন উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক। তার সম্পত্তি ৬৩ কোটি টাকার।

আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার ১৭ কোটি আর ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহার রয়েছে ১৩ কোটি টাকার সম্পত্তি। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরভিন্দ কেজরিওয়াল, বিহারের নীতিশ কুমারের সম্পত্তির পরিমাণ তিন কোটি টাকা করে। আবার কেরালার বামপন্থী মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের সম্পত্তি এক কোটি।

কখনও কখনও সর্বভারতীয় কোনও তালিকায় সবচেয়ে নীচে থাকতে পারাটা গর্বের বিষয়, বলছিলেন পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস দলের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী।

তার কথায়, মমতা ব্যানার্জী তিনবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়েছেন, সাতবার সংসদ সদস্য হয়েছেন আর তিনবার মুখ্যমন্ত্রী। তিনি তো মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বেতন নেন না, সবটাই চলে যায় মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে। আবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বেতন বা সংসদ সদস্যের বেতন ও প্রাক্তন সংসদ সদস্যের পেনশন - এগুলো যোগ করলেই তো কয়েক কোটি টাকা হয়ে যায়। কিন্তু তিনি এখনও টিনের চালের বাড়িতেই থাকেন। তার গ্রাসাচ্ছাদন চলে তার বই বিক্রির রয়্যালটি থেকে।

মিজ ব্যানার্জীর নাম ধনবান মুখ্যমন্ত্রীদের তালিকার একেবারে নীচে থাকা নিয়ে কটাক্ষ করেছে বিজেপি।

দলটির অন্যতম রাজ্য মুখপাত্র কেয়া ঘোষ বলছিলেন, উনি নিজেই বলেছেন যে ছবি বিক্রি, গান লেখা বা বইয়ের রয়্যালটি থেকে তার খরচ চলে। তা সেই হিসাবগুলো কোথায় গেল? তার মাপের একজন নেত্রীর এই সম্পত্তি সত্যিই হাস্যকর। নিজেকে এতটাই সৎ আর সহজ সরল দেখানোর পেছনে অন্য কোনও কারণ নেই তো?

সংবাদপত্রেই তো বেরিয়েছিল যে কালীঘাট অঞ্চলে তার পরিবারের নামেই ৩৫টা জমি আছে। আবার তার ভ্রাতৃবধূ কিছুদিন আগেই কলকাতা পৌরসভায় নির্বাচিত হয়েছেন, তার সম্পত্তিই তো পাঁচ কোটি টাকা। তার পরিবারের সদস্যদের যে ঠাটবাট, তারা বিদেশে চিকিৎসা করাতে যান, এগুলোর হিসাবও বের হোক তাহলে, বলছিলেন কেয়া ঘোষ।

এডিআর বলছে তারা নানা সময়ে জনপ্রতিনিধিদের আয় সংক্রান্ত তালিকা প্রকাশ করে থাকে। বিশেষত নির্বাচনের আগে নিয়মিতই তারা প্রার্থীদের আয় সংক্রান্ত তথ্য জনসমক্ষে নিয়ে আসে।

সাধারণ মানুষ প্রার্থীদের বা বিধায়ক, সংসদ সদস্যদের আয় আর সম্পত্তির হিসাব জানতে পারলে তাদের ভোটদানের সময়ে জেনেবুঝে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এজন্যই আমরা এধরনের তালিকা প্রকাশ করি। রাজনৈতিক নেতা নেত্রীদের ব্যাপারে যে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে যাতে তারা তথ্য দিয়ে বিশ্লেষণ করতে পারেন, বলছিলেন এডিআরের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কোঅর্ডিনেটর উজ্জয়িনী হালিম।

নেতা নেত্রীদের সম্পদ বা আয় কি সত্যিই সাধারণ মানুষ বা ভোটারদের সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলে? এই প্রশ্নের জবাবে অবশ্য মিজ. হালিম বলেন, সেটা বোঝা কঠিন যে কোনও ভোটার যাকে ভোট দিচ্ছেন, সেই সিদ্ধান্ত তিনি কীসের ওপরে ভিত্তি করে নিয়েছেন। তবে 'মানি পাওয়ার' আর 'মাসল পাওয়ার' যে রাজনীতিতে বাড়ছে, সেটা তো দেখাই যাচ্ছে। এরমধ্যে আমাদের কাজ সাধারণ মানুষকে আরও সচেতন করে তোলা।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর ব্যক্তিগত সততা একটা সময় প্রশ্নাতীত ছিল, যেমন ছিল তার টিনের চালের বাড়িতে থাকা, সাধারণ সুতির শাড়ি আর হাওয়াই চটি পায়ে দেওয়ার মতো অভ্যাস। কিন্তু বিরোধীরা বলেন তার সেই ইমেজে কালির দাগ লেগেছে বেশ কয়েক বছর ধরেই।

তার দলের বেশ কয়েকজন নেতা সারদা চিট ফান্ড মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন বর্তমান সংসদ সদস্য, রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের বর্তমান মুখপাত্র কুণাল ঘোষও।

সারদার মালিক সুদীপ্ত সেনের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের অনেক নেতা নেত্রীর ঘনিষ্ঠতার কথাও সামনে এসেছিল।

আবার ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে 'নারদ' নামে একটি অনলাইন পত্রিকার স্টিং অপারেশনে দেখা গিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক নেতা নেত্রী, বর্তমান কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম এবং তৎকালীন মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে নগদ টাকা নিতে। মি. অধিকারী যদিও এখন বিজেপির হয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা।

ওইসব ঘটনার প্রভাব ভোটের যন্ত্রে দেখা যায় নি। বিশ্লেষকদের মতে তার কারণ ছিল মমতা ব্যানার্জীর সততা নিয়ে কোনও সন্দেহ মানুষের মনে ওঠে নি।

কিন্তু শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে মমতা ব্যানার্জীর মন্ত্রীসভার দুনম্বর সদস্য, যিনি আবার দলের মহাসচিব ছিলেন, সেই পার্থ চ্যাটার্জী যখন গ্রেপ্তার হলেন, আর তার ঘনিষ্ঠ এক অভিনেত্রীর ফ্ল্যাট থেকে নগদে প্রায় ৪০ কোটি টাকা উদ্ধার হল, সেটা মানুষের মনে একটা সন্দেহ তৈরি করে দেয়।

মি. চ্যাটার্জীর পরে তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক নেতা, শিক্ষা পর্ষদগুলির প্রধানসহ অনেকে গ্রেপ্তার হয়েছেন কেন্দ্রীয় তদন্ত এজেন্সিগুলির হাতে।

রাস্তাঘাটে, চায়ের দোকানে নিয়মিতই শুনতে পাওয়া যায় এরকম মন্তব্য যে এতবড় নেতারা গ্রেপ্তার হচ্ছেন দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যব্যপী নেটওয়ার্ক চালিয়ে আর মুখ্যমন্ত্রী তাদের দুর্নীতির সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না?

এধরনের মন্তব্য আগে খুব একটা শোনা যেত না।

তবে তৃণমূল কংগ্রেস মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী বলছেন, একটা দলে যে সবাই সৎ হবে, এটা তো আশা করা যায় না। কিন্তু এটাও দেখতে হবে, দুর্নীতির প্রশ্নে মমতা ব্যানার্জী কিন্তু জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে চলেন। খুবই বড় একজন নেতা গ্রেপ্তার হয়েছেন, তাকে কিন্তু দল আর মন্ত্রীসভা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

সাংবাদিকদের জন্য নতুন বিধিনিষেধে নির্বাচনের অনিয়ম তুলে ধরা কঠিন হবে

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন সাংবাদিকদের জন্য নির্বাচনকালীন দায়িত্ব পালন বিষয়ে যে নীতিমালা তৈরি করেছে তাতে ভোটকেন্দ্রে তাদের দায়িত্ব পালন প্রায় অসম্ভব হয়ে যাবে বলে মনে করছেন সাংবাদিকরা। তবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল বলেছেন, এ নীতিমালা নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। এ নিয়ে আসা মতামত বা সমালোচনা পরীক্ষানিরীক্ষা করে প্রয়োজন হলে 'সময়মত' তারা সিদ্ধান্ত নিবেন। বুধবার নীতিমালাটি প্রকাশের পর থেকে সামাজিক মাধ্যমে এর কড়া সমালোচনা করছেন সাংবাদিকরা। কেউ কেউ বলছেন নির্বাচনে অনিয়ম যাতে প্রকাশ বা প্রচার না হয় সেজন্যই এমন নীতিমালা করেছে কমিশন। বেসরকারি ডিবিসি টেলিভিশনের সম্পাদক জায়েদুল আহসান এমন নীতিমালার জন্য নির্বাচন কমিশনের কঠোর সমালোচনা করেছেন। নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব হলো সাংবাদিকদের জন্য নির্বাচন অবাধে কাভার করার সুযোগ তৈরি করে দেয়া কিন্তু সেটি না করে কমিশন চেষ্টা করছে কিভাবে সাংবাদিকদের দূরে রাখা যায়, বলেন মি. আহসান। নীতিমালায় সাংবাদিকদের জন্য অতিমাত্রায় বিধিনিষেধের সমালোচনা করেছেন সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে সোচ্চার থাকা সংগঠন সুশাসনের জন্য নাগরিক বা সুজনের সভাপতি এম হাফিজ উদ্দিন খানও। নির্বাচন কমিশনের প্রকাশ করা এই নীতিমালায় বলা হয়েছে নির্বাচনের দিন সাংবাদিক ও গণমাধ্যমকর্মীরা মোটরসাইকেল ব্যবহার করতে পারবেন না। সামাজিক মাধ্যমে সাংবাদিকদের অনেকে বলছেন বাংলাদেশে অসংখ্য ভোট কেন্দ্র হয় দুর্গম এলাকায় যেখানে মোটরসাইকেল ছাড়া দ্রুত যাওয়া আসা অসম্ভব। নীতিমালায় বলা হয়েছে ভোট কক্ষে নির্বাচনী কর্মকর্তা, এজেন্ট বা ভোটারের সাক্ষাতকার নেয়া যাবে না এবং ভোট কক্ষের ভেতর থেকে সরাসরি সম্প্রচার করা যাবে না। সাংবাদিকরা ভোট গণনা দেখতে ও ছবি নিতে পারবেন কিন্তু সরাসরি সম্প্রচার করতে পারবেন না। ভোট কেন্দ্রে প্রবেশের পর প্রিজাইডিং অফিসারকে অবহিত করে ভোটগ্রহণ কার্যক্রমের তথ্য সংগ্রহ, ছবি তোলা ও ভিডিও ধারণ করা যাবে। সাংবাদিক মুকিমুল আহসান গত এক দশকে অসংখ্য নির্বাচন কাভার করেছেন। তিনি বলছেন, কোনো কেন্দ্রে ভোট চুরি বা কারচুপির খবর পেয়ে সাংবাদিকরা গেলে তথ্য সংগ্রহ বা ছবি তোলার অনুমতি নেয়ার জন্য তারা প্রিজাইডিং অফিসারকে কোথায় পাবে? তিনি তার কেন্দ্রের অনিয়মের খবর সংগ্রহের অনুমতি সাংবাদিকদের দেবেন? নীতিমালায় বলা হয়েছে ভোটকেন্দ্রের ভেতর থেকে কিংবা ভোট গণনার সময় সরাসরি সম্প্রচার করা যাবে না। আর একই সাথে দুইয়ের বেশি মিডিয়ার সাংবাদিক একই ভোট কক্ষে প্রবেশ করতে পারবে না এবং তারা দশ মিনিটের বেশি অবস্থান করতে পারবেন না। কমিশন বলছে তাদের এ নীতিমালা সংসদ, উপজেলা পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন এবং সব উপনির্বাচনের জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালের সংসদ নির্বাচনের আগে তখনকার নির্বাচন কমিশন সচিবের একটি বক্তব্য ব্যাপক সমালোচনা কুড়িয়েছিলো। পর্যবেক্ষকদের উদ্দেশ্যে দেয়া বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে পর্যবেক্ষণ করবেন। সেই বক্তব্যকে উদ্ধৃত করে মুকিমুল আহসান বলছেন নতুন নীতিমালার কারণে এবার সাংবাদিকদেরও 'মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে সব পর্যবেক্ষণ করতে হবে'। ডিবিসি টেলিভিশনের সম্পাদক জায়েদুল আহসান নির্বাচন কমিশনের নীতিমালাকে 'ছেলেমানুষী কার্যক্রম' হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন কমিশনের বরং এখন নির্বাচন কিভাবে অবাধ ও সুষ্ঠু করা যায় সেটি নিয়ে কাজ করা। সামনের সংসদ নির্বাচনের দিকে সবাই তাকিয়ে আছে। আর কমিশন ব্যস্ত কীভাবে সাংবাদিকদের নিয়ন্ত্রণে আনা যায়। অবিলম্বে এ নীতিমালা বাতিল করে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে একটি নীতিমালা করা উচিত কমিশনের, বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য দীর্ঘদিন ধরে সোচ্চার সংগঠন সুশাসনের জন্য নাগরিক বা সুজনের সভাপতি এম হাফিজউদ্দিন খান বলছেন নীতিমালায় গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য অতিমাত্রায় বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। সাংবাদিকরা দেখবে, শুনবে এবং কোথাও কোনো অনিয়ম হলে তুলে ধরবে যাতে কমিশন ব্যবস্থা নিতে পারে। অনিয়ম বা কারচুপির ঘটনার তথ্য সংগ্রহে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কাছ থেকে অনুমতি নেয়ার বিধান দুখূজনক। জনগণকে নির্বাচন বিষয়ে আস্থাবান করতে হলে গণমাধ্যমকে কাজের সুযোগ দিতে হবে, বলছিলেন তিনি। মি. খান বলেন, নির্বাচন কমিশনের ওপর জনগণের আস্থা তৈরির জন্যও গণমাধ্যমকে তার কাজ সঠিকভাবে করার সুযোগ দেয়া উচিত। সিইসি যা বললেন সিইসি কাজী হাবিবুল আউয়াল আজ বৃহস্পতিবার ঢাকায় নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের বলেছেন নীতিমালাটি নিয়ে যে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে তা নিয়ে তারা কমিশনে আজ আলোচনা করেছে।

রুডি গার্সিয়াকে রোনালদোর বার্তা, 'আপনার সঙ্গে কাজ করাটা ছিল আনন্দের'

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ রোনালদো আল নাসরে যোগ দেওয়ার কিছুদিন পর সৌদি আরবের ক্লাবটির কোচ রুডি গার্সিয়া বলেছিলেন, লিওনেল মেসিকেই নাকি তিনি দলে টানতে চেয়েছিলেন! গার্সিয়াকে কি এ মন্তব্যের মূল্য চুকাতে হলো? ফরাসি এই কোচ গতকাল আল নাসর থেকে বরখাস্ত হওয়ার পর ফুটবল বিশ্বে এমন একটা আলোচনা চলছে। রোনালদোর অবশ্য এসব কথায় কান দেওয়ার কথা নয়। রিয়াল মাদ্রিদ, জুভেন্টাস ও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সাবেক উইঙ্গার বরং গার্সিয়ার বিদায়ে তাঁর ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনা জানিয়ে বার্তা দিয়েছেন।

আল নাসর গার্সিয়াকে বরখাস্ত করার পর তাঁকে উদ্দেশ করে বার্তা দেওয়ার জন্য ইনস্টাগ্রাম বেছে নিয়েছেন রোনালদো। গার্সিয়ার সঙ্গে মাঠে হাত মেলানোর একটি ছবি দিয়ে সেখানে তিনি লিখেছেন, 'আপনার সঙ্গে কাজ করাটা ছিল আনন্দের। ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনা রইল।' সৌদি প্রোলিগের সর্বশেষ ম্যাচে পয়েন্ট তালিকার ১১তম স্থানে থাকা আল ফেইহার সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করার পর কোচ গার্সিয়াকে নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন রোনালদো। আল ফেইহার সঙ্গে আল নাসর ম্যাচটি ড্র করেছিল রোববার। এর দুই দিন পর গার্সিয়াকে বরখাস্তের ঘোষণা দেয় আল নাসর।

কোচ ছাঁটাইয়ে ঘোষণায় সৌদি আরবের ক্লাবটি বিবৃতিতে লিখেছে, 'পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে আল নাসর প্রধান কোচ রুডি গার্সিয়ার সরে যাওয়ার খবর নিশ্চিত করছে। বোর্ড ও আল নাসরের সবাই রুডি ও তাঁর স্টাফদের শেষ আট মাসের কাজের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছে।'

সম্প্রতি গার্সিয়ার বিকল্প হিসেবে এএস রোমার পর্তুগিজ কোচ জোসে মরিনিওর কোচ হয়ে আসার কথা শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু মরিনিওকে নয়, আল নাসর তাদের নতুন কোচ হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে ক্লাবের অনূর্ধ্ব১৯ দলের দায়িত্বে থাকা দিনকো জেলিচিচকে।

বাবর নয় শাহিনকে টিটোয়েন্টি অধিনায়ক চান আকিব জাভেদ

লাহোর (ওয়েবডেস্ক) ঃ বাবর আজমকে তিন সংস্করণেই অধিনায়ক করে রাখার বিরোধিতা আছে পাকিস্তান ক্রিকেটে। দেশটির অনেক সাবেক ক্রিকেটারই বাবরকে যেকোনো একটি বা দুটি সংস্করণে অধিনায়কত্ব ছাড়তে বলেছেন। বাবরের ওপর থেকে চাপ কমাতে কিংবা তাঁর ব্যাটিং ফর্ম ঠিক রাখতেই দাবিটা উঠেছে। পাকিস্তানের সাবেক পেসার ও ১৯৯২ বিশ্বকাপজয়ী দলের অন্যতম সদস্য আকিব জাভেদ পাকিস্তানের টিটোয়েন্টি দলের অধিনায়কের পদ থেকে সরিয়ে দিতে চান বাবরকে। তিনি তাঁর জায়গায় চান পেসার শাহিন শাহ আফ্রিদিকে। পাকিস্তানে ইংরেজি সংবাদমাধ্যম অবজারভারকে আকিব জাভেদ বলেছেন, 'টেস্ট ও ওয়ানডেতে পাকিস্তানের অধিনায়ক হিসেবে বাবর ঠিক আছে। টিটোয়েন্টির অধিনায়কত্ব দেওয়া উচিত শাহিন আফ্রিদিকে। এটা করা উচিত ২০২৪ টিটোয়েন্টি বিশ্বকাপ মাথায় রেখেই। সে ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলে। মনোভাবও অনেক ইতিবাচক।' পিএসএলের সর্বশেষ দুটি আসরে শিরোপা জিতেছে লাহোর কালান্দার্স। শাহিন নেতৃত্ব দিয়েছেন লাহোরের ফ্র্যাঞ্চাইজিটিকে। আকিব জাভেদ মনে করেন, শাহিন পিএসএলে অধিনায়ক হিসেবে যা যা করেছে, সেটি আর কেউই করতে পারেননি, 'সবচেয়ে বড় কথা শাহিন লাহোর কালান্দার্সকে অধিনায়ক হিসেবে দুটি পিএসএল জিতিয়েছে। সে অধিনায়ক হিসেবে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেয়। তার নেতৃত্বের ধরন খুবই আগ্রাসী।' শাহিনকে কেন পাকিস্তান টিটোয়েন্টি দলের অধিনায়কত্ব দেওয়া উচিত, সেটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন আকিব, 'বাবরের বদলে শাদাবকে টিটোয়েন্টির অধিনায়ক করা হলে কোনো লাভ নেই। খুব বেশি গুণগত বদল আসবে না। এমনকি রিজওয়ানকে আনলেও একই ব্যাপার। যদি সত্যিকারের গুণগত পরিবর্তন আনতে হয়, পাকিস্তান ক্রিকেট দলের টিটোয়েন্টি ক্রিকেট সংস্কৃতিতে বদল আনতে হয়, তাহলে অবশ্যই শাহিনের হাতে ২০ ওভারের ক্রিকেটে পাকিস্তান দলের অধিনায়কত্ব তুলে দিতে হবে। শাহিনই পাকিস্তান ক্রিকেট দলকে সঠিক পথে নিয়ে যেতে পারবে।'

সৌদি আরবের পরিকল্পনায় বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ক্রিকেট লিগ

রিয়াদঃ উপসাগরীয় অঞ্চলে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ক্রিকেট লিগ আয়োজনের কথা ভাবছে সৌদি আরব। অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যম সিডনি মর্নিং হেরাল্ড জানিয়েছে, সৌদি সরকারের প্রতিনিধিদল এ বিষয়ে আইপিএলের মালিকপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছেন। উপসাগরীয় অঞ্চলে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী টিটোয়েন্টি চালুর পরিকল্পনা থেকে আইপিএল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছে সৌদি সরকারের প্রতিনিধিদল।

বিভিন্ন দেশের সিনিয়র ক্রিকেট প্রশাসক, কোচ ও খেলোয়াড়েরা সিডনি মর্নিং হেরাল্ড ও দ্য এজকে বলেছেন, বছরখানেক আগেই দুই পক্ষের এ বিষয়ে অনানুষ্ঠানিক আলোচনার কথা তাঁরা জেনেছেন। তবে কেউই নিজেদের পরিচয় প্রকাশ করতে রাজি হননি।

ভারতের খেলোয়াড়েরা প্রস্তাবিত এ টুর্নামেন্টে অংশ নিতে পারবেন কি না, সে বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। বিসিসিআইয়ের নিয়ম অনুযায়ী, ভারতের কোনো ক্রিকেটার বিদেশের ফ্র্যাঞ্চাইজি টিটোয়েন্টিতে অংশ নিতে পারবেন না। আর যেকোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ আয়োজনে আইসিসি ও সদস্যদেশগুলোর অনুমোদনও লাগে।

আইসিসি চেয়ারম্যান গ্রেগ বার্কলে সৌদি আরবের ক্রিকেটে আগ্রহী হওয়ার খবরটি নিশ্চিত করেছেন। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় খেলাধুলায় বিনিয়োগ করছে সৌদি আরব সরকার। ২০৩০ বিশ্বকাপের যৌথ আয়োজক হতে আন্তর্জাতিকভাবে নিজেদের ইমেজ বাড়ানোর চেষ্টা করছে আরব দেশটি। বার্কলে মনে করেন, ওই অঞ্চলে ক্রিকেটের উন্নয়নে সৌদির লিগ আয়োজন হবে 'যৌক্তিক' পরবর্তী পদক্ষেপ, 'তারা অন্য যেসব খেলার সঙ্গে জড়িত, সেসব দেখে বোঝা যায়, ক্রিকেটটা আগ্রহ তৈরি করবে। খেলাধুলায় তারা যেভাবে এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে, তাতে ক্রিকেট সৌদি আরবের জন্য মানাসই হবে।

খেলাধুলায় তারা বিনিয়োগ করতে আগ্রহী এবং আঞ্চলিকভাবে তাদের অবস্থান যেমন, তাতে ক্রিকেটই সম্ভাবনাময়।'

সিডনি মর্নিং হেরাল্ড জানিয়েছে, ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতের জন্য পর্যটন আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হতে চায় সৌদি আরব। দেশটি আইসিসির সহযোগী সদস্য হলেও ভালো স্টেডিয়াম নেই ক্রিকেটের জন্য। গত মাসে আরব নিউজকে সৌদি আরব ক্রিকেট ফেডারেশনের চেয়ারম্যান প্রিন্স সৌদ বিন মিশাল আল সৌদ বলেছেন, 'আমরা টেকসই অবকাঠামো বানাতে চাই, যেন বৈশ্বিক ক্রিকেটের কেন্দ্রবিন্দু হয় সৌদি আরব।'

খেলাধুলায় বিপ্লব আনার চেষ্টা করছে সৌদি আরব। এরই মধ্যে ফর্মুলা ওয়ান আয়োজন করেছে দেশটি। তাদের সরকারি মালিকানাধীন একটি প্রতিষ্ঠান কিনেছে ইংল্যান্ডের ঐতিহ্যবাহী ক্লাব নিউক্যাসল ইউনাইটেড। ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর মতো মহাতারকা খেলছেন সৌদির ঘরোয়া লিগে। গুঞ্জন আছে, লিওনেল মেসিকেও নাকি বছরে চার হাজার কোটি টাকার লোভনীয় পারিশ্রমিকে কিনতে চায় সৌদির ক্লাব আল হিলাল। আর সৌদি সরকারি মালিকানাধীন তেলগ্যাসের প্রতিষ্ঠান আরামকোর সঙ্গে আইসিসি ও বিসিসিআইয়ের স্পনসর চুক্তিও আছে। গত ফেব্রুয়ারিতে আইপিএলের সঙ্গে পার্টনারশিপ চুক্তিও করেছে সৌদি পর্যটন কমিশন।

সিডনি মর্নিং হেরাল্ড জানিয়েছে, সাম্প্রতিক সময়ে সৌদি সরকারের প্রতিনিধিদলকে ভারতীয় ক্রিকেটে দেখা গেছে। ফ্র্যাঞ্চাইজি টিটোয়েন্টি লিগ আয়োজন নিয়ে সৌদি আরব যে পরিকল্পনা করছে, তা দেখে আইপিএলে দলগুলোর মালিক এবং বিসিসিআই নাকি বেশ চমকে গেছে। সৌদির পরিকল্পনার সঙ্গে টক্কর দিতে পারে নাকি একমাত্র আইপিএলই। গত বছর আরব আমিরাতে শুরু হয়েছে নতুন টিটোয়েন্টি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ (আইএলটি২০)। প্রচুর বিদেশি ক্রিকেটার সেখানে খেলেছেন।

তবে এ টুর্নামেন্ট নিয়ে বিতর্কও হয়েছে আইসিসির সদস্যদেশগুলোর মধ্যে। কারণ, আরব আমিরাতের ঘরোয়া ক্রিকেট অত শক্তিশালী নয়। এদিকে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ) প্রধান নিক হকলি জানিয়েছেন, ফ্র্যাঞ্চাইজি টিটোয়েন্টি টুর্নামেন্টগুলোর লক্ষ্য হলো ওই অঞ্চলে ক্রিকেটের আরও প্রসার ঘটানো। আর তাই ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের জন্য কিছু বিধিনিষেধও রয়েছে।

গত ফেব্রুয়ারিতে আইপিএলের সঙ্গে সৌদি পর্যটন কমিশনের চুক্তির পর বিসিসিআই সচিব জয় শাহ বলেছিলেন, 'সৌদি আরবে ক্রিকেট চালুতে এই পার্টনারশিপ দারুণ ভূমিকা রাখবে।'

পাকিস্তানের কিংবদন্তি পেসার ওয়াসিম আকরাম গত ফেব্রুয়ারিতেই সৌদি আরবে সফরে গিয়ে সেখানে ক্রিকেট লিগ চালু করা নিয়ে কথা বলেছেন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। পাকিস্তানের ক্রিকেটও নাকি সৌদি আরবের সঙ্গে হাত মেলাতে চায়। ওয়াসিম আকরাম তখন বলেছিলেন, 'প্রিন্সের সঙ্গে কথা বলো। আমরা ক্রিকেট নিয়ে কথা বলেছি এবং শিগগিরই এখানে সৌদি লিগ দেখতে চাই।'

আল নাসর কোচ হিসেবে রোনালদোর পছন্দ জিদান

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো পছন্দ করছিলেন না। আল নাসরের মাঠের পারফরম্যান্সও ভালো হচ্ছিল না, দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে আল নাসর কোচ রুডি গার্সিয়াকে সরে যেতেই হলো। খেলোয়াড়দের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হয়েছিল। সম্প্রতি সৌদি প্রোলিগে ১১তম স্থানে থাকা আল ফেইহার বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করে লিগ লড়াইয়ে বড় ধরনের ধাক্কা খেয়েছে আল নাসর। এর মধ্যেই কোচ সম্পর্কে রোনালদোর আপত্তি ব্যাপারটাকে আরও ত্বরান্বিত করেছে। বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে কোচ ছাঁটাইয়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে আল নাসর। গত জানুয়ারিতে আল নাসরে যোগ দেওয়ার পর আল ফেইহার বিপক্ষে ড্র করার পরই প্রথম প্রকাশ্যে আসে রোনালদোর সঙ্গে গার্সিয়ার দ্বন্দ্বের বিষয়টি। আপাতত ক্লাবের অনূর্ধ্ব১৯ দলের কোচ দিনকো জেলিচিচ গার্সিয়ার জায়গায় অন্তর্বর্তীকালীন দায়িত্ব পালন করবেন।

এদিকে পূর্ণ মেয়াদে আল নাসরের নতুন কোচ কে হবেন, এ নিয়ে আলোচনা চলছে। নাম এসেছে জোসে মরিনিও ও জিনেদিন জিদানের। নতুন কোচ নিয়োগের আলোচনায় রোনালদোর মতামতও গুরুত্বপূর্ণ এমনটাই জানাচ্ছে সংবাদমাধ্যম সিবিএস।

সিবিএসের তথ্যানুযায়ী, সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসর মরিনিও, জিদান দুজনের প্রতিই আগ্রহী। জিদানকে নাকি মৌখিক প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। রোনালদোর আগ্রহও যথেষ্ট। পর্তুগিজ তারকা খুব করে চান রিয়াল মাদ্রিদে তাঁর সাবেক কোচকে সৌদি আরবে নিয়ে আসতে।

এদিকে, ইংলিশ ক্লাব টটেনহামও জিদানকে কোচ হিসেবে চাইছে। আন্তোনিও কন্তের বিদায়ের পর তাদের কোচের পদটা এই মুহূর্তে খালি। চ্যাম্পিয়নস লিগের ইতিহাসে একমাত্র কোচ হিসেবে টানা তিনটি শিরোপা জেতানো জিদানের লক্ষ্য ছিল ফ্রান্স জাতীয় দলের কোচের পদই। কিন্তু ২০২২ বিশ্বকাপের ফাইনালিস্ট ফ্রান্স কোচের পদে দিদিয়ের দেশমকে ২০২৬ পর্যন্ত রেখে দিচ্ছে। এ ঘটনার সময়ই জিদানকে নিয়ে ফরাসি ফুটবলে তুলকালাম কম হয়নি। দিদিয়ের দেশমকে ২০২৬ পর্যন্ত ফ্রান্স জাতীয় দলের দায়িত্ব দেওয়ার পর আরএমসি স্পোর্টসকে একটি সাক্ষাৎকার দেন গ্রায়েত। সেখানে প্রধান কোচের অন্যতম দাবিদার জিনেদিন জিদানকে নিয়ে প্রশ্ন করা হলে বেশ কয়েকটি বিরূপ মন্তব্য করেন এফএফএফের প্রধান নোয়েল এল গ্রায়েত, যার একটি ছিল এ রকম, 'জিদান যদি আমাকে ফোন করত, তাহলে কী হতো?

ঘরে আপনি একা, কিন্তু মনে হয় কেউ হাঁটছে কী বলছে বিজ্ঞান?

কলকাতা ঃ এমন গাছমছমে অভিজ্ঞতা কি আপনার কখনও হয়েছে যে আপনি জানেন ঘরে আপনি একা কিন্তু মনে হচ্ছে ঘরে আর কেউ রয়েছে?

অনেক সময় এমন অভিজ্ঞতা আমরা স্বীকার করতে চাই না। ভাবি মনের ভুল! আবার এধরনের অশরীরী উপস্থিতি অনেক সময় অনেকের জন্য এমন বিশাল একটা অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে যে তারা ভাবে এটা কিছুতেই মনের ভুল হতে পারে না - এটা বাস্তব!

বিজ্ঞান বলছে এটা দু'য়ের মাঝামাঝি একটা কিছু। কিন্তু কী সেটা?

এই অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা দিয়ে বিশ্লেষণ না করা গেলে মানুষ এ ধরনের কথা বিশ্বাস করতে চায় না।

এখন গবেষণায় জানা গেছে এ ধরনের অশরীরী উপস্থিতির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা রয়েছে। বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন ইংল্যান্ডের ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. বেন অল্ডারসনডে।

বিষয়টি নিয়ে অন্যতম সবচেয়ে বড় একটি গবেষণা চালানো হয় সেই ১৮৯৪ সালে। সোসাইটি ফর সাইকিকাল রির্সাচ (এসপিআর) সেন্সাস অফ হ্যালুসিনেশন্স অর্থাৎ অলীক কিছু দেখা বা শোনার বিষয়ে তাদের এই জরিপের ফলাফল প্রকাশ করে, যে জরিপ চালানো হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ১৭ হাজারের বেশি মানুষের ওপর। কোন অশরীরী বা অলৌকিক কিছু এসে আগাম নোটিশ দিয়ে যাচ্ছে যে, একটা মৃত্যু ঘটতে চলেছে, আপাতদৃষ্টিতে অবাস্তব এমন অভিজ্ঞতা কত মানুষের জীবনে ঘটেছে তা জানাই ছিল এই জরিপের মূল লক্ষ্য।

ওই গবেষণা জরিপের ফলাফলে দেখা যায় অনেকে এধরনের অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন, এবং সংখ্যাটা উড়িয়ে দেবার মত নয়। (জরিপে প্রতি ৪৩ জনের মধ্যে একজন এমন অভিজ্ঞতার কথা বলেন)

এই সংস্থা থেকে এর আগে, ১৮৮৬ সালে, ভূত দেখার ওপর আরেকটি প্রকাশনা বের হয়, যেখানে সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম গ্ল্যাডস্টোন এবং কবি আলফ্রেড লর্ড টেনিসনেরও উল্লেখ ছিল। সেখানে ৭০১টি বিচিত্র ঘটনার কথা বলা হয়, যার মধ্যে ছিল টেলিপ্যাথি বা কোন ইন্দ্রিয় ব্যবহার না করে আরেকজনের মন পড়তে পারা, প্রিমোনিশন বা কিছু ঘটতে চলেছে আগে থেকেই তা জানা এবং এরকম আরও নানা ধরনের আপাত অবাস্তব বা অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার বিবরণ। যেমন, সেখানে ছিল ইংল্যান্ডের প্লিমাথ এলাকার ড্যাভেনপোর্ট শহরের একজন ধর্মযাজক পিএইচ নিউনহামের নিউজিল্যান্ড সফরে যাবার এক কাহিনি। যাত্রার আগের রাতে কোন এক অশরীরী তাকে বলেছিল পরদিন ভোরে ওই জাহাজে রওয়ানা না হতে।

পরে তিনি জানতে পারেন ওই জাহাজ ডুবে সব যাত্রী প্রাণে মারা যায়।

সেসময় এসপিআর প্রকাশিত প্রবন্ধটি সমালোচিত হয় এমন সব উদ্ভট, ভুতুড়ে আর অবৈজ্ঞানিক কাহিনিকে গুরুত্ব দেবার জন্য। এসপিআর পরে ১৮৯৪ সালে যে জরিপটি চালায় তা নিয়ে যদিও সেভাবে সমালোচনা বা সন্দেহ প্রকাশ করা হয়নি, কিন্তু অনেকে একথা বলতে ছাড়েনি যে জরিপে তারাই শুধু উত্তর দিয়েছে যারা মনে করে তাদের এমন অভিজ্ঞতা হয়েছে। অনেকে বলেছিল 'কার মাথা খারাপ হয়েছে যে এমন জরিপে সাড়া দেবে!'

কিন্তু এখনও বিশ্বের নানা প্রান্তে ঘরে ঘরে এধরনের অভিজ্ঞতার কথা শোনা যায়। ফলে আধুনিক বিজ্ঞান এখন বিষয়টা বুঝতে চেয়েছে এবং তার ব্যাখ্যা দিয়েছে। গবেষণা সংস্থা এসপিআর যেসব ঘটনার তথ্য সংগ্রহ করেছিল তার বেশিরভাগই ছিল মনস্তাত্ত্বিক পরিভাষায় 'হিপনোগগিয়া'। এটি হল পুরো ঘুমিয়ে পড়ার ঠিক আগের মানসিক মুহূর্ত অর্থাৎ জেগে থাকা আর ঘুম আসার মাঝের সময়কার অলীক বা অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার অনুভূতি।

উনবিংশ শতাব্দীর বেশ কিছু ধর্মীয় অভিজ্ঞতার কথা নথিবদ্ধ আছে যেগুলোর ভিত্তি মনে করা হয় হিপনোগগিয়া অবস্থায় দেখা স্বপ্নের অনুভূতি।

তবে অশরীরী কিছুর উপস্থিতির সঙ্গে জোরালো যোগাযোগ রয়েছে 'স্লিপ প্যারালিসিস'এর, যে অভিজ্ঞতা, মনস্তত্ত্ববিদরা বলেন, প্রায় ৭ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের জীবদ্দশায় অন্তত একবার ঘটে।

স্লিপ প্যারালিসিস হল ঘুমের সময়কার এমন একটা অবস্থা যখন আমাদের মাংসপেশিগুলোর নড়াচড়া থেমে যায়, সেগুলো নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, কিন্তু আমাদের মস্তিষ্ক থাকে সজাগ আর সক্রিয়। এটা এমন একটা অবস্থা যখন আপনি আসলে জেগে আছেন, কিন্তু নড়তে পারছেন না, কথা বলতে বা চোখ খুলতে পারছেন না। বিজ্ঞানীরা এখন বলছেন যাদের স্লিপ প্যারালিসিস হয়, তাদের মধ্যে ৫০ বলেন তাদের মনে হয় ঘরে কেউ আছে।

ভিক্টোরিয় যুগের যেসব অভিজ্ঞতার ঘটনা এসপিআর নথিবদ্ধ করেছিল সেগুলোর বেশিরভাগই ভয়ঙ্কর বা ক্ষতিকর ছিল না। বেশিরভাগই ছিল ভাল লাগার অভিজ্ঞতা। কিন্তু বর্তমানে স্লিপ প্যারালিসিসের যেসব অনুভূতির কথা শোনা গেছে সেগুলো ভয়ঙ্কর বা নৃশংস কিছু দেখার অভিজ্ঞতা। রাতে অশরীরী কিছুর উপস্থিতি নিয়ে পৃথিবীর নানা দেশে নানা বিশ্বাস প্রচলিত আছে। যেমন আমরা বলি ঘুমের মধ্যে ভূতে পাওয়া বা জিনে ধরা। পর্তুগালে বিশ্বাস আছে হাতে ফুটো কোন অপদেবতা স্বপ্নের মধ্যে বুকে চেপে বসে, পশ্চিম আফ্রিকার ইউরোবারা এই প্রক্রিয়াকে বলে ওগান অরু যা ঘুমের মধ্যে কোন ভূতের উপদ্রব। নাইজিরিয়ানদের বিশ্বাস ঘুমের মধ্যে অপঘাতে মৃত কেউ মানুষের শরীরে ভর করলে এমন অবস্থা হয়।

কিন্তু ঘুমের মধ্যে পেশি অচল হয়ে গেলে কারোর উপস্থিতি কেন মানুষ অনুভব করে?

কোন কোন গবেষক বলছেন এরকম পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে মানুষ যখন জেগে ওঠার চেষ্টা করে তখন মনের মধ্যে তারা বিশেষ একটা কিছুকে অবলম্বন করতে চায়। তাই তারা কিছু একটা দেখে বা শোনে।

স্লিপ প্যারালিসিস অনেকের জন্য বেশ ভয়ের একটা অভিজ্ঞতা।

ঘুম বিষয়ে গবেষক জে অ্যালেন চেইনি এবং টড জিরার্ড ২০০৭ সালে যুক্তি দেন যে ঘুমের মধ্যেকার প্যারালাইজড বা পেশির জড় অবস্থা থেকে যখন আমরা জাগি তখন আমরা একটা ভয়ের অবস্থায় থাকি আমাদের মন বলে কিছু একটা খারাপ ঘটবে। মনের ভেতরে একটা শূন্য অবস্থা তৈরি হয়।

এ অবস্থায় সেই শূন্য জায়গাতে একটা ছবি বা পরিস্থিতি তৈরির সুযোগ মস্তিষ্কে গড়ে ওঠে।

আরেকটা ব্যাখ্যায় বলা হচ্ছে এধরনের অশরীরী কিছুর অস্তিত্ব বা এধরনের অনুভূতি শুধু যে হিপনোগগিয়া অবস্থায় এবং ঘুমের মধ্যকার প্যারালিসিসের সময় হচ্ছে তাই নয়, এমনটাও দেখা গেছে যে পার্কিনসন এবং সাইকোসিস রোগে, মৃত্যুর মুখোমুখি পড়ার সময় এবং প্রিয়জনের মৃত্যুর পর মানুষের এমন অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা হয়েছে।

স্নায়বিক রোগের চিকিৎসায় ব্রেনকে উদ্দীপ্ত করার পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে যে শরীরকে নির্দেশ দিলে মন এরকম অশরীরী কিছুর উপস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে। যেমন, ২০০৬ সালে নিউরোলজিস্ট শাহার আর্জি এবং তার সহকর্মীরা এক পরীক্ষায় এক নারীর মস্তিষ্কের এক বিশেষ অংশে বৈদ্যুতিক কারেন্ট পাঠিয়ে তার সামনে একটি ছায়া মূর্তি সৃষ্টি করতে সক্ষম হন।

নারীটির শরীর যে অবস্থানে রয়েছে তার প্রতিবিম্ব হিসাবে আসে ওই ছায়ামূর্তি। ওই পরীক্ষায় দেখা যায় মস্তিষ্কের বিশেষ ওই অংশটি উদ্দীপিত হলে তা অনুভূতি ও শারীরিক অবয়ব তৈরি করতে পারে।

২০১৪ সালে পরপর চালানো কয়েকটি পরীক্ষায় আরও দেখা যায় যে, মানুষ তার ইন্দ্রিয় দিয়ে যা দেখার প্রত্যাশা করছে তা এমনকি সুস্থ মানুষের ক্ষেত্রেও বদলে দেয়া সম্ভব। যেমন গবেষকরা রোবট ব্যবহার করে তার চলাফেরার সাথে মানুষের চলাফেরায় সামঞ্জস্য তৈরি করে দেখেছেন, মানুষ যখন ওই রোবটের গতিবিধির সাথে একাত্ম হয়ে যায়, তখন হঠাৎ করে রোবটের চলাফেরায় সামান্য হেরফের ঘটালে মানুষ মনে করে রোবটটা তো ছিল। অর্থাৎ রোবট না থাকলেও মানুষ ধরে নেয় রোবট আছে যেটা হ্যালুসিনেশন মানসিক বিভ্রম।

এই গবেষকরা অশরীরী কিছুর দেখার প্রক্রিয়ার পেছনে এটাকেই যুক্তি হিসাবে তুলে ধরছেন। অর্থাৎ স্লিপ প্যারালিসিসের সময় আমাদের শরীর ও মস্তিষ্কের কাজ যেহেতু বিঘ্নিত হয় তার ফলে তৈরি হয় একটা হ্যালুসিনেশন আর সেটাই আমাদের চারপাশে - বিশেষ করে আমাদের পেছনে অশরীরী ছায়ার মত কিছুর উপস্থিতি তৈরি করে।

আমরা ভাবি ঘরে আর কেউ। কিন্তু ওই 'আর কেউ' আসলে আমরাই আমাদের মনের ফসল।

মনস্তত্ত্ববিদ ড. বেন অল্ডারসনডে তার এই গবেষণা নিবন্ধে বলেছেন ২০২২ সালে তার নিজস্ব গবেষণায় অশরীরীর উপস্থিতি নিয়ে তিনি রোগীদের দেয়া বিবরণ, আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার বিবরণ এবং খেলাধুলার জগতেও এধরনের অভিজ্ঞতার বর্ণনা তুলনা করে দেখেন। এই প্রতিটি ক্ষেত্রেই হ্যালুসিনেশন বা কিছু দেখার অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি দেখেন সবগুলো ক্ষেত্রেই অভিজ্ঞতার বেশ কিছু মিল রয়েছে। যেমন, সব ক্ষেত্রেই যাদের এই অভিজ্ঞতা হয়েছে তারা কারোর উপস্থিতি অনুভব করেছেন তাদের একেবারে পেছনে। তিনটি গোষ্ঠির মানুষই এই 'দেখা'কে ঘুমের সাথে সম্পর্কিত বলে বর্ণনা করেছেন। তারা আরও বলেছেন মানসিক আবেগের মুহূর্তে এই 'দেখা'র ঘটনা ঘটেছে যেমন দুঃখের মুহূর্তে বা প্রিয়জনের মৃত্যুর সময়। যদিও অশরীরীর উপস্থিতি মানুষ অনুভব করে এসেছে আজ বহু শতাব্দী ধরে, কিন্তু এনিয়ে যথাযথ বৈজ্ঞানিক গবেষণা সবে শুরু হয়েছে। আরও বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয়ত আমাদের সাধারণ কোন একটা ব্যাখ্যা দেবে অথবা কেন কেউ কেউ ঘরের মধ্যে অশরীরী কারোর উপস্থিতি টের পান সে বিষয়ে আসবে নতুন নতুন একাধিক তত্ত্ব। আপাতত বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে নিশ্চিত যে মানুষ ভূত দেখার যেসব কাহিনি বলে, তারা মৃত মানুষের অশরীরী প্রেতাত্মা নয়, তারা জিনভূত নয়। তারা মানুষের মস্তিষ্কের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে অবচেতন থেকে উঠে আসা কিছু ছবি। দ্য কনভারসেশন নামে এক গবেষণা ওয়েবসাইটে ড. বেন অল্ডারসনডের গবেষণা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে এই রিপোর্ট।

পয়লা বৈশাখ উদযাপনের রীতি যেভাবে বদলেছে

ঢাকা ঃ অতীতের ভুলত্রুটি ও ব্যর্থতার গ্লানি ভুলে নতুন করে সুখশান্তি আর সমৃদ্ধির প্রত্যাশায় বর্তমানে যেভাবে বাংলা নববর্ষ উদযাপিত হয়, ইতিহাসবিদরা বলছেন, সবসময়ই এই রূপে বর্ষবরণ করা হতো না। বরং কাল পরিবর্তনের সাথে সাথে বর্ষবরণের আনুষ্ঠানিকতায় নানা পরিবর্তন এসেছে।

তারা বলছেন, মুঘল সম্রাট আকবরের শাসনামলে বাংলা সন গণনা শুরু হওয়ার পর খাজনা আদায়ের পর যে উৎসব থেকে বর্ষবরণের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়েছিল তা সময়ের সাথে সাথে বিবর্তিত হয়ে বর্তমান রূপ লাভ করেছে। এই ধারাবাহিকতায় কখনো আগের বিভিন্ন নিয়ম বাদ দেয়া হয়েছে, আবার কখনো নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে এই উৎসবের সাথে। ধীরে ধীরে বাঙালি সংস্কৃতি আর রাজনীতির সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িয়ে গেছে এই উৎসব। ইতিহাসবিদ মুনতাসীর মামুন বলেন, বিভিন্ন সময়ে বাংলা নববর্ষ উদযাপন বাঙালির প্রতিবাদের ভাষা হয়েও উঠেছে। বিশেষ করে ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর আইয়ুব খানের আমল এবং আশির দশকের শেষের দিকে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা ছিল বর্ষবরণের আনুষ্ঠানিকতা।

প্রশ্ন আসে যে, নববর্ষের উদযাপন আসলে কখন শুরু হয়েছিল আর এটি কিভাবেই বা পরিবর্তিত হয়েছে। বেশিরভাগ ইতিহাসবিদ মোটামুটি একমত যে, ১৫৫৬ সালে মুঘল সম্রাট জালালুদ্দিন মোহাম্মদ আকবরের শাসনামল থেকে বাংলা নববর্ষ উদযাপন শুরু হয়েছিল। যদিও বাংলা সন শুরু হয়েছিল আরো পরে, কিন্তু এটি সম্রাট আকবরের সিংহাসনে আরোহনের সময় থেকেই কার্যকর বলে ধরা হয়। তবে শুরুতে এটি বর্ষবরণ ছিল না। বর্ষবরণের আনুষ্ঠানিকতা পরে যোগ করা হয়।

বাংলাদেশের জাতীয় জ্ঞানকোষ বাংলাপিডিয়ার তথ্য বলছে, সম্রাট আকবর তার রাজত্বে খাজনা তোলার প্রক্রিয়া সহজ করতে ১৫৮৪ সালের ১০ বা ১১ই মার্চ বাংলা সন প্রবর্তন করেন। নতুন সনটির নাম দেয়া হয়েছিল 'ফসলি সন' পরে যা বঙ্গাব্দ নামে পরিচিতি পায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. মীজানুর রহমান ২০২২ সালে তার এক লেখায় উল্লেখ করেছেন, বাংলা সন প্রবর্তনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল তৎকালীন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ও চিন্তাবিদ ফতেউল্লাহ সিরাজীকে। তিনি সৌর সন ও আরবী হিজরী সনের উপর ভিত্তি করে বাংলা সন ও তারিখ নির্ধারণ করেন। আর এই ক্যালেন্ডার বা পঞ্জিকার নাম দেয়া হয় তারিখ'ই'এলাহী। এই পুরো কাজটি করা হয়েছিল ফসল উৎপাদনের ঋতুচক্রের সাথে সামঞ্জস্য রেখে যাতে ফসল উঠার সময়টাতেই খাজনা আদায় করা যায়।

এর ধারাবাহিকতায় বাংলার কৃষকরা চৈত্রমাসের শেষদিন পর্যন্ত জমিদার, তালুকদার এবং অন্যান্য ভূস্বামীর খাজনা পরিশোধ করতো। এর পরের দিন অর্থাৎ বৈশাখ মাসের প্রথম দিন ভূস্বামীরা তাদের মিষ্টিমুখ করাতেন। এ উপলক্ষ্যে তখন মেলা বসতো। আয়োজন করা হতো আরো নানা অনুষ্ঠানের।

মি. রহমান তার লেখায় বলেন, সম্রাট আকবরের অনুকরণে সুবেদার ইসলাম চিশতি তার বাসভবনের সামনে প্রজাদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ ও বৈশাখী উৎসব পালন করতেন। এই উপলক্ষ্যে খাজনা আদায় ও হিসাব নিকাশের পাশাপাশি মেলায় গানবাজনা, গরুমোষের লড়াই, কাবাডি খেলা হতো।

বাংলাপিডিয়া বলছে, আগে নববর্ষের মূল উৎসব ছিল হালখাতা। এটি পুরোটাই অর্থনৈতিক এবং গ্রামেগঞ্জে ব্যবসায়ীরা নতুন বছরের শুরুর দিনে তাদের পুরনো হিসাবনিকাশ সম্পন্ন করে হিসাবের নতুন খাতা খুলতেন। এ উপলক্ষ্যে তারা তাদের নতুনপুরনো খদ্দেরদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়ে মিষ্টি মুখ করাতেন। এই আমন্ত্রণ গ্রহন করতে এসে অনেক খদ্দের তাদের পুরনো দেনার পুরোটা বা কিছু অংশ শোধ করে নতুন খাতায় হিসাব হালনাগাদ করতেন।

অতীতের তুলনায় এই আনুষ্ঠানিকতা বেশ কমে গেছে। তবে এখনো কোথাও কোথাও পহেলা বৈশাখে হালখাতার চল চোখে পড়ে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক এবং কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর বলেন, বাঙালি সংস্কৃতির সাথে জড়িত একটি বিষয় ছিল বিদায় বা বর্ষ বিদায়। আর এর জন্য প্রতিমাসের শেষে একটি সংক্রান্তি পালন করার রীতিও বহু বছর আগে থেকেই চালু ছিল। বাংলা মাসের নামকরণ করা হয়েছিল নক্ষত্র অনুযায়ী। নববর্ষে চৈত্র মাস বা চিত্রা নক্ষত্র থেকে বৈশাখ বা বিশাখা নক্ষত্রে গমন বা সংক্রমণই হচ্ছে চৈত্র সংক্রান্তি। প্রতি মাসেই এই সংক্রমণ ঘটে। যেমন বাঙালি সংস্কৃতিতে পৌষ সংক্রান্তি এখনো উদযাপন করা হয়। কিন্তু প্রতি মাসে সব সংক্রান্তি পালন করাটা বাঙালিদের জন্য ঝামেলার হয়ে যায় অর্থনৈতিক কারণে। যেমন কার্তিক মাসে কার্তিক সংক্রান্তি পালন করা হতো না কারণ ওই সময় অভাব থাকতো। সবচেয়ে বেশি চৈত্র সংক্রান্তি পালন করা হয়েছে যেহেতু এ সময় পুরো একটি বছর শেষ হয়ে গিয়ে নতুন একটি বছর আসে, তাই। এই চৈত্র সংক্রান্তি উদযাপনের রীতি বাংলা বর্ষপঞ্জি শুরু হওয়ার অব্যাবহিত পর থেকেই শুরু হয় বলে জানান মি. শেখর। তিনি বলেন, এই চৈত্র সংক্রান্তিকে কেন্দ্র করে যে মেলা হতো, এবং তাতে জনগণের যে অংশগ্রহণ হতো তা চৈত্র মাসের শেষ দিন ছাপিয়ে পরের বৈশাখ মাস বা পরের বছরের প্রথম দিনগুলোতেও থাকতো। চৈত্র সংক্রান্তির এই মেলাকে মূলত সর্বজনীন লোকজ মেলা বলা হতো। স্থানীয় কৃষিজাত পণ্য, কারুপণ্য, হস্ত ও মৃত শিল্প, কুটির শিল্পজাত সামগ্রী, লোকজ খাবার যেমন চিড়া, মুড়ি, খৈ, বাতাসা, বিভিন্ন রকমের মিষ্টি ছিল এসব মেলার মূল আকর্ষণ। এছাড়া বিনোদনের অংশ হিসেবে থাকতো যাত্রা, পালাগান, কবিগান, জারিগান, গম্ভীরা গান, গাজীর গান ইত্যাদি। তবে সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে মেলারও পরিবর্তন ঘটে। বর্তমানে শহর বা গ্রামাঞ্চলে চৈত্র সংক্রান্তির মেলার পাশাপাশি বৈশাখী মেলা অনুষ্ঠিত হয়। চৈত্র সংক্রান্তির মেলা বা বৈশাখের আনুষ্ঠানিকতা মুঘল আমলে সম্রাট আকবরের শাসনামল থেকে শুরু হয়েছে বলেই ধারণা প্রচলিত আছে। মুসলিম শাসনের ৫০০ বছর থেকেই এটি শুরু হয়েছে। এরপরের ইংরেজ আমলের পৌনে দুইশ বছরে সংক্রান্তি থেকে নববর্ষের দিকে উদযাপিত হয়েছে, তারপরে পাকিস্তান আমলের ২৩ বছরে এটি সাংস্কৃতিক হাতিয়ার হয়ে উঠেছে এবং সেখানে ম্লান হয়ে গেছে চৈত্র সংক্রান্তি, পয়লা বৈশাখই উদযাপনটিই মুখ্য হয়ে উঠেছে।

অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর বলেন, বাঙালিদের মধ্যে পহেলা বৈশাখ উদযাপন আসে বা এটি ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্যতা পায় ইংরেজদের শাসনামলে। সেসময় এই উদযাপন অনেকটা 'প্রতিক্রিয়াজাতও' ছিল বলে মনে করেন তিনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের এই শিক্ষক বলেন, ইংরেজ শাসনামলে তারা ইংরেজি নববর্ষ খুব ঘটা করে উদযাপন করতো। আর এর প্রতিক্রিয়ায় তৎকালীন ভারতবর্ষের বাঙালিসহ অন্য যে জাতিগোষ্ঠী ছিল তারাও ইংরেজি বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের বিপরীতে তাদের নিজস্ব বর্ষ উদযাপন শুরু করে। এই সূত্রেই চারিদিকে বাংলা নববর্ষ বা পহেলা বৈশাখ উদযাপন শুরু হয়। এই উদযাপনকে কেন্দ্র করে নানা রকমের গান লেখা হয়। একে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে পোশাক পরিচ্ছদ থেকে শুরু করে খাদ্যভাসেও নতুন একটি দিক যোগ হয়। বাংলাপিডিয়ার তথ্য অনুযায়ী, নববর্ষে ঘরে ঘরে আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং প্রতিবেশীরা পরস্পরের বাড়িতে বেড়াতে যেতেন। এছাড়া মিষ্টিপিঠাপায়েসসহ নানা রকম লোকজ খাবার তৈরির ধুম পড়ে যেতো। চলতো নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময়। বর্তমান সময়েও শুভেচ্ছা বিনিময়ের আনুষ্ঠানিকতা প্রচলিত আছে। ইংরেজ শাসনামলে বা কলোনিয়াল ভারতের মধ্যে বাংলা নববর্ষ ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নববর্ষ উদযাপনের জন্য শান্তিনিকেতনে ব্যাপক আয়োজন করতে থাকেন। অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর বলেন, সেসময়ই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পহেলা বৈশাখে বর্ষবরণ নিয়ে কয়েকটি গান রচনা করেন। আর তার রচিত গানগুলোর মধ্যে একটি এসো হে বৈশাখ এসো এসো গানটি পহেলা বৈশাখ উদযাপনের সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িয়ে যায়।

ব্রিটিশ আমলের পর পাকিস্তান আমলে পহেলা বৈশাখ উদযাপন মূলত পাকিস্তানি স্বৈরশাসকদের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কারণ সেসময় আইয়ুব খানের সরকার বাঙালিদের নববর্ষ উদযাপনে বাধা দেয়, বাঙালি মনীষীদের জন্মদিন বা রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ উদযাপন নিষিদ্ধ করা, কাজী নজরুল ইসলামের বিভিন্ন লেখাকে কাটছাট করা বা তার লেখাকে সাম্প্রদায়িকীকরণ করা হয়। এর প্রতিবাদে বাঙালিরা তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিশেষ করে বাংলা নববর্ষকে সামনে রেখে প্রতিবছর একত্রিত হওয়া শুরু করলো। এর ধারাবাহিকতায় জন্ম হয় ছায়ানটের। আর এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিবছর রমনা বটমূলে রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়ে বর্ষবরণের আয়োজন করতে থাকে। সৌমিত্র শেখর বলেন, এই বর্ষবরণের আয়োজনগুলো শুরুতে অনাড়ম্বরপূর্ণই ছিল। ধীরে ধীরে এর সাথে অন্যান্য বিষয়যুক্ত হয়ে সেটি আড়ম্বরপূর্ণ হয়ে উঠে। এই সংযুক্তির পালাবদলে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আশির দশকের শেষের দিকে স্বৈরশাসনের সময়ও পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠান প্রতিবাদের ভাষা ছিল বলেও মনে করেন তিনি। কারণ এই সময়ে এসেই অর্থাৎ ১৯৮৯ সালে পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানে যোগ হয় মঙ্গল শোভাযাত্রা। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে গিয়ে আমরা পৌঁছেছি,বলেন তিনি। মঙ্গল শোভাযাত্রা শুরু করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইন্সটিটিউটের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। তারা নিজেদের কাজ এবং চিন্তাকে সামনে নিয়ে রাস্তায় নেমে আসে অশুভের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে। অশুভের বিরুদ্ধে যে প্রতীকগুলো বাঙালিরা সংস্কৃতিগত দিক থেকে বা সাংস্কৃতিক মিথস্ক্রিয়া থেকে ধারণ করে থাকে সেই প্রতীকগুলোকে তারা সামনে নিয়ে আসে বলে জানান তিনি। এটি একটি প্রতীকি প্রতিবাদ বলা চলে,বলেন মি. শেখর। তিনি বলেন, দেশে যখন সামরিক স্বৈরাচার, নানা রকমের ভয়ভীতি, মৌলবাদ ধর্মান্ধতা এগুলোর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক স্লোগান না দিয়ে, সাংস্কৃতিকভাবে তারা প্রতিবাদ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় পহেলা বৈশাখ ও মঙ্গল শোভাযাত্রা একীভূত হয়ে গেছে। এই শোভাযাত্রায় যেসব উপাদান প্রদর্শিত হয় সেগুলো বাঙালি সংস্কৃতির সাথে আগেই ছিল এবং এগুলো সেখান থেকেই নেয়া হয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম টেপাপুতুল, ঘুড়ি ইত্যাদি। পয়লা বৈশাখের খাদ্যাভ্যাসের মধ্যে ছিল ভাল খাবার খাওয়া, যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত ছিল মাছ, মাংস, পোলাও। সৌমিত্র শেখর বলেন, বাঙালি মনস্তত্ত্বে এটা ঢুকে যায় যে, পহেলা বৈশাখ বা বছরের প্রথম দিনে যদি ভালো খাবার খাওয়া হয়, ভাল পোশাক পরা হয় এবং মিথ্যা না বলা হয় তাহলে পুরো বছরজুড়েই ভাল পোশাক, ভাল খাবার পাওয়া যাবে, বলতে বা শুনতে হবে না মিথ্যাও। এই রকম সৎ এবং শুভর চর্চা হবে। তিনি বলেন, ওই সময়ে কারো যাদের সাধ্য কম থাকতো বা যারা দরিদ্র ছিল তারা অন্তত গরম ভাত খেতো। আর গরম ভাতের সাথে থাকতো মৌরালা মাছ বা মলা মাছ।

সড়ক দুর্ঘটনার তথ্য প্রকাশে বেসরকারি সংস্থাগুলোর উপর সরকারের কড়াকড়ি

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ সড়ক দুর্ঘটনা ও হতাহতের তথ্য প্রকাশের আগে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানোর জন্য চারটি বেসরকারি সংস্থাকে সম্প্রতি চিঠি দিয়েছে বাংলাদেশের সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ বা বিআরটিএ। নিরাপদ সড়ক চাই, বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতি, রোড সেফটি ফাউন্ডেশন এবং সেভ দ্য রোড এই চারটি বেসরকারি সংস্থা সড়ক দুর্ঘটনা ও হতাহতের বার্ষিক ও মাসিক তথ্য প্রকাশ করে আসছে। বিআরটিএ বলছে, এসব পরিসংখ্যানে দুর্ঘটনা ও হতাহতের সংখ্যা বাড়িয়ে প্রকাশ করে 'জনমনে বিভ্রান্তি' সৃষ্টি করা হচ্ছে। উল্টোদিকে বেশিরভাগ বেসরকারি সংস্থার দাবি সরকার সড়ককে নিরাপদ দেখাতে তাদের পরিসংখ্যানকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। গত ১১ই মার্চ ইস্যুকৃত ওই

চিঠিতে মূলত দুটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানের গড়মিল তুলে ধরা হয়। রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, চলতি বছরের মার্চে ৪৮৬টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৫৬৪ জন নিহত এবং ১০৯৭ জন আহত হয়েছেন। পক্ষান্তরে যাত্রী কল্যাণ সমিতির পরিসংখ্যানে একই সময়ে ৪৮৭টি সড়ক দুর্ঘটনা, ৫৩৮ জন নিহত এবং ১১৩৮ জন আহত হয়েছেন। বিআরটিএ বলছে রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের প্রকাশিত সড়ক দুর্ঘটনার পরিসংখ্যান যাচাইবাছাই করা হয়েছে। বিআরটিএর দাবি হচ্ছে, ওই সময়ের মধ্যে ৩২২টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৪৬০জন নিহত এবং ১০২৮ জন আহত হয়েছেন।

বাংলা বছরের শেষেশিবের গাজন আর চড়ক পূজায় মাতোয়ারা সারা বাংলা

নির্মাল্য গাঙ্গুলী

দুর্গাপুর ঃ বাঙালীর বারো মাসে তের পার্বণ।আর আজ চৈত্র সংক্রান্তির দিন বাঙালীর বছরের শেষ উৎিসব ¯ গাজন আর চড়ক পূজা। এই উৎসওবটি মূলত শিব, নীল, মনসা, ধর্ম ঠাকুরের পুজাকে কেন্দ্র করে গ্রাম বাংলায় আজও নিয়ম করে পালিত হচ্ছে। এই উৎসবের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল মেলা। সন্ন্যাসীরা মাসখানেক গাজন উৎসবব পালন করেন। তাঁরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে ভিক্ষা গ্রহন করে থাকেন।

গাজন বহুল প্রচলিত একটি হিন্দু লোকউৎসব। মালদহে গাজনের নাম গম্ভীরা, জলপাইগুড়িতে গমীরা। বাংলা পঞ্জিকার চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহ জুড়ে সন্ন্যাসী বা ভক্তদের মাধ্যমে মহাদেব শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক পূজার সঙ্গে এই উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। ধর্মের গাজন সাধারণত বৈশাখ, জৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে পালিত হয়। চৈত্রমাস ছাড়া বছরের অন্যসময় শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হলে তাকে 'হুজুগে গাজন' বলা হয়। গাজন সাধারণত তিনদিন ধরে চলে। এই উৎসবের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল মেলা।

এখন গ্রাম বাংলার দিকে দিকে গাজন পালিত হচ্ছে বাঙালির ঐতিহ্যে এই গাজন উৎসনব। গাজনের সন্ন্যাসী বা ভক্তরা নিজেদের শরীরকে বিভিন্ন উপায়ে যন্ত্রনা দিয়ে কৃচ্ছ্রসাধনের মাধ্যমে ইষ্ট দেবতাকে সন্তোষ প্রদানের চেষ্টা করেন। গাজন উপলক্ষ্যে তারা শোভাযাত্রা সহকারে দেবতার মন্দিরে যান। শিবের গাজনে দু'জন সন্ন্যাসী শিব ও গৌরী সেজে এবং অন্যান্যরা নন্দী, ভৃঙ্গী, ভূতপ্রেত, দৈত্যদানব প্রভৃতির সং সেজে নৃত্য করতে থাকেন। শিবের নানা লৌকিক ছড়া আবৃত্তি ও গান করা হয়। চৈত্রসংক্রান্তির গাজনে কালী নাচ একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান। ধর্মের গাজনের বিশেষ অঙ্গ হল নরমুণ্ড বা গলিত শব নিয়ে নৃত্য বা মড়াখেলা (কালিকা পাতারি নাচ)। জৈষ্ঠমাসে মনসার গাজনে মহিলা সন্ন্যাসী বা ভক্ত্যারা অংশ নেয়, তারা চড়কের সন্ন্যাসীদের মতোই অনুষ্ঠান পালন করে।

গাজন' কথাটি এসেছে 'গর্জন' শব্দ থেকে। আবার কেউ বলে থাকেন গা এসেছে গ্রাম থেকে, জন এসেছে জনগণ থেকে ¯ তাই আপামর জনসাধারনের এই উৎসাব গাজন। গাজন সন্ন্যাসীরা জোরে জোরে গর্জন করেন। 'দেবাদিদেব মহাদেবের জয়', 'জয় বাবা বুড়ো শিবের জয়', 'ভাল বাবা শিবের চরণের সেবা লাগে' ইত্যাদি ধ্বনি দিয়ে। শিব ঠাকুরের জয়ধ্বনিতে মুখর হয় গ্রামের আকাশ বাতাস। আর একটি মত হল'গা' বলতে গ্রামকে বোঝায়। আর 'জন' বলতে বোঝায় জনসাধারণ। গ্রামীণ জনসাধারণের উৎসব তাই নাম হয় 'গাজন। জনশ্রুতি হল গাজন উৎসবের দিন শিবের সঙ্গে। কালীর বিবাহ হয়। আর গাজন সন্ন্যাসীরা হলেন। বরপক্ষ। চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়কপুজোর উৎসবের সঙ্গে শিবের গাজন শেষ হয়। আর ধর্মের গাজন অনুষ্ঠিত হয় বৈশাখী বুদ্ধপূর্ণিমায়। অনেক সময় জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় পূর্ণিমায় ধর্মের গাজন হয়। গাজন উৎসব উপলক্ষে মেলা বসে।

পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে শিবের উপাসক বাণ রাজা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়ে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করার জন্য নিজের গায়ের রক্ত দিয়ে নৃত্যগীত পরিবেশন করেছিলেন। তাই শৈব সম্প্রদায়ের ভক্তগণ শিবের প্রীতির জন্য আত্মনির্যাতন করে গাজন উৎসবের আয়োজন করেন। আগে সমাজের পতিত ব্রাহ্মণেরা গাজন। পুজো করতেন। এই পূজার বিশেষত্ব হল কুমীর পুজো, জ্বলন্ত কয়লার ওপর খালি পায়ে হাঁটা, কাঁটা, বঁটির ওপর ঝাঁপ দেওয়া। সর্বাঙ্গে বাণ ফোঁড়া, চড়ক গাছে ঝোলা ইত্যাদি।

পেন্টাগনের নথি ফাঁসের অভিযোগে আটক হওয়া যুবকের পরিচয় কী?

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ আমেরিকার প্রতিরক্ষা বিভাগের সদর দপ্তর পেন্টাগনের গোপন তথ্য ফাঁস করার অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রের এয়ার ন্যাশনাল গার্ডের একুশ বছর বয়সী এক সদস্যকে আটক করা হয়েছে। জ্যাক টেইক্সেইরার বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো তিনি অনলাইন গেমের একটি চ্যাটরুমে গোপন ফাইলগুলো শেয়ার করেছিলেন।

মি. টেইক্সেইরার ম্যাসাচুসেটসের বাসভবন ঘেরাও করে তাকে আটক করতে গেছে ভিডিও ফুটেজে। তিনি যেসব গোয়েন্দা প্রতিবেদন ফাঁস করেছেন সেগুলো ইউক্রেন যুদ্ধ এবং মিত্রদের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নজরদারির বিষয়ে।

ওই যুবককে আটকের ভিডিওতে দেখা গেছে, বোস্টন থেকে প্রায় এক ঘণ্টার দূরত্বে একটি শহরে বাড়ির পেছনে তিনি হাঁটছিলেন। এফবিআই কর্মকর্তাদের দেখে দু'হাত তোলেন তিনি। পরে কর্মকর্তারা হ্যান্ডকাপ পরিয়ে তাকে নিয়ে যান।

এ সময় ওই এলাকার রাস্তাঘাট বন্ধ করে দিয়েছিলো পুলিশ কর্মকর্তারা। স্থানীয় বাসিন্দাদের একজন ডিক ট্রেসি বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেছেন, ছয় থেকে সাতজন সেনা সদস্যকে সশস্ত্র অবস্থায় হাঁটতে দেখেছেন তিনি।

এটা খুব শান্ত একটি এলাকা, বলছিলেন তিনি। ধারণা করা হচ্ছে শুক্রবারই মিস্টার টেইক্সেইরাকে আদালতে দেখা যাবে। তিনি ম্যাসাচুসেটস এয়ার ন্যাশনাল গার্ডের গোয়েন্দা ইউনিটের একজন সদস্য।

সিবিএস নিউজের তথ্য অনুযায়ী তিনি ২০১৯ সালে চাকুরীতে যোগ দেন। তার অফিশিয়াল পদবি হলো সাইবার ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম জার্নিম্যান এবং তিনি জুনিয়র পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা।

বৃহস্পতিবার তাকে আটকের পর যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি জেনারেল মেরিক গারল্যান্ড বলেছেন, কোনো দুর্ঘটনা ছাড়াই সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে নিরাপত্তা হেফাজতে নেয়া হয়েছে।

তবে তিনি এ বিষয়ে বিস্তারিত আর কিছু বলেননি। আলাদা সংবাদ সম্মেলনে ডিফেন্স বিভাগের মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল প্যাট রাইডার বলেছেন, এই পেন্টাগনের নথি ফাঁসের ঘটনা একটি 'ইচ্ছাকৃত অপরাধমূলক কাজ'।

কিন্তু একজন তরুণ এয়ারম্যান কীভাবে এ ধরনের গোয়েন্দা প্রতিবেদনে প্রবেশাধিকার পেলো এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীতে এর সদস্যরা অল্প বয়স থেকেই অনেক দায়িত্বের জন্য বিশ্বস্ত হয়ে থাকেন।

একজন প্লাটুন সার্জেন্ট এর কথাই ধরুন। যুদ্ধের সময় একটি দলকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার কাজ এসব ব্যক্তির ওপর দেয়া হয় দায়িত্বশীলতা ও বিশ্বাস থেকে।

মি. টেইক্সেইরার সাথে স্কুলে গিয়েছেন ২২ বছর বয়সী এডি সৌজা। রয়টার্সকে তিনি বলেছেন তারে সাবেক সহপাঠীর খবর শুনে তিনি অবাক হয়েছেন।

সে অত্যন্ত ভালো ছেলে। কোনো সমস্যা করতো না। একেবারেই শান্ত একজন মানুষ, বলছিলেন তিনি। মনে হচ্ছে এটি একটি স্টুপিড বাচ্চার ভুল কাজ।

কয়েক মাস আগেই কমপক্ষে ৫০ থেকে শুরু করে একশর বেশি গোপনীয় প্রতিবেদন ডিসকর্ড নামক সামাজিক মাধ্যমে দেয়া হয়। এটি গেমারদের কাছে খুবই জনপ্রিয় মাধ্যম।

বিবিসি কিছু ডকুমেন্ট পরীক্ষা করেছে। সেখানে ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে গোয়েন্দা প্রতিবেদন ছাড়াও অন্য কিছু দেশ সম্পর্কে স্পর্শকাতর তথ্য ছিলো।

যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের হাউজ ইন্টেলিজেন্স কমিটির চেয়ারম্যান রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান মাইক টার্নার বলেছেন, তার কমিটি এটি খতিয়ে দেখবে যে কেন এটি ঘটল এবং কেন কয়েক সপ্তাহ এটি কারও নজরে এলো না। একই সাথে এ ধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি কীভাবে রোধ করা যায় সেটিও তারা দেখবেন।

নথিগুলো যে চ্যাটরুমে ফাঁস হয়েছে তার একজন সদস্যের সাক্ষাৎকার বুধবার ওয়াশিংটন পোস্ট প্রকাশ করে।

তিনি ফাঁসকারীকে একজন তরুণ এবং ক্যারিশম্যাটিক ও বন্দুক নিয়ে উচ্ছ্বসিত বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বিশ বছর বয়সী ব্যক্তি সামরিক ঘাঁটিতে কাজ করেন। ওই পোস্টে বলা হয়, ওই ব্যক্তি ডিসকর্ড চ্যাটরুমের দলনেতা। দু'ডজন সদস্যের দলটি মেমে, অফেন্সিভ জোকস ও চ্যাট ছাড়াও দলবদ্ধ ভাবে প্রার্থনা করে ও সিনেমা দেখে।

এ দলটিতে রাশিয়া, ইউক্রেন ছাড়াও ইউরোপ, এশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার লোকজন আছে।

শুরুতে ফাঁস হওয়া নথিগুলো একটি ছোটো চ্যাটরুমে দেয়া হয়। তবে মার্চের শুরুতে এগুলো ডিসকর্ড সার্ভারগুলোতে চলে আসে । যার মধ্যে একটি গেমের জন্য আরেকটি একজন ফিলিপিনো ইউটিউবার এর। সেখান থেকেই এগুলো চলে যায় টেলিগ্রাম চ্যাটরুমসহ নানা জায়গায়, যার মধ্যে কিছু রাশিয়াপন্থী চ্যানেলও ছিলো। কিছু ক্ষেত্রে তাদের ইউক্রেনে হতাহতের সংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছিলো। দি এয়ার ন্যাশনাল গার্ড হলো যুক্তরাষ্ট্র বিমান বাহিনীর সংরক্ষিত ফোর্স। আয়ারল্যান্ড সফরে থাকা মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে সেখানেই বিষয়টি জানানো হয়। নথিতে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বাস করে যে জাতিসংঘ মহাসচিব ইউক্রেন যুদ্ধের জন্য রাশিয়াকে জবাবদিহির বিষয়টিতে ততটা গুরুত্ব দেননি।

এসব ডকুমেন্টের কয়েকটির ওপর 'টপ সিক্রেট' লেখা ছিলো। যার কিছুতে ইউক্রেন যুদ্ধের বিস্তারিত চিত্র এবং কিছু চীন ও তার মিত্রদের বিষয়ে তথ্য ছিলো।

নথি অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র মনে করে, জাতিসংঘ মহাসচিব রাশিয়ার স্বার্থও কিছুটা দেখার চেষ্টা করেছেন। কিছু ডকুমেন্টে মহাসচিব ও তার ডেপুটির মধ্যকার যোগাযোগের বর্ণনা আছে। কৃষ্ণসাগর দিয়ে শস্য রপ্তানি বিষয়ে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় যে চুক্তি হয়েছে তা নিয়ে নথি আছে ফাঁস হওয়া নথির মধ্যে।

যেখানে বলা হয়, জাতিসংঘ মহাসচিব চুক্তি সংরক্ষণে খুব আগ্রহী এবং তিনি রাশিয়ার দাবির প্রতি নমনীয়, যা রাশিয়াকে জবাবদিহির আওতায় আনার বৃহত্তর স্বার্থের পরিপন্থী। ফাঁস হওয়া নথিতে দেখা যায়, ইউক্রেনে নিজেদের কত লোক মারা গেছে তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিবাদে জড়িয়েছেন রাশিয়ানরা। তাদের প্রধান গোয়েন্দা সংস্থা এফএসবি দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে দায়ী করেছিলো ক্ষতি কম করে দেখানোর জন্য। ২৩শে মার্চের একটি নথিতে দেখা যায়, পশ্চিমা স্পেশাল ফোর্স ইউক্রেনের ভেতরে থেকে কাজ করছে। এর মধ্যে যুক্তরাজ্যেরই বড় কন্টিনজেন্ট আছে যার সদস্য প্রায় ৫০ জন।

সেখানে লাটভিয়ার ১৭, ফ্রান্সের ১৫, যুক্তরাষ্ট্রের ১৪ ও নেদারল্যান্ডের একজন আছে। এছারা মিসর গোপনে রাশিয়াকে রকেট সরবরাহ করতে চেয়েছে এমন তথ্যও ফাঁস হওয়া নথিতে আছে বলে জানিয়েছে ওয়াশিংটন পোস্ট।

উত্তর কোরিয়ার ইতিহাসে 'সবচেয়ে শক্তিশালী' মিসাইলের পরীক্ষা

পিয়ংইয়াং ঃ উত্তর কোরিয়া বলছে যে তারা আন্তঃ মহাদেশীয় নতুন একটি সলিডফুয়েল মিসাইল নিক্ষেপের পরীক্ষা চালিয়েছে এবং এটি তাদের ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার ইতিহাসে সবচেয়ে শক্তিশালী মিসাইল। দেশটির রাষ্ট্রীয় মিডিয়াতে এই পরীক্ষাকে অভিনন্দন জানিয়ে একে 'অলৌকিক সাফল্য' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। উত্তর কোরিয়ার এই মিসাইল পরীক্ষার জন্য জাপানে বেশ কিছু লোককে তাদের এলাকা থেকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

সলিডফুয়েল মিসাইল ক্ষেপণাস্ত্রে মিহি পাউডারের মতো কঠিন জ্বালানি ব্যবহার করা হয়। এটি লিকুইডফুয়েল বা তরল জ্বালানি দিয়ে চালিত মিসাইলের চেয়েও দ্রুত নিক্ষেপ করা যায়। সলিড ফুয়েল মিসাইলকে মাঝপথে আটকে দেওয়াও কঠিন।

তবে বিশ্লেষকরা বলছেন এধরনের মিসাইলের নেতিবাচক দিকও রয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়া মনে করে সম্পূর্ণ সফল একটি সলিডফুয়েল আইসিবিএম তৈরি করতে উত্তর কোরিয়া আরো সময় লাগবে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, উত্তর কোরিয়ার নতুন এবং কৌশলেরই অংশ।

বৃহস্পতিবার সকালে চালানো এই পরীক্ষাটির বিষয়ে উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা কোরিয়ান সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সি শুক্রবারে প্রকাশিত রিপোর্টে বলছে এই পরীক্ষার প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল উচ্চ শক্তির সলিডপ্রপেলেন্টের বিভিন্ন মোটর কতোটা নিখুঁতভাবে কাজ করতে পারে সেটা নিশ্চিত করা।

এছাড়াও এই ক্ষেপণাস্ত্রের সূক্ষ্ম কিছু প্রযুক্তি এবং পুরো নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার নির্ভরযোগ্যতা পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে।

এই পরীক্ষার ফলে জাপানের উত্তরাঞ্চলে কিছু বিভ্রান্তি তৈরি হয়। সেখানে লোকজনকে দ্রুত সরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলেও ৩০ মিনিট পরেই সেই নির্দেশ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

জাপানের হোক্কাইডো দ্বীপে স্কুল শুরু হতে বিলম্ব হয়। এছাড়াও কিছু কিছু ট্রেন চলাচলও বাতিল করা হয়।

জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্র এই পরীক্ষার তীব্র নিন্দা করেছে।

সলিডফুয়েল মিসাইল কী?

উত্তর কোরিয়া এর আগে যেসব আন্তঃ মহাদেশীয় সলিড ফুয়েল মিসাইল বা আইসিবিএমের পরীক্ষা চালিয়েছে সেগুলোর পাল্লা ছিল অল্প দূরত্বের। অর্থাৎ সেগুলো খুব বেশি দূরের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করতে পারতো না। কিন্তু এই প্রথম তারা দীর্ঘ পাল্লার সলিডফুয়েল ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালালো।

উত্তর কোরিয়া এর আগে বেশ কিছু আন্তঃ মহাদেশীয় অর্থাৎ এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশে আঘাত করতে পারে এরকম ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালিয়েছে। কিন্তু সেগুলো ছিল তরল জ্বালানির।

এ ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের ঠিক আগে তাতে তরলজ্বালানি নিতে হয় এবং এজন্য সময়ের প্রয়োজন।

উত্তর কোরিয়ার সবশেষ এই পরীক্ষাকে বিশেষজ্ঞরা পিয়ংইয়াংএর অস্ত্র কর্মসূচির বড় ধরনের অগ্রগতি হিসেবে উল্লেখ করছেন।

কারণ সলিডফুয়েল আইসিবিএমে আগে থেকেই জ্বালানিসহ প্রস্তুত করা থাকে এবং এগুলো যেকোনো সময়ে খুব দ্রুত নিক্ষেপ করা সম্ভব।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন একারণে খুব বেশি সময় ব্যয় না করেই উত্তর কোরিয়া এসব মিসাইল দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রেও আঘাত করতে পারবে।

দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় শুক্রবার বলেছে যে এই প্রযুক্তি নতুন কিছু নয়, এবং উত্তর কোরিয়া বৃহস্পতিবার যে পরীক্ষাটি চালিয়েছে যা একটি পুরোপুরি সলিডফুয়েল আইসিবিএম মিসাইল প্রস্তুতের মাঝামাঝি ধাপ।

উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং আন, তার কন্যা, স্ত্রী এবং বোনকে সাথে নিয়ে এই পরীক্ষাটির তদারকি করেছেন। খবরে বলা হচ্ছে মি. কিম বলেছেন যে এর পরীক্ষার কারণে প্রতিদ্বন্দ্বীরা চরম ভীতি ও উদ্বেগের মধ্যে থাকবে।

তিনি আরো বলেছেন পরীক্ষায় যে মিসাইল নিক্ষেপ করা হয়েছে, যা হোয়াসং১৮ নামে পরিচিত, সেটি উত্তর কোরিয়ার আগ্রাসী সামরিক আরো শক্তিশালী এই অস্ত্রের পরীক্ষার ঘটনা হঠাৎ করেই ঘটেনি।

উত্তর কোরিয়া কয়েক বছর ধরেই তার পুকগুকসং সিরিজের অংশ হিসেবে বৃহৎ আকারের সলিড রকেট মোটরের পরীক্ষা চালিয়ে আসছে। ২০২০ সালের পর থেকে এটা পরিষ্কার ছিল যে তারা যেকোনো সময়ে এধরনের অস্ত্রের পরীক্ষা চালাতে পারে, বলেন ক্যালিফোর্নিয়ায় জেমস মার্টিন সেন্টারে পূর্বএশিয়া অস্ত্র বিস্তার প্রতিরোধ কর্মসূচির পরিচালক জেফরি লিউস।

উত্তর কোরিয়া তার পুকগুকসং সিরিজে মধ্যমপাল্লার মিসাইলসহ সাবমেরিন থেকে নিক্ষেপ করা যায় এমন ক্ষেপণাস্ত্রও পরীক্ষা করছে।

পরমাণু অস্ত্র বিশেষজ্ঞ অঙ্কিত পান্ডা বলেন, নিক্ষেপের দিক থেকে দীর্ঘ পাল্লার সলিডফুয়েল মিসাইল হয়তো লিকুইডফুয়েল মিসাইলের চেয়েও বেশি শক্তিশালী, কিন্তু এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ এবং সংরক্ষণ করে রাখা কঠিন।

আর্দ্রতা ও তাপমাত্রার ব্যাপারে এগুলো অনেক বেশি স্পর্শকাতর এবং সময়ের সাথে সাথে এসব মিসাইলের ক্ষমতা কমে যেতে পারে।

উত্তর কোরিয়ার জন্য এই সপ্তাহটি তাৎপর্যপূর্ণ কারণ দেশটিতে মি. কিমের ক্ষমতায় আরোহণের ১১ বছর পূর্তি উদযাপিত হচ্ছে। অতীতেও এসব বার্ষিকীতে দেশটির সামরিক খাতে অগ্রগতির প্রদর্শন করা হয়েছে।

উত্তর কোরিয়া বেশ কয়েক বছর ধরেই তাদের পরমাণু অস্ত্র কর্মসূচি বৃদ্ধির জন্য কাজ করছে। দেশটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও শক্তিশালী পরমাণু অস্ত্র উৎপাদনে সচেষ্ট।

সম্প্রতি তারা দক্ষিণ কোরিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ সামরিক মহড়ার সমালোচনা করে বলেছে যে এর মাধ্যমে ওই অঞ্চলে উত্তেজনা বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

সবশেষ এই ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষাটি চালানো হলো উত্তর কোরিয়ার প্রতিষ্ঠাতা কিম ইল সুংএর জন্মদিনের মাত্র দু'দিন আগে।এ উপলক্ষে দেশটিতে দীর্ঘ সময় ধরে ছুটি দেওয়া হয়।